

ত্বরিত বিরচন

কুমার পূর্ণলিঙ্গ আলী আখন্দ,
আহিজা বিলাদ।

ଅଧ୍ୟାତ ମହିଳାକବି ଓ ସମାଜକର୍ମୀ ଶ୍ରୀଜନେଶ୍ବର ବେଗମ ଚକ୍ରମ୍ବା କାମାଳ
ବଲେନ, “ବଈଟି ଏକାଶିତ ହଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣେର ଅଧେ
ଆଚାରିତ ହଲେ ଆମି ଥୁଣୀ ହବ ।”

ତତ୍ତ୍ଵର ବିବତ୍ତନ

—::0::—

ପରମାକ ନାଗ ରିକେର, ବିଶେଷ କରେ କୁଥା ଓ ଦାରିଜ୍ଯେର ସାଥେ ସ୍ଥାନେର
ଦିନେର ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ସବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୃଷକ, ମେହନତୀ ଜନତା,
ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ନେତା ଓ ସମାଜ-କର୍ମୀଦେର ଅଞ୍ଚଳ ଲିଖିତ ।

ଦୟା କରେ ଅବସର ସମୟେ ପଡ଼ୁଥ, ଚିତ୍ତା କରନ ଓ
ଉପଲବ୍ଧି କରନ ।



[ଏହି ପୁନ୍ତକେର ବିକ୍ରମ-ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥେର ଏକାଂଶ ଦୃଷ୍ଟ ମାନସଭାଙ୍ଗ
କଳ୍ୟାଣେର ଜଣ ବାହିତ ହେ ।]

ମୁଁ ମୁସମ୍ମି ଆମୀ ଆଖଦ,
ସାହିତ୍ୟବିଜୋଦ ।

প্রকাশনায় : বেগম শামসুল নাহার, পাকল ভবন,
কাজীগাড়া রোড আলেক্সান্দ্রা, বরিশাল।

॥ উৎসর্গ গন্ত ॥

পরিবেশনায় : আলমগীর লাইব্রেরী,
গীর্জা মহল, বরিশাল।

ত্রুক নির্মাণে : ত্রুকম্যান ১১/১ হাজী ওসমান গণি রোড,
চাকা, বাংলাদেশ।

রচনাকাল : ১৯৭২

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৭৮ [অথব সংস্করণ]

মুদ্রণে : এ. সালাম
হাবিব প্রেস
সদর রোড, বরিশাল।

অঙ্কুর সংযোজনা ও

মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনায় : হাবিব প্রেসের শ্রমিকবৃন্দ।

বাঁধাই : আলী আকবর

মূল্য : সাত টাকা মাত্র।

[এন্সুকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সঁজুলিত]

সকল যুগের সকল জাতির ষে-সব
মহাআণ বর-নারী নিঃস্বার্থভাবে ঘানুমের
কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে হয়েছেন
বিষ্ণুভূবের শিকার, আর আছতি
দিয়েছেন নিঃশেষ করে বুকের লাল
টকটক রঞ্জ, তাঁদের রঞ্জ-রাঙ্গা
সৃতি-ঘারা অনুআপিত ও উদ্বৃত্তি হয়ে
আগামী দিনের কল্যাণমন্ত্র ‘নয়া সংসার’
গঠনের পথে যাঁরা অভিযাত্রী, তাঁদের
হৃচ, সবল ও শৌহ-কাঠের হাতে উৎসর্গিত
হল ‘তাত্ত্বের বিবরণ’।

বিজীত,
অঙ্কুর।

সবিনয় নিবেদন

খাত্তের শুঙ্গলে বাঁধা জগৎ-সংসার,
প্রত্যেক জীবেরে খোদ। দিয়াছে আহাৰ।
কেহ যদি খাত্ত তাৰ জোটাতে না পাৱে,
বাঁচিতে না পাৱে এই কঠিন সংসাৰে।
হাত ছটি আমাদেৱ আছে হাতিয়াৱ,
যোগাড় কৱিতে এই পেটেৱ থাবাৱ।
শ্রমেৱ ফলেও যদি খাত্ত নাহি জোটে,
অভাৱেৱ তাড়নায় ধৱণীতে লোটে।
কৃধিতেৱে খাত্ত দেয়া ধৰ্মেৱ বিধান,
নহিলে খোদাৱ কাছে নাহি পৱিত্ৰাণ
কাজ না কৱিয়া যে-ই চাহিবে খাবাৱ,
সে-ও নাহি প্ৰিয় হবে নিকটে খোদাৱ।
খোদা কোন প্ৰতীকাৱ নাহিক কৱিবে,
যতক্ষণ মাহুষেৱা দায়িত্ব না নিবে।

সেই দায়িত্বেৱ কথা কৱিয়া স্মৰণ,
লেখক কৱেছে হচ্ছে লেখনী ধাৱণ।
মাহুষ কৱিবে জয় সুধাৱ জগৎ,
সজ্ঞবন্ধ হয়ে তাৰা নিয়েছে শপথ।
লেখক তাদেৱ দলে হয়ে এক সাথী,
দুৱ কৱে দিতে চাহু আধাৱেৱ ঝাঁতি।
তাই তাৱ যাত্রা নব দিগন্তেৱ পানে,
গাঁথিয়া কথাৱ মালা-ছন্দে আৱ গানে।
এৱ ফলে কিছু যদি আসে জাগৱণ,
সার্থক হইবে তবে লেখনী ধাৱণ।

ধিনীত,
গ্ৰন্থকাৱ।

এক শ্রেণীর মানুষের বক্তব্য জন্য অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ'র নিরামত থেকে বঞ্চিত ও প্রবণক্ষিত। অতএব মানুষকে বক্তব্য জন্য দায়ী মানুষ। এই জন্য মানুষের বিচার হবে। মানুষকে বক্তব্য জন্য আল্লাহ'র নিজে দায়ী হলে মানুষের বিচার করার কোন যুক্তি নেই। ইজরাত ওমর (রা:) বলেছেন :—“ফোরাতের তীব্রে একটি কুকুরও যদি অনাহারে ঘৃতাবরণ করে, তার উপর ওমরকে আল্লাহ'র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।”

মানুষ যাতে মানুষকে বঞ্চিত করতে না পারে, সেজন্য মদীনায় মহান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ রাষ্ট্র ছিল সর্বতোভাবে জনকল্যাণযুক্তি। আল্লাহ'র বলেন, “রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের স্বত্ত্বামত নিও।” [২ : ১০৯]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস হিল যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাদের কল্যাণ বৃক্ষির জন্য। পরবর্তীকালে এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষুপের উপর রাজতন্ত্র গড়ে উঠল। রাজতন্ত্রের মানে বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা ও শোব্ধ। বেচ্ছাচারী শাসকগণ সব সময়ই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের অংশ এহেনের অধিকার অধীকার করেছে। আল-মাওয়াদী মুসলিম জাহানে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গুরুত্বাত্ত্ব ছিলেন। ধর্মিক অধিকার ও বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু গণতন্ত্র বা জনগণের অধিকার সম্বন্ধে তিনি অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলাম গণতন্ত্র ও মানবতাবোধ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ আদর্শগুলোকে সমর্থন করলেও বিগত তেরুশত

বৎসরের মধ্যে মুসলিম দেশগুলিতে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। শ্রেষ্ঠ আলেমগণও আল-মাওয়াদীর অনুসরণে বেচ্ছাচারী শাসকদের মনোরঞ্জনে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। যারা ব্যতিক্রম ধর্মী ছিলেন, তারা পেয়েছেন চরম দণ্ড। হজরতের প্রিয় সাহাবী আবুজ। গিফারীকে ধর্মিক মোকাবিয়া সত্যভাষণের অপরাধে নির্বাসিত করেছিলেন। আল-মনজুর ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে বিধ গ্রহণে ইত্যা করেছেন। আল-রশীদ কোন স্পষ্ট যুক্তি ছাড়াই সমস্ত বার্মাক বংশের বিলোপ সাধন করেন। আল মুতাওয়াকিল সামান্য কারণে বিধাত পণ্ডিত এবনে সিক্রিতের বৃষ্টি থেকে জিহ্বা টেনে ধের করেছিলেন। ইবনে তাইমিয়াকে শেষ জীবনে অক কুপে কাটাতে হয়েছিল। প্রাবল্যিক জন ব মেহাম্মদ ওরাজেদ আলী সাহেব বলেন—“ইসলামী নীতিতে রাজতন্ত্রের স্থান নেই।—মুসলিম ইতিহাসে বহুত বৎসর রাজতন্ত্র চলেছে সত্য কথা; কিন্তু এটা ইসলামের ব্যর্থতার ইতিহাস।” [মাহে নও, আমুর্বারী, ১৯৫১—পৃষ্ঠা ৩]

গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য গণকল্যাণ। সমাজের স্থুল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহা নির্ভরশীল। অর্থনীতিবিদ এডাম খ্রিষ্ট অর্থনীতিতে আধার ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক। এই নীতি দ্বারা সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হয়, কিন্তু সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় না। এই জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্পূর্ণের ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে, সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জুলুম প্রতিবেদ করার উদ্দেশ্যেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোটিপতির ছেলে সোনার চামচ মুখে

এক শ্রেণীর মানুষের বক্সার জন্য অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর নিয়মসত্ত্ব থেকে বঞ্চিত ও প্রবক্ষিত। অতএব মানুষকে বক্সার জন্য দায়ী মানুষ। এই জন্য মানুষের বিচার হবে। মানুষকে বক্সার জন্য আল্লাহর নিজে দায়ী হলে মানুষের বিচার করার কোন যুক্তি নেই। ইজরাত ওসর (রাঃ) বলেছেন :—“ফোরাতের ভীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে সুভূবরণ করে, তার ক্ষত ওয়ারকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।”

মানুষ যাতে মানুষকে বঞ্চিত করতে না পারে, সেজন্য মদীমার মহান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ রাষ্ট্র ছিল সর্বতোভাবে জনকল্যাণযুক্তি। আরাহত বলেন, “রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের মতামত নিও।” [২: ১০৯]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাদের কল্যাণ বৃক্ষের জন্য। পরবর্তীকালে এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্ম সুপের উপর রাজতন্ত্র গড়ে উঠল। রাজতন্ত্রের মানে ষেছাচারিতা, বিলাসিতা ও শোষণ। ষেছাচারী শাসকগণ সব সময়ই রাষ্ট্রীয় বাপ্পারে জনসাধারণের অংশ এহেগের অধিকার অধীকার করেছে। আল-মাওয়াদী মুসলিম জাহানে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধলিকার অধিকার ও বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু গণতন্ত্র বা জনগণের অধিকার সম্পর্কে তিনি অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলাম গণতন্ত্র ও মানবতাবোধ সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদর্শগুলোকে সমর্থন করলেও বিগত তেরশত

বৎসরের মধ্যে মুসলিম দেশগুলিতে কোন গণতান্ত্রিক আলোচনা গড়ে উঠতে পারেনি। শ্রেষ্ঠ আলেমগণ ও আল-মাওয়াদীর অনুসন্ধানে ষেছাচারী শাসকদের মনোবিজ্ঞনে অধিকতর ব্যক্ত হিলেন। যারা ব্যক্তিক্রম ধর্মী হিলেন, তারা পেয়েছেন চরম দণ্ড। হজরতের প্রিয় সাহাবী আবুজু গিফারীকে খলিকা যোবাবিয়া সত্যভাবের অপরাধে নির্বাচিত করেছিলেন। আল-মসজুদ ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে বিষ প্রয়োগে ইত্যা করেছেন। আল-রশীদ কোন স্পষ্ট যুক্তি ছাড়াই সমস্ত বার্ষিক বৎশের বিলোপ সংঘন করেন। আল মুতাওয়াকিল সামান্য কাগজে বিধাত পণ্ডিত এখনে সিক্রিফিতের বৃষ্টি থেকে জিহ্বা টেনে বের করেছিলেন। ইবনে তাইমিয়াকে শেষ ভৌতে অক্তুপে কাটাতে হয়েছিল। প্রাবণ্যিক জন ব মেহামাদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বলেন—“ইসলামী নীতিতে রাজতন্ত্রের স্থান নেই। মুসলিম ইতিহাসে বহুশত বৎসর রাজতন্ত্র চলেছে সত্যি কথা; কিন্তু এই ইসলামের ব্যৰ্থতার ইতিহাস।” [মাহে নও, আবুয়ারী, ১৯৫১—পৃষ্ঠা ৩]

গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য গণকল্যাণ। সমাজের স্থূল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহা নির্ভরশীল। অর্থনীতিবিদ ক্ষেত্র স্থিত অর্থনীতিতে অণ্ণাদ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক। এই নীতি দ্বারা সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হয়, কিন্তু সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় না। এই জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্পাদনের ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে, সম্পদ রাষ্ট্রাধিকরণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জুলুম প্রতিবেদ করার উদ্দেশ্যেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোটিপিশির ছেলে সোনার চামচ মুখে

তত্ত্বের বিবরণ

(৬) “খাটি মুসলমান কলাটে ঘর নিয়ে ঘৃত্য বন্ধন করবে।”
[মেশকাত শরীফ]

(৭) “আল্লাহ সে বালাকে ভালবাসেন, যে ঝীয় উপাঞ্জিত
অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে।” [তিবরাণী]

ধনতাত্ত্বিক ও আধা-ধনতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবহার সম্পদ বৃক্ষের
চারিকাঠি থাকে মুষ্টিমের কতিপয় ব্যক্তির হাতে। তার ফলে
শ্রমদান না করেও তারা পুঁজির কল্যাণে ওমের ফস ভোগ করে।
প্রত্যেকটি ধনতাত্ত্বিক দেশে অচান্ত বহু সমস্যার সাথে ভয়াবহ
বেকার সমস্যা বিদ্যমান, কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দেশে বেকার সমস্যা
নেই।

বেকারহ মানুষকে পরামর্শজীবী হতে বাধ্য করে। এতে জাতীয়
উৎপাদন ব্যাহত হয়। ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতি বেকারহ ও পরামর্শের
উপর জীবিকাকে স্বীকার করে নেয়। পরামর্শজীবী সমাজকে
কিছু দেয় না। অথচ সে ভোগের অধিকার পায়। পক্ষান্তরে,
সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি সকলের জন্য কর্মের সংহান করে। ফলে
অর্থনৈতিক প্রগতি তরাহিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক দেশগুলির
উন্নতিই এর অক্ষত অর্মাণ।

ইসলামের অর্থনৈতিক ধারণায় অমজীবীর স্থান অতি উচ্চে।
ইমাম আবু হামিদ আল গাজালীর মতে ভিক্ষার্থি আল্লাহকে
নিল্ম করার সামলি। ভিকুক অন্তের কাছে হাত পেতে আল্লাহকেই
অপমানিত করে। কেমনো, আল্লাহ যে রেজেক দেরার ওয়াদা
করেছেন এতে তার খেলাপ হয়। ইসলামে পেশাদার ভিকুকের

তত্ত্বের পিংর্তন

১৩

কোন স্থান নেই। ভিক্ষার পরিবর্তে ইসলাম পরিঅম করে
জীবিকা নির্ধার করার নির্দেশ দিয়েছে; অথচ, উন্নয়নশীল
দেশগুলিতে, বিশেষ করে, মুসলিম দেশসমূহে ভিকুকের আধিক্য
দেখা যায়।

আল্লাহ, সকল জীবের আহার দাতা—এ বধাটার সুস্পষ্ট
ব্যাখ্যা অর্থাবন করা আংশিক। এর অর্থ, আল্লাহর দেশে নেয়ামত
পরিঅম করে সংগ্রহ করতে হবে। আল্লাহ খাত এইগ কর'র জন্য
যেমন মুখ দিয়েছেন, তেহনি কাজ করার জন্য ছ'খামা হাত
দিয়েছেন। খাত তৈরী করে বটমের দাঁড়িক আল্লাহর নয়।
তা'হলে ফুটপাথের উপবাসী ভিকুক ও সচল ধনবান ব্যক্তির
মধ্যে খাতের বৈষম্য থাকতো না।

অমের পরিবর্তেই মারুষ রেজেক ব্যবহার করার অধিকার লাভ
করে। এভাবে অমজীবী ব্যক্তি সরাসরি আল্লার রেজেক প্রাপ্ত
হয়।

এখানে শুম ও আনুগত্য দ্বারা ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যে অন্যক্ষেত্রে
সন্দর্ভ গড়ে উঠেছে। যে ব্যক্তি নিজে শ্রমদান না করে অন্তের
অমের ফল ভোগ করে তার সাথে আল্লাহর এই সম্পর্ক গড়ে
উঠে না। আল্লাহর পরিবর্তে মধ্যবর্তী একটি সন্ত। তার 'রাজ্ঞাক'
বা রেজেকদাতা হয়ে দাঢ়ায়। অথচ, ইসলামে রেজেকদাতা
একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং পরামর্শজীবী প্রত্যক্ষভাবে ও তার ডরণ-
পোষণকারী অমজীবী পরোক্ষভাবে আল্লাহর কাছে অপরাধী।
ধনতাত্ত্বিক দেশে এরূপ অপরাধ অহরহ ঘটছে এবং সমাজ জীবনে
ফুটে উঠেছে তার বিষময় ফল।

পৃথিবীকে জয় করার চেষ্টা

পৃথিবীকে জয় করা ছিল শুধু পণ,
এই সব চেষ্টা ছিল তাহারি কারণ।
পৃথিবীকে জয় করা ধলিতে বুবায়,
বেশী করে নিজেদের সুবিধা আদায়।
সামান্য জ্ঞান আর শূভ্র হাতিয়ার,
ইহা দিয়া সোজা নয় ছনিয়া জ্ঞানার।
তাই তারা মনে মনে ভাবিত তখন,
মনের বাসনা কিসে হইবে পুণ।

ইচ্ছাল—যাহুবিদ্যা

শক্তি দিয়া যেটা তারা করিতে না পারে,
নাচ, গান, কল্পনায় জয় করে তারে।
যেমন বৃষ্টির পানি—অতি প্রেৰণ,
বৃষ্টি না হইলে বৃক্ষ বাচেনা জীবন।
তালে তালে নাচ তারা শুরু করে দিত,
নাচিয়া শানির ছিটা আকাশে ঝুঁড়িত।
ভাবিত বৃষ্টিকে তারা করিয়াছে জয়,
বৃষ্টি হবে তাই আর নাই কোন জয়।

শিকারে যাবার আগে নাচে আর গায়,
শিকারের উৎসাহ তাতে বেড়ে যায়।
লড়াই করিতে গেলে নাচে আগে তার,
মনে ভাবে শক্রদল পারিবেনা আর।
মনের কামনা এতে শক্তিশালী হয়,
ভাবে মনে তাহাদের হবে হবে জয়।

বিজ্ঞানের জগত

পৃথিবীকে মনে মনে জয়ের বাসনা,
জন্ম দিয়েছে কালে বিজ্ঞান-সাধনা।
আদি মানবেরা যদি বৃষ্টির আশার,
মাথা কুটে অর্ধা দিত দেবতার পায়,
তবে সেটা ধর্ম হত মোদের বিচারে,
যেই ধর্ম মানবেরে সাথে অঙ্গকারে।
তখনো শিখেনি তারা ভিক্ষা করিবারে,
আনিত কেবল হাত আর হাতিয়ারে।
নাচ, গান, ছবি আকা—বিলাসিতা নয়,
সঞ্চলি কাজের অঙ্গ—কাজে আনে জয়।
নাচ আর কাজ করা, এক কথা তাই,
আদি মানবের কাছে কোন ভেদ নাই।

নেতা ও সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী :
 (১৩০ এর পৃষ্ঠা ছটব্য)

সাহস		দক্ষতা
	জ্ঞান	
ত্যাগ		সততা

“এভু আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও” [আল কুর-আন]
 জ্ঞানের বিকাশ সাধনের জন্য অংশিত্বে যাত্র জীবনের উপযোগী
 করে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তা’ হলেই সামুহিক
 বুদ্ধিতে পারবে, কি করে মানবিক সংস্কার সমাধান করা যায়।

সূচিপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। ইসলামের অঙ্গোকে সমাজতন্ত্র	১
২। সমাজতন্ত্র : একটি সংলাপ (বরিশাল-পটুয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায়)	২৩
৩। পরিবারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মানুষের শক্তি মানুষ ; মানুষের হৃত্তির আসল কারণ	২৬
৪। আদিকালের মানুষের কথা, আদিম যুগের মানুষ সকলে সমান, সে যুগে লড়াই বাধিত কেন ? সর্দার নির্বাচন, সাম্যভাব, পৃথিবীকে জয় করার চেষ্টা, ইন্ডো-পাত্তি-বিজ্ঞানের জন্ম	২৯
৫। চাষাবাদের যুগ : জীবনবাদীর পরিবর্তন, দোস প্রথার স্থচনা, শ্রেণী বৈষম্য, শাসন আর শোষণ, শাসনঘন্টার অয়োজনীয়তা, আইনের শাসন, শুভঙ্করের ফাঁকি	৩৬
৬। শোষণের কলা-কৌশল	৪৩
৭। প্রচারের নৃতন রূপ	৪৬
৮। পৃথিবীর কল্পন্তর	৫০
৯। পাক-ভারত-বাংলার অতীত কাহিনী	৫২
১০। সেকালের চীনদেশ	৫৬
১১। আচীন ইরাকে শ্রেণী-সংঘর্ষ	৫৮
১২। মিশরে কি ঘটেছিল ?	৫৯
১৩। গ্রীসের ইতিহাস কি বলে ?	৬৩
১৪। গ্রোমানদেশের কাহিনী, জিমিদারী এথা (সামজ্বাদ)	৬৪
১৫। শহরের ইতিকথা	৬৮
১৬। পৃথিবীব্যাপী শোষণ আর লুঁঠন	৭২

[অ]

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১১।	পুঁজিবাদ—ধনতত্ত্ব	৭৫
১৮।	চিন্তার জগতে বিপ্লব	৭৬
১৯।	নৃতন জাতীয়তা বোধ	৭৮
২০।	ধনতত্ত্বের হইতে আচেল সম্পদ আবাব হস্ত দারিদ্র্য	৮১
২১।	পুঁজিবাদ বা ধনতত্ত্বের স্বরূপ, ধনতত্ত্বের পরিণতি	৮৪
২২।	বেশী উৎপাদনের কুফল	৮৬
২৩।	ধনিকের গণতত্ত্ব	৮৭
২৪।	কৃষক-শ্রমিকের গণতত্ত্ব	৯১
২৫।	মুনাফার উৎপন্ন কোথায় ?	৯৭
২৬।	মানুষ সম্পদ বাঢ়াতে চায় কেন ?	৯৩
২৭।	টাকার গোলক ধীর্ঘ ?	৯৯
২৮।	বিপদ সকেত	১০৬
২৯।	মুনাফার লোডে লড়াই	১১০
৩০।	নৃতন পৃথিবীর স্বপ্ন	১১৩
৩১।	সমাজতত্ত্বের কর্যকৃতি স্ফূর্তি	১১৭
৩২।	পৃথিবীর কতিপয় সমাজতাত্ত্বিক দেশ	১২১
৩৩।	এগিয়ে চলেছে বিশ্ব—পুঁজিবাদী দেশের ভূমিকা	১২৪
৩৪।	ফ্যাসিস্টাদ কি ?	১২৬
৩৫।	মানবীবাদ কাকে বলে ?	১২৬
৩৬।	সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে ?	১২৮
৩৭।	নয়া উপনিবেশবাদ কি ?	১২৮
৩৮।	নেতৃ ও সমাজকর্মীর সমীক্ষা	১৩০
৩৯।	এক অশ্রের ভিন্ন জবাব	১৩১
৪০।	আগরণী সঙ্গীত	১৩৮

ইসলামের আলোকে সমাজতত্ত্ব

ইসলাম কি সমাজতত্ত্ব সমর্থন করে ?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমই ‘সমাজতত্ত্ব বলতে কি বুঝায়?’—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। সমাজতত্ত্ব এমন একটা বিধান, যার ফলে সমাজের স্বার্থে অতোক সমর্থ ব্যক্তিকে কাজ করতে হয় এবং সকলের সমষ্টিগত চেষ্টার ফলে সমাজের ইত্যোক্তি লোক জাতি-ধর্ম নির্দিশেয়ে উন্নত, মহৎ ও সুন্দর জীবন ধাপন করতে পারে। সমাজতত্ত্ব এমন একটা বিধান, যার ফলে কেন যক্তিই বোন অভুতে অভ্যর্থনার উপর শোরণ ও ভুলুম চালাতে পারে না। ব্যক্তি-জীবন থেকানে সুন্দর, সেখানে সমষ্টিগত জীবন ও সুন্দর হয়ে উঠে। সামাজিক জীবনের মাধ্যমে বাস্তির গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়। এই অস্থাই ইসলাম ‘জামায়াত’ কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সামাজিক জীবনের মাধ্যমে সাধ্য, আত্ম সহনশীলতা, পাইকার্যক সহযোগিতা প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশ লাভ করে।

মানব সমাজের বর্তমান চেহারা দেখে নিরাশ হতে হয়। চারদিকে শুধু উৎপীড়ন, লুঠ ও দুর্গতির চির। এর কারণ হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষের উপর অপর শ্রেণীর মানুষের অত্যাচার। মানুষের দুর্গতি খেদার দান নয়। মানুষের শক্র মানুষ। মানুষের অবিচারের জন্যই মানুষ দুর্গতির শিকার হয়। এ সমস্যে আল-কুরআনের বাণী বিশেষভাবে প্রশিদ্ধান যোগ্য :—

(ক) “নিশ্চয় আল্লাহ কথমে মারুষের প্রতি কোনই অত্যাচার করেন না, কিন্তু মারুষই নিজেরা নিজেদের প্রতি অবিচার বরে [সূরা ইউনুস : আয়াত ৪৪]

(খ) “মারুষের মধ্যে স্থায়বিচার কর,”। [সূরা সোয়াদ আয়াত—২৬]

(গ) “আল্লাহ, বাসাদের মধ্যে কথমে অবিচার বরেন না [সূরা ইজ্জত : আয়াত—১০]

অত্যাচার বা জুলুম বলতে কি বুঝায়?—জুলুম আয়পরায়ণতার বিরোধী। যে-কোন কারণে বন্ধুর বা গুণের অব্যবহার হচ্ছে জুলুম। ব্যবহার ও অয়োগের ফলে অসন্তুষ্টি হলেও জুলুম হয়। কোথলতা ও কঠোরতা-মারুষের ছ'টি গুণ। এর কোনটাই উচ্ছেদ করা ঠিক নয়। যথাস্থানে অয়োগ করাই হচ্ছে। বড় কথা, কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। যথাস্থানে অয়োগ ও জুলুম হতে পারে, যদি উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করা না হয়। সুন্নাহ ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন নিয়ম ও পরিমাণ অনুসরণ করা। কোন অপরাধের ক্ষেত্রে একটি শিশুকে শাস্তি দেয়া হবে, এখানে কঠোরতা অদর্শন করা। প্রয়োজন নিয়ম ও পরিমাণ অনুসরণ করারে। শাস্তিদান করার উদ্দেশ্য হবে সংশোধন-প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ক্রেতে অধীর হয়ে লঘুপাপে গুরুত্ব দিলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এক্ষণ অবস্থায় আয়পরায়ণতার পরিবর্তে হবে শিশুর প্রতি জুলুম। এক্ষেত্রে ‘মিজান’ ঠিক রাখার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই যুদ্ধ ও খেলের প্রতি আচরণেরও স্থায়সঙ্গত বিধি-বিধান আছে।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আদিম যুগ থেকে এ জুলুম চলে আসছে নানাভাবে। ইসলামের মর্ম-বাণী হচ্ছে এ জুলুমের প্রতিশোধ করা। ধনতাত্ত্বিক সমাজে শ্রমিক, ক্ষেত্রমজুর, গরীব কৃষক, নারী, শিশু সকলেই জুলুমের শিকার। উৎপৌর্ণ, শোষণ ও লুটনের কেবলমাত্র চেহারা বদল হয়। ছতিক্ষ, মহামারী, বাড়-স্থায় নিয়ন্ত্রিত ও সর্বহারার দলই মরে বেশীর ভাগ। ধনীদের বাড়ীতে ভাতের ফেনের জন্য শত শত ভিস্কুটের ভিড় জমে কেন? বড় বড় শহরের ফুটপাথে, রাস্তার পাশে, ঝুপড়িতে এরা বাস করে কেন? সমাজের কতিপয় লোক ছাড়া অন্য সবাই অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে কেন? পেটের খাবার, পরশের কাপড়, রোগে ঔষধ ও পথ্য তাদের জোটেন। শিকার আলো তাদের দ্বারে পৌঁছেন। সামা পৃথিবীতে অসহায়দের আয় একই অবস্থা। আইনে অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অপরাধের মূলোচ্ছেদ করার কোন ব্যবস্থা ধনতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থায় নেই। উপরভূতার মারুষ গুরুতর অপরাধ করেও টাকার জোরে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু একজন সর্বহারার পক্ষে জুলুম থেকে অধ্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। মারুষের অন্য, বন্দু, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার স্থুরণ দিলে এবং বেকারদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করলে শতকরা ৮৫ ভাগ অপরাধের বিলোপ করান করা যায়। বাকী শতকরা ১৫ ভাগ অপরাধ-নিষ্পত্তি তেমন একটা কঠিন ব্যাপার বলে মনে হবে না।

ধনতাত্ত্বিক সমাজই সাধারণ মারুষকে মত বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার থেকে বকিত করে পৃথিবীতে অশাস্ত্রিত স্থিতি

করেছে এবং নানাকৃতি উপায়ে তার অতিরোধের চেষ্টা করে জনগণকে ভাঁওতা দিচ্ছে। ধনতাত্ত্বিক সমাজ-ব্যবস্থাই বেশোব্রতিকে আইনের লেবেল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং উৎসাহ দান করে। আগে মানুষ বিজী হত গুরু-ছাগদের মত। এখন আইনের চোখে দাস এখা নেই বটে, কিন্তু পেটের দায়ে মানুষকে তার স্বাধীনতা, মান-ইঞ্জত - সুবই বিসর্জন দিতে হয় অর্থাৎ দাস প্রথা উচ্ছেদ হয়নি—চেহারা বদল হয়েছে মাত্র।

সম্পদ বটনে বৈষম্যের জন্মই একটি ঝূলুম চলছে। সমাজ-তাত্ত্বিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার। রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের কল্যাণের জন্য তা' ব্যয় করা হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানায়ও সামাজ কিছু কিছু সম্পদ আছে। দেশের জমি, কলকারখানা, খনিজ, সম্পদ ইত্যাদি রাষ্ট্রের অধিকারে থাকায় যাত্র কতিপয় লোক এর থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ পায় না। সে সব দেশে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসার মৃত্যুর অধিকার নেই। শিক্ষার সুযোগের অভাবে মূর্খ ও অশিক্ষিত ধাকতে হয় না—বেকারদের অভিশাপ নেই। সকলের রোজগার সমান নয় বলে ব্যক্তিগত ভোগের ভারতম্য আছে, কিন্তু সঞ্চিত সম্পদ দ্বারা অস্তকে শোষণ করার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, জুনুমহীনভাবে বেঁচে থাকার মূলনীতির বাস্তবায়নে সমাজতাত্ত্বিক দেশগুলো বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে।

সমাজতাত্ত্বিক দেশসমূহে দেশের সকল সম্পদ সকল নাগরিকের জন্য-দেশের অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করে কতিপয় লোকের

ভোগের জন্ম নয়। আল-কুরআনের নির্দেশে দেখা যায় :— “তাহাদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও অপ্রার্থী সকল অভাবগ্রস্ত লোকের অধিকার রহিয়াছে” [সূরা জারিয়া : আয়াত-১৯]

ইসলামের নীতিত সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ, ধনধান ব্যক্তি অমানতদার মাত্র। তাহার সম্পদে অভাবগ্রস্ত লোকের অধিকার রয়েছে। সুতরাং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্ম রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারে

ইসলামের নীতিতে সমাজতাত্ত্বের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশ্বাস্যী। সুতরাং সমাজতাত্ত্বের নামে মৌমেনদের ভৌত ইউরাই কোন কারণ নেই। ধনতাত্ত্বিক দেশগুলো ধর্মের নামে সমাজতাত্ত্বিক ধারণার প্রসার রেখ করার উদ্দেশ্যেই সমাজতাত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। ইসলামের নীতিতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ, এবং ইহা সকল মানুষ ও আপনীর জন্য।

“তিনিই (আল্লাহ) জনিকে জীবের জন্ম অসারিত করিয়া দিয়াছেন।” [সূরা—আর-রাহমান : আয়াত-১০]

অতএব আল্লাহর সম্পদে সকলেরই অধিকার রয়েছে এবং স্বাই ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন :—

(ক) “আল্লাহর দান হইতে পান এবং ভোজন কর আর জগতে শাস্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইও ন।”

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ৬০]

(খ) “ভাল ভাল জিনিস ভঙ্গ কর এবং সৎ কাজ কর।”

[সূরা মু’মেনুন : আয়াত-৫১]

নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে কোটি টাকার মাহিক। তিখারীর ছেলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সৃত্রে পাছে ভিক্ষার বুলি। পিতা ডাকাতির আসামী হলে তার অবৈধ শিশু যেমন পিতার অপরাধের শাস্তি পেতে পারেনা, তেমনি পিতার অজিত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সৃত্রে পুত্রের আপ্য হতে পারেনা।

বর্তমান যুগে যাবা গণতন্ত্রের দোহাটি দেন, তাদের গণতন্ত্র হচ্ছে উপরতলার মানুষের গণতন্ত্র - দেশের নির্বিভুত ও সর্বহারা মানুষের গণতন্ত্র নয়। এই জন্মই তারা দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে। মানুষকে অশিক্ষিত রাখার শুভফস হচ্ছে এই যে, তারা শুভকরের ফাঁকিটা ধরতে পারছেন। অপরদিকে সমাজতাত্ত্বিক দেশসমূহ নৃতন কর্ম-সূচী গ্রহণ করে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছে।

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার - আল্লাহ, বলেন - “হুনিয়াতেও তোমার ন্যায় দরকারী অংশ ভোগ করিতে ভুলিও না এবং পরের উপকার কর।”

[শুরা কাসাস : আয়াত - ৭৭]

কাশ্মীর স্বার্থ কেউ দেছায় ত্যাগ করেন। সুতরাং শক্তি ক্ষেত্রের অয়োজন হয়। যারা বঞ্চিত, নিষেদের ন্যায় অধিকার যারা ভোগ করতে পারেনা, যাদেরকে ইহকালের কষ্টের বিনিময়ে পরকালের শুখ-শাস্তির প্রলোভনে ভুলিয়ে রাখা হয়, তাদের ভাগোন্নয়নের অস্ত্র সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ, বলেন, — “যদি

কেহ আপন জুন্মের প্রতিশেধ গ্রহণ করিয়া নিজেকে রক্ষা করে, তবে একপ লোকের পক্ষে কোন দোষের পথ নাই।

[শুরা : আয়াত - ৪১]

ইসলামের দৃষ্টিতে সুবিচার কার্যে করার জন্য সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ অন্তর বলেন, (ক) “সৎকাজে সহযোগিতা কর ও জুন্মে শরীক হইও না।” [৫ : ২]

(খ) বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট অল্লার বিধান কার্যকরী হয়।” [৪৯ : ৯]

(গ) “জালিয়দের প্রতি আমার প্রতিশ্রূতি প্রযোজ্য নয়।” [২ : ১৪২]

ইসলাম শর্তইনভাবে ক্ষমতাসীনদের জুগত ইঙ্গুর নির্দেশ দেয় না। শাসকদেরকে দায়িত্ব পালন ও সুবিচার কারেম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৰীজ্ঞানাথ বলেন,—

“অগ্নায় যে বরে আর অগ্নায় যে সহে,

তব ঋণ যেন তারে তৃণম দহে।”

অঙ্গায় বরা যেমন পাপ, অগ্নায় সহ করাও তেমনি পাপ। সুতরাং অগ্নায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানবিক কর্তব্য।

সমাজতন্ত্রের যারা বিশেষ, তারা এর ক্ষেত্রে দিকটা গোপন করে দোষের দিকটা বড় করে দেখেন। অবশ্য একপ দাণী করার কান কারণ নেই যে, সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় কোন দোষ-জটি

নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদের অসঙ্গতি খেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। এটা ইতিহাসের পরিবর্তনের ফল। এই স্তরের মাধ্যমেই পরবর্তী স্তরের গতি। যেহেতু ঐ বনে বাধা আছে, তাই ওখনে যাব না। এ ফুজি হাস্তানের ঐ বনে না গেলে তো কাট আরহণ করা যাবে না। এ সম্বন্ধে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার নিম্নলিখিত উকুলিটুকু অধিধান ঘোগ্যঃ—

(ক) “যেহেতু সমাজতন্ত্র একটা সহযোগিতামূলক সমবায় পদ্ধতি সেইহেতু এই সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।” [জুলাই-মেগেষ্ট্র সংখ্যা, ১৯৬৪—পৃষ্ঠা ১২৪]

(খ) “ইসলামী মূল্যবৌধের সমবয় সাধন করা হলে সমাজতন্ত্র ইসলামের অনুমোদন পেতে পারে।” [ঐ, পৃষ্ঠা ১২৬]

সমাজতন্ত্রের অসার রোধ করার জন্য বর্তমনে বাগুড়ায়ে ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্রে ঘোর বিরোধী ডঃ খলীফা আবহুল হাকিম সাহেবও স্বীকার করেন বাধ্য হয়েছেন যে, “মানবতিহাসে নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম ক ১১২ শাসক এবং ধনিক শ্রেণী সমূহের কায়েমী স্বার্থ বহাল রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।” [ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১১৮]

মেকিয়াতেলী ও মেপোলিয়নও ঐ নীতির অনুসরণ করে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। প্রতিহাসিক গিবর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন—“সাধারণ মানুষের জন্য এর প্রয়োজন আছে এবং রাজনীতিবিদের পক্ষেও ইহা উপকারী।”

সমাজতন্ত্র বিরোধীদের কাছে আবাই শোনা যায় যে, সমাজতন্ত্র নৈতিক শিক্ষার বিরোধী এবং ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা হতেই পারে না। এ ধারণা যে কতখানি আন্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় জন টুর্নার্ট চিল, বার্ট্রান্ড রাসেল, জর্জ বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি মান্তব্যকদের মানবতাবোধ থেকে। এ সম্বন্ধে ডঃ খলীফা আবহুল হাকিম বলেন,—“জড়বাদের ওচারক হলেও তারা নিজেরা (মার্কস এবং এসেল্স) হিলেন নৈতিকতাবাদী (Moralist)। কারণ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্থিতিক প্রতিষ্ঠার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে বাধ্য করেছিল একটি জীবনাদর্শ (ideology) স্থাপন করতে এবং অমিকদের মধ্যে তা' চোরাক করতে।” [ঐ, পৃষ্ঠা ২০০] প্রকৃতপক্ষে কোন সংগঠনই নৈতিকতা, হাত্তা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না।

অড়ঙ্গণ ও জীবজগৎ উভয়ই আল্লার বিধান অনুযায়ী (Law of Nature) নিজস্ব গতিপথে চলছে। এই নিয়মের অনুসরণ করেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই নিয়ম ভঙ্গ করাই আল্লাহর বিধান ভঙ্গ করা—যার ফল বিপর্যয়। সমাজতন্ত্র আল্লাহর বিধানেরই একটি বিভিন্নতা। স্বতরাং সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ করা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করারাই সামরিল।

ইসলামের দ্বিতীয় শপথ ও ঝর্মিক—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। এ সম্বন্ধে নিয়োজ হাদীসগুলি অধিধানযোগ্যঃ—

(ক) “অধিক আল্লাহর বকু।” [মেশকাত এবং মসনদ আহমদ]

মানুষ যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, তার অর্থ বৈতিক ও সামাজিক অবহান নির্ণীত হয় তার শ্রেণী চরিত্র দ্বারা। ধন-তাত্ত্বিক দেশের জনগণকে সাধারণত: তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) উচ্চবিত্ত, (২) মধ্যবিত্ত এবং (৩) নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা। সাধারণত: উচ্চ ও মধ্যবিত্ত স্তরের লোকই শাসক ও শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা নিম্নবিত্ত ও সর্বহারাদের ন্তৃত্ব ন্তৃত্ব খোগান দ্বারা ভুলিয়ে রাখে ও জনগণের মধ্যে বিভিন্ন কৌশলে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে রাখে। এই কৌশলগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে:— (১) শিক্ষাসংকোচন, (২) সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ, (৩) বিভিন্ন দলের মধ্যে, যেমন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বৃক্ষজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি। এর ফলে নিম্নবিত্ত মানুষ সংগঠিত ও ওক্যাধক হতে পারে না। এদের কসর বাড়ে ভোটের সমষ্টি, কিন্তু এরা কখনো ক্ষমতায় যেতে পারে না—থেট্রু হয়, তা শুধু মন ভুলানো। সুতরাং এদের দাবিদ্বারা অবসান হওয়া অসম্ভব। যেরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের এই বিচারটা জনসংখ্যা ক্রমশঃ দুরিজ হতে দরিদ্রতর হচ্ছে সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বৃহত্তর সামাজিক ঘার্থে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা লোপ করে অবিলম্বে সমাজকাৰীক ও অর্থ-বৈতিক কৰ্ম-সূচী গ্রহণ কৰা আবশ্যিক। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ না করে বিছু কিছু সম্পদের জাতীয়করণ কৰলে লাভের পরিবর্তে লোকসান দিতে হয়। এতে লাভবান হয় কতিপয় আমলা ও পরিচালকবৃন্দ। আবার অধিকগণকে শেয়ার দিয়ে

রাখলে শ্রমিক আন্দোলনকে ঘূর দিয়ে কুক করে দেয়া হয়। এতে বৃহত্তর জনগণের কোন মঙ্গল হয় না। এটা পৌরীকিত ধর্ম্য যে কাহুয়েমী স্বার্থ কেউ ষেছায় ছেড়ে দেয় না। অতএব নিম্নবিত্ত জনগণের সুসংগঠিত ও ঐক্যবন্ধ হওয়ায় প্রয়োজন। সন্দিগ্ধিত শক্তি দিয়ে ভাট্টাচার্যের জয়লাভ করে অথবা অস্ত পর্যায় ক্ষমতা দখল করতে না পারলে নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণীর ভাগের শুভ পরিবর্তন কোন নিন্দাই হবে না।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—সংস্কৃত থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের অভূদয় ঘটে। দেশপ্রেমের নামে ধনিক ও বণিক গোষ্ঠী সঙ্গীর ও উপর জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ জাতীয়তাবাদের নিষ্পেষণে নিম্নবিত্ত হয়েছে। এখন উপনিবেশবাদের স্থান গ্রহণ করেছে নয়। উপনিবেশবাদ ও আধিগত্যবাদ।

বিশ্ব সভ্যতাকে বঁচাতে হলে প্রয়োজন বিশ্ব-মানবতাবোধে উন্নত হয়ে বিশ্ব ভাস্তু, শিশু জাতীয়তা, বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠা। বাস্তি মালিকানা যেমন দুর্বলকে শোষণ করে, সেৱন দুর্বল জাতিগুলোও বৃহৎ জাতিগুলো দ্বারা শোষিত হয়।

ইসলামের বিধানে সকল সৃষ্টির ভোগের জন্যই আল্লাহ এ বিশ্বকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যা ও খালি সমস্যাকে বিশ্ব সমস্যাকে গণ্য করা উচিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়

পরিসীমা তুলে দিয়ে বা আঞ্চলিক জনগণের সুবিধা অসম'রে পরিবর্তন করে বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠাই আল-হুর অভিযন্তে আল-হু মানব জাতিকে এক জাতি করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্বের সকল সম্পদে সকল জাতির অধিকার স্বীকার করে নেয়া হিসেবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সম্পদের জাতীয়করণ অশেক্ষ মানবীয়করণই স্বীকৃত। কোন জাতির বা দশের তাত্ত্বিক সম্পদের অপচয় বা অপব্যবহার করা অস্থায় যদি অস্থ কোন জাতি সে সম্পদের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে। অতএব, মানবিক মূল্যবোধক গুরুত্ব দিয়ে সকল দেশের সকল জাতির অয়েজনের দিকে লক্ষ্য রাখ। উচিত। হাদীস শব্দিকে বর্ণিত আছে “দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যাও,” কোন জনসমষ্টির বিবাট অংশ যদি দারিদ্র্য-নিপীড়িত হয়, তবে সে সমাজের লোক সমষ্টিগতভাবে আলাহুর কাছে দাঁড়ী থাকবে।

সংযুক্তি জাতি সংঘের অতিষ্ঠা যখন সম্ভব হয়েছে, তখন ‘এক বিশ্ব—এক বাস্তু’ ইওয়াও অসম্ভব নয়। বিশ্বের সম্পদ স্থায়ভাবে ভোগ করার অধিকার ইয়েছে সমস্ত মানব গোষ্ঠীর। বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা’ সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর সব দেশের অসহায় মানুষের আয় একই অবস্থা। উপরতলার মানুষের নিজেদের স্বার্থে জাতিবিদ্য ও যুক্তের অতিক প্রচার করেছে। এর ফলে মানবাত্মের ব্যবসায়ের তাদের বিপুল আকরণ টাকা মুদ্রণ হচ্ছে। মানবগোষ্ঠীর জন্য এটা একটা বিব্রাট

অপচয়। অপচয় নিয়ারিত হলে কৃত্য ও দারিদ্র্য-নিপীড়িত বিশ্ব আচুর্যে ভরে উঠবে। এটা সফল করতে হলে সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে ঔক্যবন্ধ হতে হবে। অকবিখাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞত দূর করে শিকার আলোক ছড়িয়ে দিতে হবে। “এছ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও”—আল-কুরআনের এই নির্দেশ যদি মানুষ পালন করে, তা’ হলেই অবিলম্বে সার্বজনীন বাস্তব শিকার ব্যবস্থা করতে সে সর্বশক্তি নিয়ে যাবে। জানের বিকাশ হলৈই মানুষ বৃঝতে পারবে, কি করে মানবিক সমস্যার সমাধান করতে হয়, কি করে শুভকরের ফুকি ধরা যায়, কি করে সুবিধাবাদী ও কাহেমী স্বার্থের মানুষের অন্তর্গতলোকে ভৌতা করে দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা যায়। এই সহান উদ্দেশ্যে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠানিত হোক—“ছনিয়ার মজহুর এক হও।”

জনসংখ্যা বৃক্ষির আতঙ্ক—ধনতাপ্তিক দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃক্ষি মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং ক্রিম উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এর প্রতিক্রিয়া দিকটা ও সুস্থ মন্তিকে ভেবে দেখা প্রয়োজন। জননিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ব্যাভিচারের প্রসারে অভূতপূর্ব উৎসাহ দান করেছে। সমাজ জীবনে এর সারাভাব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের হৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়। ফলে ‘মানবতা’ বোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা অতিকূল ধারণা জন্মে। খাত্তের পরিমাণ সজ্ঞায়জনক না হওয়ার জন্য ভাইবোন এবংকি জন্মদাতা পিতামাতার উপরও হৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়। মানবতার দিক থেকে প্রেম হচ্ছে বিকাশ ও বিস্তারের মূলনীতি আর যুগ্ম হচ্ছে তার বিপরীত।

অধ্যাপক ডি. ডি. বার্দেল ইট, এন. ও. থেকে ক্ষেত্র সংগ্রহ করে তাঁর 'গ্রামীণ উইলাউট গ্রাম' পুস্তকে লিখেছেন যে, পৃথিবীর স্থল-ভাগের শতকটা মাত্র ১০ ভাগে চাষাবাদ হয়। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ থেকে অর্থাৎ, 'বাসস্থান ইত্যাদি' বাদ দিলে আরও শতকটা ৭০ ভাগ অধিতে চাষাবাদ চলতে পারে। তাঁর মতে যদি কোন ইতিবৃত্তি দেখা দেয়, তা' হলে মাঝের অকর্ম্যাত্মা, নির্বিকৃতা ও স্বার্থপ্রস্তাৱ দক্ষণই তা' হতে পারে।

রিচার্ড কর্লস্টার তাঁর 'ম্যান এগেইনষ্ট দি ডেজাট' বই এ লিখেছেন যে, পৃথিবীর টি অংশে মুক্তভূমি রয়েছে, ভূগর্ভস্থ পানি উপরে আমা সম্মত হলে এবং সমুদ্রের লোণা পানিক ঝুপের পানিতে পরিণত কৱা হলে মুক্ত অঞ্চলকে শস্য শ্যামল করে তোলা যাব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের কোন কোন মুক্তমূল অঞ্চলে এখন সবুজের সমাজোহ দেখা যাচ্ছে।

পার্কিং হ্যানসন তাঁর 'নিউ গ্রুর্জিত এম্বারেন্সী' পুস্তকে লিখেছেন যে, মঙ্গল আমেরিকার আমাজন নদীৰ অববাহিকায় ইউরোপের সকল অধিবাসীৰ বাসস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

নৈশশ্যবাদী প্রচারণা থেকে একগ ধারণায় স্থাট হয়েছে যে, জৰি তাঁর উৎপাদন ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌছে গেছে। বিশ্বজৰ্তনের মতে অধিৰ উৎপাদন ক্ষমতা পুনৰ্বহাল কৱা বেশৰ সম্ভব, তেমনি উহা বাড়ানোও সম্ভব।

[Agriculture in the World Economy, Rome, F. A. O., 1935, Page 35]

ড. ড্রু স্ট্যাম্প তাঁর 'আওয়ার ডেভালপিং এন্ড এন্ডার্ভ' পুস্তকে পঢ়িশ বছৰের এক হিসাব দ্বাৰা দেখিয়েছেন যে, জনসংখ্যা বৃক্ষিৰ চেহে থাদ্য উৎপাদনের হাব অনেক বেশী। ইহা দ্বাৰা ম্যালথসেৱ মতবাদ ভাস্ত বলে অমাধিত হয়। স্থলভাগ ছাড়াও সমুদ্রে মাঝুৰেৱ বিৱাট খদ্যভাগোৱাৰ রয়েছে।

বাংলাদেশ সম্বৰে আয়ই বলা হয় যে, বাংলাদেশ অত্যন্ত দুরিত্ব দেশ। একই কথা বাবা বলাৰ ফলে ভবিষ্যৎ নাগৰিকদেৱ মনে হীনমত্তাৰ ধাৰণা স্থিত কৱা হয়। বাস্তব অবস্থা সম্বৰে অবশ্যই সঠিক ধাৰণা দিতে হবে। সলে সলে সন্তানৰ কথা ও তাদেৱকে জানাতে হবে। বাংলাদেশে সোনাৰ খনি কোন দিনই ছিল না, কিন্তু একদিন বাংলাৰ ঘৰে ঘৰে সোনা ছিল। অম দ্বাৰা আমৰা আবাৰ অচৰ পৰিমাণে বৈদেশিক মুদ্ৰা অজন্ত কৱতে পাৰি। বদোপসাগৰে আৱ এক বাংলাদেশেৱ সমান আয়তনেৱ এলাকা তৈৰী হচ্ছে। আয় ১০ হাজাৰ বৰ্গমাইল এলাকা নিয়ে স্থিত হচ্ছে বনাবল। আয় ৪০ হাজাৰ বৰ্গমাইল এলাকা রয়েছে মাত্র ৭/৮ খুট পানিৰ নীচে সেখানেও একদিন এক বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগ জোগে ওঠাৰ সম্ভৱ বনা রয়েছে। তা' ছাড়া সন্তানৰ রয়েছে অচৰ থনিজ তেলেৱ। আকৃতিক গ্ৰামেৱ ব্যবহাৰ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

অমিদেৱ অভাৱ রয়েছে অ্যুক্তি বিষ্ট। ও মূলধনেৱ। অতএব, আচৰ্যেৱ সন্তানৰকে কাজে লাগাবাৰ অন্ত অয়োজন ব্যবহাৰিক জানেৱ বিকাশ ও বিস্তাৱ। আমাদেৱ দেশ কৃষি প্ৰধান। আধুনিক অ্যুক্তি বিষ্টাৰ ব্যবহাৰ কৱলে আমৰা ৩/৪ গুণ কসল বাড়াতে

গারি। বিদেশ থেকে খাতশত্য আমদানী করার প্রয়োজন না হলে সত্যিকার ভাবে আমরা পারি স্ব-নির্ভর হতে। আমদের শিল্প হবে কৃষি-তৈরিক। “সন্তান কৃষকের জন্য অর্থনৈতিক পুঁজি (Asset) এবং শহরবাসীর জন্মে দায় (Liability)” —বলেন অধ্যাপক ইগন আর্টেল বার্গেল (Urban Sociology, 1955.

Page 292)।

সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীতে ধর্মচরণ কি লিখিত? —
ধর্মতান্ত্রিক দেশগুলি প্রচার করে যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর অনুসরণ করলে ধর্মচূত হতে হব। এটা তাদের আচারাভিযানের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। নিজেদের অভিত্তার জন্য তাদের এ যিথ্যা আচারণাও অনেকে বিশ্বাস করে থাকে।

ইউনিফ সামিক আরব জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলাম বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তার মতে জাতের আমলে গোড়া শীঁটানদের অভ্যাচারে ইসলামের ছিল সংকটের দিন। বিহুবের পরে শীঁটানদের অভ্যাচার রহিত হয়েছে। শীঁটান ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নে ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকও রয়েছে। সেখানে নিজস্ব ধর্ম পালনে কোন বাধা নেই, তবে ধর্মকে ইজানীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মুসলমানদের চারটা আঞ্চলিক ধর্মীয় বোর্ড আছে। বোর্ডগুলি নিজস্ব এজাকার ধর্মীয় কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করে। বোর্ডগুলির সদস্যগণ মুসলিম সম্প্রদান

কর্তৃক নির্ধারিত হন। বোর্ডের সদস্যগণ সম্প্রদানের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজেদের সংবিধান রচনা করেন। বোর্ডের অনুরোধে সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমী অতি বৎসর মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবাদি, বোজা, নামাজ ইত্যাদির সময় নির্দিষ্ট করে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে।

‘সোভিয়েট প্রাচ্যের মুসলিমগণ’ নামক বোর্ডের পত্রিকা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্বন্ধে মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। পত্রিকাটি আরবী, উজবেগ, করাসী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

মুসলিম বোর্ডের অনেক কাজ। ইসলাম প্রচার, মৌলাদের প্রশিক্ষণ, বিদেশের মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা, মুসলিম শুগাকীতি সংরক্ষণ, মাজাসাহ ও মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা, ধর্মীয় পুস্তক ও সাহিত্য প্রকাশ করা, ইজত্তে পালন ও ধর্মস্থান দর্শনেজুক মুসলমানদের সাহায্য করা ইত্যাদি কাজ বোর্ডের এক্ষত্যাকৃতুক। মুসলিম বোর্ড সেরা ছাত্রগণকে কার্যরে, মরকো, দামেক ও লিবিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিবোধের অবসান হয়েছে। পরিজ্ঞ কোরান মুখ্য করার বীক্ষিত মধ্য এশিয়ার ব্যাপকভাবে প্রচলিত; ১৯৬৮ সনে কোরান নাজেলের ১৪০০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে করাচীতে কোরান আবৃত্তির একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ার কারী কাশিমভ এতে অস্থান প্রেরণ পুরস্কার লাভ করেন।

বিপ্লবের পরে মোড়িয়েট ইউনিয়নে জীবন যাত্রার মান বহুল পরিমাণে উন্নত হয়েছে। এখানে কোন ভিকুক বা বেকার নেই। বৃক্ষ ও অক্ষমদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্র বিনাব্যয়ে চিকিৎসাৰ নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এজন্ত সেখানে দান-ধৰ্মৱাত নেয়াৰ কোন লোক নেই। এখানে দান-ধৰ্মৱাতের টাকা বোর্ডের হাতে দেয়া হয়। বোর্ড ইহা ধৰ্মীয় কাঙ্গে ব্যয় করে।

এদশে প্রত্যোক ধৰ্মের লোকই ধৰ্মের অনুশাসন পালন ও ঘূচার করতে পারে। এমন কি নাস্তিকরাও তাদের মতবাদ প্রচার করে থাকে। এর ফলে ধৰ্মীয় সংস্কৃতগুলোকে গভীরভাবে তাদের ধৰ্ম সবকে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে অকৃত সত্যের আবিষ্কার করতে হয়।

সুতরাং ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলোৰ মিথ্যা প্রচারণায় বিভাস্ত হওয়া উচিত নয়। সোভিয়েট, ইউনিয়ন, গণচীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক দেশগুলি আৱতনে পৃথিবীৰ উ অংশ স্থান অধিকার কৰে ইয়েছে। এই সব অংশগুলি শুরু হয়েছে নব জীবনেৰ স্পন্দন। আমৰা কি পেছনে পড়ে থাকবো?

সমাজতন্ত্র ও একটি সংঘাগ

(বনিশাল—পাটুয়াখালীৰ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত)

বুড়ীঁ ৪ সমাজতন্ত্ৰেৰ কতা এটু কও দেহি ভাই ছনি,
হেই কতা কয় হাহাদিন ঐ মোগো বাড়ীৰ উনি।
ত্য'নু পিন্দা থাহিৰে ভাই, কাপুৰ যদি চাই,
কয় মোৰে, সৰুৰ কৱ-টাহা পয়সা নাই।
বাতেৰ ব্যথায় মইয়্যা গেলাম, অযুধ আনে না,
খাওয়া পৰার কষ্টে কো ভাই পহাণ বাঁচে না।
কেবল কয়—সমাজতন্ত্র আইতে আছে দ্যাশে,
দিন কৱড়া সৰুৰ কৱ, সুহে থাকবা শাখে।
কও দেহি ভাই হেই কতাড়া, সমাজতন্ত্র কি ?
আইবে কৰে ? হেই-তক মোৰা বাইচ্যা ধৰিয়ু নি ?
হেই রাজ ভাই কোম্বে থাহে ? আইবে কৰে কও,
পান খাও, তামাক খাও একটু সময় বও।

মাতি ৫ আৱে নানী নানাভাই তো বড় কাকিবাজ,
কইয়া দেৱা মিডা কতাৰ' আইবে না আৱ কাজ,
ভাত-কাপড়ে কষ দিজে বাড়ে বংশে থামু,
নবীৰ কলমা বেড়ায় খুইয়া জঁয়েৰ মৌনে যামু।
সোজা কতা কইয়া দেৱা—ৱানযুনা আৱ ভাত,
একশোবাৰ মাপ চাইবে জোক্ত কইয়া হাত।

বুড়ী : আরে ভাই বুইড্যা ! যদি এ সব কতা হোনে
আস্তা রাখতে হৈলে হোরে, ভাবছ বুকি মোনে।
ও সব কতা ছাড়ান দিয়া আসল কতা কণ,
যাবা হানে খাইয়া লইয়া ভাল মত বণ।

মাতি : আরে বুড়ী সমাজতন্ত্র রাখাটাজা নয়,
অনেকগুলি মাঝুষ লইয়া সমাজ একটা অয়।
সমাজেতে নানারকম নিরম কাহন থাকে,
সোজা কথায় সমাজতন্ত্র থলা ইয় তাকে।
নিয়মটা তার এমনি হবে—সবাই করবে কাজ,
কাজ করতে কারো কোনো থাকবে না আর লাজ।
ছেট, বড় থাকবে না কেউ, থাদার পাবে সবে,
কাপড় পাবে, অহুদ পাবে, গরীব নাহি রবে।
উপবাসে কেউ রবে না, করবে না কেউ ভিক্ষা,
কুলে আর কলেজেতে সবাই পাবে শিক্ষা।
ধর্মে, কর্মে স্বাধীন রবে কেউ করবে না মানা,
চোর-ভাকাতে কারো বাড়ী দেবে না আর হানা।
এখন সমাজ গড়তে হবে, কেউ রবে না ছথে,
সমাজতন্ত্র হলে দেশে সবাই রবে সুথে।
বড়কে কে সমাজতন্ত্র চায় না কোন কালে,
বাধা দেবে ছলে, বলে, নানারকম চালে।
ওগো নানী সমাজতন্ত্র পাইতে যদি চাও,
নানার সাথে যুক্তি করি' লড়াই করতে যাও।

গৌৱের শোষণ করি' আজকে যাবাৰি বড়,
জোট বাধিয়া আজকে তাদের শোষণ বক কৰ।
এক সাথে আজ লড়তে হবে, বাঁচতে যদি চাও,
শোষক যাবাৰি ঝূলুম তাদের বক করে দাও।

বুড়ী : বুড়াকালে লড়াই করতে কোম্পে যামু ভাই,
তোমার বুকি লইয়া শামে জ্যান্তে মাবাৰি যাই।
হাতে মোগো কাম নাই, কোম্পে যাইয়া মরি,
হার চাইয়া ভাই ঘৰে বইয়া গলায় দিমু দড়ি।

মাতি : গলায় দড়ি দিয়া বুড়ী সহতে কেন চাও ?
হ্যাতে তোমার বিনাকালে জনটা যাবে ফাও।
তাহার চাইতে নেতা যথম চাইবে তোমার কাছে,
সাধ্যমত শক্তি তোমার যোগাও তাহার পাছে।
তোমার মত সবাই যদি নেতার কথায় চলে,
শোষকেরা কোনদিন পারবে না আর বলে।
বোকার মত মরে পাবে, সমাজেতে সাজ,
বাচার তরে জীবন দেয়া অনেক ভাল কাজ।
সংস্কারে মুখে রবে—সত্যি যদি চাও,
সমাজতন্ত্রের পথে তবে পা বাঢ়িয়ে যাও।
নেতা যদি সমাজতন্ত্রে ভেঙ্গল দেয়ারে ভাই,
মরতে অহিবে গুটিশুদ্ধ। উপায় তো আর নাই।
উপায় আছে—হগল কতা জানতে অহিরে নানী,
কম আমি হৈ কতা ভাটি, আমি যেড় আনি।

বুড়ীঃ আরে ভাই বুইড্যা! যদি এ সব কতা হোনে
আস্তা রাখৰে হৈইলে হোৱে, ভাবছ বুঝি মোনে।
ও সব কতা ছাড়ান দিয়া আসল কতা কও,
যাবা হানে ধাইয়া লইয়া ভাল মত বও।

মাতিঃ আরে বুড়ী সমাজতন্ত্র রাখাটাজা নয়,
অনেকগুলি মানুষ লইয়া সমাজ এন্টা অয়।
সমাজেতে মানারকম নির্ম কাছন থাকে,
সোজা কথায় সমাজতন্ত্র বলা হয় তাকে।
নিয়মটা তার এমনি হবে—সবাই করবে কাজ,
কাজ করতে কারো কোনো খাকবে না আৱ লাজ।
ছোট, বড়, খাকবে না কেউ, খাদৰ পাবে সবে,
কোপড় পাবে, অযুদ পাবে, গৰীব নাহি রবে।
উপবাসে কেউ রবে না, করবে না কেউ ভিক্ষা,
কুলে আৱ কলেজেতে সবাই পাবে শিক্ষা।
ধৰ্মে, বৰ্ণে স্বাধীন রবে কেউ করবে না সানা,
চোৱ-ডাকাতে কারো বাড়ী দেবে না আৱ হানা।
এইন সমাজ গড়তে হবে, কেউ রবে না ছখে,
সমাজতন্ত্র হলে দেশে সবাই রবে স্থখে।
বড়কে কে সমাজতন্ত্র চায় না কোন কালে,
বাধা দেবে ছলে, বলে, মানারকম চালে।
ওগো! মানী সমাজতন্ত্র পাইতে যদি চাও,
মানার সাথে যুক্তি কৰি' লড়াই করতে যাও।

গৱীবেৰে শোবণ কৰি' আজকে যাৱা বড়,
জোট বাধিয়া আজকে তাদেৱ শোবণ বজ কৰ।
এক সাথে আজ লড়তে হতে, বাঁচতে যদি চাও,
শোষক যাবা জুলুম তাদেৱ বজ কৰে দাও।

বুড়ীঃ বড়াকালে লড়াই কৰতে কোথে যামু ভাই,
তোমাৰ বুকি লইয়া শ্যাষে জ্যাভে মাৱা যাই।
হাতে মোগো কাম নাই, কোথে ধাইয়া মিৰি,
হার চাইয়া ভাই ঘৰে বইয়া গলায় দিমু দড়ি।

মাতিঃ গলায় দড়ি দিয়া বুড়ী মৱতে কেন চাও?
হ্যাতে তোমাৰ বিনাকাভে জন্টা যাবে ফাও।
তাহাৰ চাইতে নেতা ষথন চাইবে তোমাৰ কাছে,
সাধ্যমত শক্তি তোমাৰ ঘোগাও তোহাৰ পাছে।
তোমাৰ মত সবাই যদি নেতাৱ কথায় চলে,
শোষকেৱা কোনদিন পারবে না আৱ বলে।
বোকাৰ মত সৱে পাবে, সমাজেতে লাজ,
বীচাৰ তৰে জীবন দেয়া অনেক ভাল কাজ।
সক্ষানেৱা স্থখে রবে—সত্যি যদি চাও,
সমাজতন্ত্রে পথে তবে পা বাঢ়িয়ে যাও।
নেতা যদি সমাজতন্ত্রে ভেঙ্গাল দেয়াৰে ভাই,
মৱতে অইবে গুটিগুদ। উপাৱ তো আৱ নাই।
উপাৱ আছে—হগল কতা জানতে অইবে নানী,
কমু আমি হেই কতা ভাট, আমি হেড় জানি।

পরিবার তন্ত্র

মন দিয়া শোন সব দীন ছঃখী ভাই,
সকল তন্ত্রের কথা লিখিয়া জানাই
সমাজ ছাড়িয়া লোক থাকিতে ন পারে,
বিধির বিধান দেখ তামাম সংসারে
একেলঁ থাকিল কত বিপদের ভয়,
ভাই তো মানুষ দেখ সমাজেতে রয়।

মাঝী-পুত্র-কন্যা নিয়া তব পরিগর,
সকলেরে নিয়া হয় মায়ার সংসার।
মুখ-শান্তি চাও মবে নিজ পরিবারে,
সকলেই খাটে তাই শক্তি অমুসারে।
পরিষারে সব লোক মাহি করে আয়,
তথাপি সকলে মিলে ভাগ করে খায়।
পরিবারে দেহ আছে আছে ভালবাসা,
আরো আছে শুনিয়ম, উন্নতির আশা।
পরিবারে বর্তা যদি বিশেষক হয়,
অপর সকলে তবে অনুগত রয়।
তার কলে এত্যোকেই মুখ-শান্তি পায়,
বেহেতু নামিয়া আসে মাটির ধরায়।
সমাজের কুস্তরাপ এই পরিবার,
এখানে সকলে পায় উচিত বিচার।

সমাজতন্ত্র

মোদের সমাজ যদি এ নিয়মে চলে,
সকলে বহিবে স্থুখ তবে এর ফলে।
ইহাই সমীজতন্ত্র শোন ভাইগণ,
এইজন্ত গৱীবেরা করে আন্দোলন।
পরিবারে শুরু যদি হয় অবিচার,
নিশ্চয় ভাঙিয়া যাও সোনার সংসার।
সমাজেও চলে যদি ধনীর শোষণ,
গৱীবের হীর তবে অকালে ঘৰণ।
বাংলাদেশে আমাদের আছে যে সম্পদ,
উচিত বটন হলে থাকেন। বিপদ।
দেশের সম্পদ যদি না হয় পাচার,
বাংলাদেশির দুরিদ্রতা থাকিবে না আর।
সাড়ে আট কোটি লোক আছে এই দেশে,
কেহ বড় কেহ ছোট থাকে নানা বেশে।
শতকরা আটজন জতি ধনবান,
তাহারাই এদেশেতে যথ। ভাগ্যবান।
সম্পদের শতকরা হিসাব ধরিলে,
পঁচাশীটি ভাগ ধায় আটজনে মিলে।
পনরুটি ভাগ আর বাকী থাকে ভাই,
বিচার করে জনে মোরা ভাগ করে থাই।

তত্ত্বের বিবরণ

এই দলে আছে যত লোক দীন-হীন,
অনাহারে অধ্যাহারে কাটে কারো দিন।
সাগাদিন খাটে তবু নাহি জোটে ভাত,
বড়দের চোখে এরা সব ছোট জাত।
টাকা-গয়স অমি-অমা কিছু যাও নাই,
তাকে বলে সর্বহারা শোন সব ভাই।

মানুষের শক্তি মানুষ

মানুষের মানুষে দেখ কত বাবধান।
এটা কভু হতে নাবে বিধির বিধান।
মানুষেই মানুষের করে সর্বনাশ,
মানুষেই মানুষেরে করিয়াছে দাস।
অথচ খোদাকে দায়ী করে শেষকেরা,
তাহাই বিশ্বাস করে যত্ত সর্বহার।
নিজে খোদা করে যদি এত অবিচার,
তবে বেন পরকালে করিবে বিচার।
কোন জাতি খোদা কভু করেন। উন্নত,
যতদিনে নিজেরা না হয় সম্মত।
খোদার জায়গ ইহা— কোরানের বাণী,
তবু মোরা কংজনে এই বথা মানি।
খোদাকে বরিলে দায়ী কোন জাত নাই,
মানুষেরে কষ্ট দেয় মানুষেই ভাই।

মানুষের ছুর্গতির আসল কারণ

যে নিয়মে সমাজের হইবে কল্যাণ,
সে নিয়ম ন। মানিলে নাহি পরিত্রাণ।
ধরিতে ন। পারি যদি রোগের কারণ,
কিরণে হইবে তবে রোগ নিবারণ ?
মানুষের ইতিহাস করি যদি পাঠ,
যুক্তিবে সকল দুর্দ যুক্তিবে বিজ্ঞাপ।
যাহা কিছু ঘটিয়াছে তনিয়। মানুষ,
কোনটাই নহে ভাই দৈবের ব্যাপার
কতক কারণ মিলে কিছু ঘটিয়াছে,
কারণের ফলে কার্য ইতিহাসে আছে।
মানুষের ছুর্গতিরো রয়েছে কারণ,
সে কারণ ভেবে দেখ ওহে জনগণ।

আদিকালের মানুষের কথা

আদিকালে ছিল লোক পশুর সমান,
নাহি ছিল তাহাদের সভ্যতার জ্ঞান।
হাত ছ'ট তাহাদের ছিল হাতিয়ার,
অঙ্গলের ফলমূল করিত আহার,
এক নাথে যেহুনত করিত সকলে,
কথা বলা শিখে তারা নিজ এর ফলে।

তত্ত্বের বিবরণ

মনের কথাটি যদি বলা নাহি যায়,
দলে মিশে কাজ করা হয়ে উঠে দায়।
গুগ্লি, শামুক, মাছ ধরিত নদীতে,
খাইত সকলে মিলে আনন্দিত চিতে।
পাথরের হাতিয়ার তৈয়ার হইল,
আগনের ব্যবহার করিতে শিখিল।
দেশে দেশে ঘূরিত সে মাঝের দল,
শিখিল নামান জপ প্রিয়ার কৌশল।
কাঠ দিয়া ঘটি, বাটি করিল তৈয়ার,
করিল কাঠের নোকা অতি চমৎকার।
শিখিল মাঝুয় পরে কুমারের কাজ,
কোন কাজে তাহাদের ছিল নাকো লাজ।
ভাল ভাল হাতিয়ার তৈয়ারীর ফলে,
শিকার মিলিত বেশী নৃতন কৌশলে।
শিকারের পশ্চ ধাহা অধিক হইত,
সেই গুলি সঘনে বাধিয়া রাখিত।
একাপে শিখিল তারা পশ্চর পালন,
ত্যুরপরে চাষবাস, ফসল বুনন।
লোহার লাঙল পরে করিল তৈয়ার,
অনেক উন্নত হল নব হাতিয়ার।

শিকার যুগেতে নাহি ছিল অবসর,
খাঠের সফানে রত ছিল দিন-ভৱ।

তত্ত্বের বিবরণ

এখন সহজে হত খাবার ঝোগাড়,
তাই হল দিন দিন নব আবিকার।
ঘৰ-বাড়ী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল,
লেখার কৌশল তারা প্রিয়া ফেলিল।
প্রথমে হুরুক ছিল ছবির আকার,
ছবিতে মনের কথা হইত প্রচার।
ছবি হতে ধীরে ধীরে অক্ষর হইল,
অক্ষরে মনের কথা প্রকাশ করিল।

আদিম যুগের মানুষ : সকলে সমান

কত না জ্ঞাত বেথ সেদিন—এদিন,
খাবার যোগাড়ে কেটে ধেত সারাদিন।
কোনকুপে বেঁচে থাকা ছিল যাহাদায়,
হোট-বড় ভেদাভেদ থাকিবে কোথায় ?
দল বেঁধে না থাকিলে কেহ না বাঁচিত,
তাই তারা দলে মিশে সকলে খাটিত।
খাবার জুটি যাহা নিত সমভাগে,
কেহ নাহি বেশী নিত সকলের আগে।
সকলে গরীব তাই—সবে ভাই, ভাই,
হোট-বড় ভেদাভেদ কারো জানা নাই।

তঙ্গের খির্তন

শিকায়ের হাতিয়ার যাহা কিছু আছে,
তা' ছাড়া সম্পদ নাহি ছিল কারো কাছে।
নাহি ছিল টাকা-কড়ি, নাহি ছিল ধন,
নাহি ছিল ব্যবসায়ী নাহি মহাজন।
সকলেই কাজ করে, সকলে সমান,
অথের কাজেতে নাহি হয় অপমান।
যাহা জোটে, তাহা থায়, অমা নাহি রয়,
কারো মাল চোরে নেবে নাহি হেন ভয়।
সংটুকু শেষ হত বাচাতে জীবন,
কে লইবে চুরি করি' অপরের ধন।

সে যুগে লড়াই বাধিত কেন?

শিকায়ের বন নিয়া লড়াই বাধি' বি,
নহিলে তাহারা নাহি জীবনে বাঠিত।
লুটিতে পথের ধন নাহি হত রণ,
লড়াই করিত তারা বাচাতে জীবন।
নাহি ছিল রাজা, অজা, শোষণের কল,
উজির, নাঞ্জির নাই—নাই সেনাদল।
দলের ভিতরে ঘনি বিদাদ ঘটিত,
আপোষে সকলে মিলে হিটাইয়া দিত।

সদা'র নির্বাচন

সবে যিলে বানাইত দলের সর্দার,
সকলে যানিয়া নিত ছকুম তাহার।
সর্দারের পদ নাহি ছিল বংশগত,
যোগ্যতার বলে নেতা নির্বাচিত হত।
সকলের সাথে থাকি দলের সর্দার,
করিত সবার সনে সম ব্যবহার।
নিজেও করিত সব খাটুনির কাজ,
ইহাতে তাহার কোন ছিল নাকো লাজ।

সাম্যতা'র

সকলে সমান আর সকলে স্বাধীন,
অভাবেও খুশীয়নে কেটে যেত দিন।
লোভ নাই, হিংসা নাই, সরল জীবন,
যারায়ারি করিত ন। তারা অকারণ।
গান গেয়ে তালে তালে সকলে মাচিত,
গুহার দেয়ালে নানা ছবি ও ঝাঁকিত।
সেই সব ছবি ভাই আজো দেখা যায়,
পৃথিবীর নানাদেশে পর্বত গুহায়।
এসব ছিলনা শুধু খুশীর ব্যাপার,
এ যুগে যেমন মোরা করি অনিয়ার।

চাষাবাদের যুগ : জীবন যাতার পরিবর্তন

দিনে দিনে মাঝুরের, বৃক্ষজ্ঞান হল চের
 বাসাইল ভাল হাতিয়ার,
 সেই হাতিয়ার দিয়া জঙ্গল ভিতরে গিয়া
 বেশী করি ধরিত শিকার।
 বেশী পশু হত যাহা, বাঁধিয়া বাঁধিত তাহা
 তারপরে করিত যতন,
 এইরপে জুমাগত, আদি মাঝুরেরা যত
 শিখে নিল পশুর পালন।
 চাষাবাদ তার পরে, করিল যতন করে
 ক্ষেতে ক্ষেতে ফলিল ফসল,
 ঘুচিল অভাব-তাতে, ফসল থাকিল হাতে
 পেল তারা খাটুনির ফল।
 ঘোরাঘুরি বনে বনে শিকারের প্রয়োজনে
 ধীরে ধীরে কমে গেল ভাই,
 কুমে তারা সারি সারি, গড়ে নিল ঘরবাড়ী
 বসতি করিতে হল তাই।
 শোকের জীবনধারা, দেখহ কিসের দারা
 ধীরে ধীরে বদল হয়েছে,
 হাতিয়ার ভাল হলে, তাহাতে শ্রমের ফলে
 উন্নতির পথ খুলে গেছে।

আগন্তনের ব্যবহার, নানা ধাতু গলাবার
 শিখে লোক বিবিধ কৌশল,
 শিখে নিল চাষবাস, সুখে কাটে বারমাস
 ক্ষেতে পেল সোনার ফসল।
 এমন সুখের ফাঁকে, জীবন নদীর বাঁকে
 ডুবে গেল একটি রতন।
 সে রতন সমতাৱ, সে রতন একতাৱ
 তাৱ মত নাই কোন ধন।
 ভেঙ্গে গেল একদল, হয়ে গেল ছ'টি দল
 ভেঙ্গে গেল সমতাৱ ভাব,
 একদল খেঁটে ঘৰে, অন্ত দল মজা করে
 লুটে নেয় খাটুনির লাভ।
 মেহনত করে যাবা, খেতে নাহি পায় তারা
 অভাবেতে কাটে দিনমান,
 তারা যাহা তৈয়াৰ কৰে, অন্তে খায় পেট ভৰে
 নিজ ঘৰে অভাবের টান।
 পরিষ্কার করে যাবা ছোট লোক হল তারা
 তারা হল দীন-হৃষী ভাই,
 যাবা করে লুটপাট, তাহাদেৱ বেশী ঠাট
 তারা হল বড়লোক ভাই।
 শিকার যুগের দিন ছিল শোক দীনহীন
 বেশী মাল কিছু না রহিল,
 পরের জিনিস ভাই, কেহ না ধরিত ভাই,
 লুটিবাৰ ডৱ নাহি ছিল।

তন্ত্রের বিষর্তন

এ যুগে বাড়িল মাল, বেশী হল চা'ল, ঢাল
 বাড়তি জিনিস হাতে রঘ,
 একের শব্দের ধন, লুটে যদি অগ্রজন
 সে কারণে দেখা দিল ভয়।

দাস প্রথার সূচনা

শিকার যুগেতে' যদি লড়াই বাধিত
 বন্দী হলে তাহাদেরে মারিয়া ফেলিত।
 বন্দীকে খাবার দেয়া আছিল কঠিন,
 মেরে ফেলা তাই মনে হত সমীচীন।
 এই যুগে সেই বীতি আর নাহি র'ল,
 বন্দীরা সকল দাসে পরিণত হল।
 মৃধ বুঁজে মেহমত তাহারা করিত,
 ভীবন বীচার মত খাবার জুটিত।

প্রেরী বৈশ্বম্য

ক্রমে ক্রমে মাঝুরের সম্পদ বাড়িল,
 তার সাথে মালিকানা বাড়িতে থাকিল।
 ভিন্ন ভিন্ন পরিবার উঠিল গড়িয়া,
 ফসলের অমি গেল পৃথক হইয়া।

তন্ত্রের বিষর্তন

ভাগ হল পশু আর ভাগ হল দাস,
 ভাগে ভাগে জমি তারা করে নিত চাষ।
 সম্পদে থাকিত যদি সম অধিকার,
 নিজের সম্পদ কিছু অধিত না আর।
 ভাগে ধারা বেশী পেল, বড় হল তারা,
 কেহ হল দীন-ঢঃধী, কেহ সর্বহারা।
 সমানে সমান লোক ছিল যতদিন,
 শ্রমের সুস্মান ভাই ছিল ততদিন।
 মেহমত না করিলে বাঁচিত না জান,
 মেহমত ছিল তাই জানের সংযান।
 পরের শ্রমের ফল লভিল যাহারা,
 মেহমতে অসম্মান করিল তাহারা।
 'ছোটলোক' হল সব মেহমতকারী,
 শ্রমের স্বর্যাদা গেল একেবারে ছাড়ি।
 পৃথিবীর সাথে ছিল আগের লড়াই,
 তখন মাঝে সবে ছিল ভাই ভাই।
 মাঝে মাঝে পরে লড়াই চলিল,
 তখন হইতে তারা হ'ভাগ হইল।
 একদল গায়ে খেটে সম্পদ বাঢ়ায়,
 অঙ্গদল বিনা ওয়ে ফল তার ধার।

শাসন জারি শোষণ

মাঝুষ লভেছে আজ অতুল সম্পদ,
তার সাথে দেখা দিল ন্তুন বিপদ।
সমানে সমান ভাব হারাইল তারা,
দেখা দিল ছই দল—ধনী, সর্বহারা।
একদিকে গড়ে ওঠে ভোগের পাহাড়,
অন্যদিকে দারিদ্র্যের ঘোর হাহাকার।
সেই সংস্কার মুগ তাই শুরি মনে,
আধিক সাম্যের কথা ভাবে মুহীজনে।
আধিক সমতা ষদি আসে পুনরায়,
আবার শাস্তির দিন আসিবে ধরায়।
সর্বহারা মাঝুবের কিনিখে সুনিন,
ইতু-পশুর মত রহিবে না হীন।
মাঝুবের মত তারা পারিবে বাচিতে,
কেহ না পারিবে পুনঃ শাস্তি কেড়ে নিতে।
সমানে সমান শোক ছিল যতদিন,
শাসনের যত্ন নাহি ছিল ততদিন।
বিবাদ মিটায়ে দিত দলের সর্দার,
সর্দার চলিত মত মেনে স্বাক্ষর।

শাসন-যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

সমানে সমান ভাব ফুরাল যখন,
শাসনের প্রয়োজন আসিল তখন।
ভাই ভাই ভাবটুকু রহিলনা আর,
হারাল তখন লোক স্বাধীনতা তার।
দেখা দিল সমাজেতে লুটেরার লোভ,
সর্বহারা মাঝুবের অন্তরেতে কোভ।
মাঝুমারি, লুটপাট করিলে সবাই,
চুনিয়ার লোক আর বাঁচিতন। ভাই।
যাহাদের হাতে আছে ওচুর সম্পদ,
তারা তার মুশাসন তাড়াতে বিপদ।

আইনের শাসন

আইনের শাসনের তাই দরকার,
না মানিলে শাস্তি পেতে হবে সবাকার।
আদিম যুগের সাথে কত ব্যবধান,
যখন মাঝুব ছিল সকলে সমান।
সবে মিলে করিত যে কাজ সম্পাদন,
সেই কাজে আইনের নাহি প্রয়োজন।
এখন নহিলে ইহা সকলি অচল,
ইহার কল্যাণে চলে শাসনের কল।

তন্ত্রের বিবর্তন

মানে বিনা সবে ইহা দেখা দুরকার,
তাই চাহি বিচারক করিতে বিচার।
সৈন্য চাই, অস্ত্র চাই, চাই কোতোয়াল,
নহিলে শাসন নাহি ধাকিবে বহাল।
একদল লোক পেল শাসনের ভার,
অতেরা খাটো শুধু যোগাবে আহার।
পৃথিবীর সাথে তারা লড়াই করিলে,
সবার জ্ঞানের জন্য সম্পদ গড়িবে।
তার এক ভাগ তুলে শাসকেরা নেয়,
এটাই থাজানা যাহা প্রজাগণ দেয়।

শুক্ররের ঝাঁকি

মনে হয় ব্যবস্থাটা ভাল অভিশয়,
ইহা ছাড়া দেশে করু শাস্তি নাহি রয়।
ভাবিয়া দেখিলে পাবে গুলদ ইহার।
চিন্তা না করিলে বোবে সাধ্য আছে কার।
সব মানুষের স্বার্থ যাতে রক্ষা পার,
আইনের হেনকপ দেখা নাহি যায়।
আইনের বিধিমতে প্রয়িকের দলে,
মুখ বুঁজে মেহনত করিবে সকলে।
অস্তদল লুটে খাবে খাটুনির ফল,
একপ করিয়া গড়া শাসনের কল।

তন্ত্রের বিবর্তন

ইহাতে অধিক দল যদি বেঁকে রয়ে,
শাসনের ধাতাকলে আনা হবে বশে।
গ্রাজাকে মানিতে হবে এই তো বিধান,
না মানিলে দায় হবে বাঁচাতে পরাণ।
বড়লোক যাহা বলে—মানিতে হইবে,
তাদের সম্পদ হতে কিছু না লইবে।
নিতে গেলে সাজা পাবে, নাহিক রেহাই,
এই বিধি না মানিলে কারো রক্ষা নাই।
শোষণের তরে হেন চলেছে শাসন,
এই কথা চিন্তা করে দেখে কতজন?
কাকিটুকু ঢাকা হয় যিষ্ঠি বুলি দিয়া,
অতি কষ্টে লোকে তাই রয়েছে সহিয়া।
মেহনতী লোক যাতে রুখে না দাঢ়ায়,
সেই হেতু কঢ়াকড়ি সব ব্যবস্থায়।
সেই হেতু হাজা আর উজির, নাজির,
সে কারণে সৈয়দদল রয়েছে হাজির।

শোষণের কলা-কৌশল

শাসক-শোষক যারা, সংখ্যার নগণ্য তারা,
মেহনতী লোক দলে ভারী।
শাসকের মনে ভয়, ওরা যদি দেশময়,
বিজ্ঞাহের বাণী করে আরী।

তত্ত্বের বিবর্তন

তাহা হলে অঙ্গস্তো, বিশাল অস্তিক দলে,
শাসনেতে রাখা হবে দায়,
তাই তারা ফন্দী করি, ছলনাৰ পথ ধৰি,
আবিক্ষাৰ কৱিল উপায়।
শিক্ষাৰ আলোক হতে, দুৱে রাখে নানামতে
অদেশেৰ জনসাধাৰণ,
না গেয়ে আলোক-ধাৰা, আননো কখনো তাৰা
কোন পথে হবে জ্ঞাগৱণ,
নানান দলেৰ ঘাৰে, বিভিন্ন স্থষ্টিৰ কাষে,
সুযোগ ধূঁজিছে শুধু তাৰা,
অজ লোক না বৃঁহিয়া, নিজ স্বার্থ বলি দিয়া
ইয় নিঃঃস্ব আৱ সৰ্বহাতা।
আৱ একদল আছে, নানা সাজে আসি' কাছে,
মাহুষেৰে বুঁধিয়ে বেড়ায়,
নৌতি-কথা গুলধন, কথায় ভুলায় ইন,
সমাজেৰ ঘাড়ে বন্দে খায়।
বলে তাৰা শোন, শোন, সুখ-ছুঁখ নিৱে কোন
চিন্তা কৱে লাভ নাহি হবে,
বিধাতাৰ ইচ্ছামত ঘটিতেছে অবিৱত,
যাহা কিছু দেখ এই ভবে।
বিধাতাৰ কুণ্ডা-নিধি, দেখনা কেয়ন বিধি
তাৰ কাছে সকলে সমান,
ভবে কেন কেহ সুখী, কেহ রঝ চিৰ-ছঁবী,
এ ব্যাপাৰে কেন অসমান।

তত্ত্বের বিবর্তন

বলে তাৰা শোন ভাই, রহস্য বলিয়া যাই,
কেন ঘটে এমন ব্যাপাৰ,
সুখী লোক দেখ যত, ভাল কাহে ছিল রত,
জনম ভৱিয়া আগেকাৰ।
পূৰ্ব-জনে পাপ বঢ়ে, জন্ম যাবা নিল হয়ে,
তাৰা হেথা দুঃখ-কষ্টে রথে,
এ নিয়ম বিধাতাৰ, লজিবাৰে সাধ্য কাৰ
এ নিয়ম চলিতেছে ভৱে।
সুখ-ছুঁখ নিয়ে তাই, চিন্তা কৱে লাভ নাই
আদেশ পালন কৱ তাৰ,
ঠাকুৰে মানিয়া চল, সুখে আলা-ইৱি বল,
যিনি হন অভু সৰাকাৰ।
এ জগতে কৱ হুখ, পৱকালে পাবে সুখ,
একমনে ভগবানে ডাকো।
মাগো হে কুণ্ডা তাৰ, - নাব তাৰ কৱ সার,
তাৰে কভু ভুলে নাহি আকো।
কৱ তাৰ গুণগান, আমাদেৱে কৱ দান,
নায় তাৰ কৱি যে আচাৰ,
এতে তব পুণ্য হবে, পৱকালে সুখে রথে,
যিছে কেন হুঁখ পাও আৱ।
শিকাৰ যুগেৰ কালে, মাচে, গামে, তালে তালে
লক্ষ্য ছিল পৃথিবীৰ জয়,
চেষ্টা ছিল সকলেৰ, নিজ তাগ্য গঠনেৰ
কাৰ্যো কোন নাহি ছিল ভয়।

তঙ্গের বিবর্তন

সে যুগ হইল বাসি, যুছে গেল হাসি রাশি
 কালনিক ভয় জাগে মনে,
 পৃথিবী জয়ের তরে, বিধাতার পদ ধরে
 মাথা কোটে সবে আৰ-পণে।
 দেবতার দয়া ষেচে, পৃথিবীতে রবে বেঁচে,
 কুর পদে আজসমপৰ্ণ,
 ইহাছাড়া নাই গতি, ধৰ্মে সবে রাখ মতি,
 হংখ কেন সহ অকারণ।
 শোষকের দলে যারা, এই মধু-বাণী তারা,
 জোরেশোরে কুলি প্রচার,
 ধনিকের পরে ভাই, রাগ করে লাভ নাই,
 মাথা কোট পায়ে বিধাতার।

প্রচারের মুক্তন রূপ

শোষকের শুনাইল নৃতন বারতা,
 বুঝাইল পৃথিবীর বোৱ অসারতা।
 বাস্তুৰ জিনিস নাহি আছে এইখানে,
 সত্য যাহা আছে তাহা অস্ত কোন থানে।
 পৃথিবীতে নাই কোন অদল বসল,
 বদল দেখাটা শুধু ভুলেৰ ফসল।

তঙ্গের বিবর্তন

৪৭

এ কথা বুঝানো যদি যায় জনগণে,
 আৱ যদি চিৰকাল রাখে ইহা মনে,
 একেবাবে পঙ্ক হবে তাহাদেৱ মন,
 পারিবেনা মাথা তুলে দাঢ়াতে কখন।
 মনেতে হৰ্বল হলে শ্ৰমিকেৰ জাত,
 তুলিবেনা মাথা আৱ উঠিবেনা হাত।
 বৃক্ষজীবী লোক তাই রাখা চাই হাতে,
 সাধাৰণ মানুষেৱা বশে ধাকে যাতে।
 শোষকেৱা বিজ লোক আনিল ডাকিয়া,
 প্রচাৰ কুলি ইহা তাহাদেৱে দিয়া।
 মুক্ত হল জনগণ তাদেৱ কথায়,
 সম্মান পাইল তারা বাজাৰ সভায়।
 আজো চলে পৃথিবীতে এমনি প্রচাৰ,
 ইহাৰ কাৰণ ভাই অতি পৰিষ্কাৰ।

তালগাছে ভূত ধাকে বলিয়াছে মায়,
 হপুৰে সেখানে গেলে বাঢ় ঘটকায়।
 মায়েৰ উদ্দেশ্য ভাল নাহিক সন্দেহ,
 বৌজে গিৱা যোৱাখুৰি কুৱিবেনা কেহ।
 একা শিশু হপুৰতে না যাবে তথায়,
 সোনামণি দুৰ্য যাবে শুৱে বিছানায়।

এমন ভঙ্গীতে জাতা গল বলিয়াছে,
 কেহ যেন উহা ঠিক চোখে দেখিয়াছে।

তঙ্গের বিবরণ

কেহ যেন হইয়াছে ভূতের শিকার,
অবিশ্বাস করে ইহা সাধ্য আছে কার।
এমন ভঙ্গীতে মাতা কাহিনী বলেছে,
শিশু-মনে সুগভীর ছাপ পড়ে গেছে।
মনেতে ইয়েছে ভয়—ধাকিতেও পারে,
কিছুদিন যার নাই, তালগাছ ধারে।
শিশুর সরল মন দিয়ে পঙ্কু করে,
কিছুদিন মা তাহারে রাখিয়াছে ঘরে।
একপে লোকের মনে বহু সংস্কার,
বিশেষ উচ্ছেষ্টে কেহ করিয়া অচার,
পঙ্কু করে দেয় মন, পঙ্কু করে দেহ,
অগভির পথে যেন নাহি চলে কেহ।
হৃষ্ণ শিশুরা তবু গিয়াছে সেখানে,
দেখিতে ভূতের বাসা থাকে কোন্ধানে।
এইকপে সমাজেও পুরোহিতগণ,
অকর্মণ করে দেয় মানুষের মন।
হঃসাহসী মানুষেরা তবু সত্য থোজে,
ভয়েতে ঘরেতে নাহি থাকে চক্ বুঝে।
তার ফলে হৱ বহু সত্য আবিষ্কার,
সকল মানুষ পায় উপকার তার।
তাই তো ধর্মের পথে থাকে মতভেদ,
বিজ্ঞানের সত্য নাই কোন ক্ষেত্র।

তঙ্গের বিবরণ

বিজ্ঞানের ভিত্তি হয় বাস্তব প্রেরণ,
ধর্মীয় বিধাসে শুধু থাকে অসুস্থান।
হই দলে ভাগ হল মানুষের দল,
শোষকের হাতে রয় শোষণের কল।
অন্যদলে আছে লোক মেহনতকারী,
তাহাদের টাকা নাই, নাই বাড়ী, গাড়ী।
মিথ্যা কথা দিয়া হন্দি ভুলানো না যায়,
বিশ্ববের সৃষ্টি তারা করিবে ধরায়।
হয়তো এবার তারা জাপিয়া উঠিবে,
ব্রহ্ম দিবে তবু তারা পিছে না হটিবে।
সূজন করিবে তারা নৃতন ভুবন,
থাকিবে না যেখানেতে অস্তায় শোষণ।
পুরান পৃথিবীকে বদল করিবে,
তাই দেখ শোষকের মনে এত ভয়,
চলনায় চাহে তারা করিবারে জয়।
মেহনতী লোক যদি বুঝিতে না পারে,
ভাগ্যের বদল তার হবে কি অকারে।
শপথ নিয়েছে তাই মেহনতকারী,
হৃষ্ণের সাগর তার দিতে হবে পাড়ি।

পৃথিবীর রূপান্তর

অবস্থা বদল হোক—চাহে না যাহারা
 মেহনতী মাঝুষের শোষক তাহারা ।
 অবস্থা বদল হলে বেশী লাভ নাই,
 শোষণের দিকে শুধু মনোযোগ চাই ।
 মাঝুষের কাঁধে যারা পাছীতে চড়িত,
 চাকার গাড়ীর কথা তারা না ভাবিত ।
 পাকী থেকে চাকাযুক্ত গাড়ীর চলন,
 আরো বেশী পৃথিবীকে জয়ের স্বর্ণ ।
 চাকা-বৃত্ত গাড়ী যদি প্রচলিত হয়,
 পাকী বহিবার নাহি প্রয়োজন রয় ।
 পাকীর বাহক তবে পেত অবসর,
 ঘটাতে পারিত খেটে কত রূপান্তর ।
 চাকা-বৃত্ত গাড়ী যবে হইল তৈয়ার,
 যিশুর দেশেতে নাহি হল ব্যবহার ।
 হাঙ্গার বতর পরে চালু হল গাড়ী,
 পালকীর ব্যবহার দিয়েছিল হাড়ি ।
 এইভাবে পৃথিবীর নীতি পুরাতন,
 শোষকেরা চাহে শুধু করিতে রক্ষণ ।
 সূতন বদল তারা ঠেকাইতে চায়,
 তবুও পৃথিবী তার রূপ বদলায় ।

তত্ত্বের বিবরণ

১

মেহনতী মাঝুষেরা এগিয়ে চলেছে,
 অভুতা ও সুকোশলে ঠেকাতে চেয়েছে ।
 এইভাবে আজতক চলিয়াছে দৰ্শ,
 দুনিয়ার অগ্রগতি হয় নাই বৰ্জ ।
 কখনো হয়েছে অঞ্চ শোষকের দল ।
 পরাজিত হইয়াছে জনতার বল ।
 কখনো নিয়াছে শক্তি হাতে জনগণ,
 কিন্তু তারা পারে নাই করিতে রক্ষণ ।
 কমতা পাইয়া হাতে শোষক দেঙ্গেছে,
 মেহনতী মাঝুষেরে ঠকিয়ে নিয়েছে ।
 মেহনতী লোক যদি পারে বুঝিবারে,
 কার সাধ্য তাহাদেরে ঠেকাইতে পারে ?
 অবস্থা বদল হলে অভুদের ভয়,
 তাই থলে—“দুনিয়াটা মিথ্যা, মাঝাময় ।”
 মেহনতী মাঝুষের চোখ খুলে গেছে,
 অভুদের মনে তাই আতঙ্ক জেগেছে ।
 সকলের জন্য খেটে সকলে আমরা,
 সূজন করিব সবে নবতর ধরা ।

তন্ত্রের বিবরণ

পাক-ভারত-বাংলা'র অতীত কাহিনী

আদিষ মুগের এক যায়ার দল,
এই উপমহাদেশ করিল দখল।
বিগুল সংখ্যায় তারা এখানেতে আসে,
আর্ধ জাতি নামে তারা খ্যাত ইতিহাসে।
বিগুল সংখ্যায় তারা এখানেতে আসে,
আর্ধ জাতি নামে তারা খ্যাত ইতিহাসে।
তাহাদের ছিল কিছু ভাল হাতিয়ার,
সেই বলে এই দেশ করে অধিকার।
হাতিয়ার যতদিন না হয় উন্নত,
মোটামুটি কাজের খাকে এক মত।
বিবিধ রকম ঘরে হয় হাতিয়ার,
সেইজুগ বেড়ে থার কাজের অকার।
মোটামুটি তিন ভাগে কাজ হল ভাগ,
তিন বর্ণে আর্দ্দের হইল বিভাগ।
আঙ্গের কাজ হল জান-সাধনার,
ক্ষতিয়েরা ভার পেল লড়াই করায়।
বাকী সব বৈশ্যবর্ণ—জনসাধারণ
কৃষি আর ব্যবসারে দিল তারা মন।
যুক্তে যারা বলী হল, শুভ্র হল তারা,
এরা ছিল দাস জাতি—নিঃব, সর্বহারা।
যতদিন হাতিয়ার হয়নি উন্নত,
বলী করা লোকজন মেরে ফেলা হত।

যখনই উন্নতরূপ পেল হাতিয়ার,
দাসকলে শুভ্রাভি হল ব্যবহার।
মাঝুয়ের চারি বর্ণ সৃষ্টির কারণ,
আর্ধগণ কবিতায় করেছে বর্ণন।
অর্থমতে ছিল এক বিরাট পুরুষ,
তার থেকে চারি বর্ণ হইল মাঝুষ।
মুখ হতে জন্ম নিল আঙ্গণ সকল,
হাত হতে জন্ম লাভে ক্ষতিয়ের দল।
শুভ্র আর মাটি হয় পদ হতে তার,
শুভ্র তাই ছোট জাত নৌচে সবাকার।
শুভ্রের নাড়ীর ঘোগ মৃত্তিকার সাথে,
করিত ফেতের কাজ নিজেদের হাতে।
আঙ্গণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য—শোষকের দল,
শুভ্রের অদৃষ্টে শুভ্র নয়নের জল।
আরাম হারাম ছিল শুভ্রের জীবনে,
লড়াই করিত সদা দারিদ্র্যের সনে।
তাহের অথেতে যেই ফসল ফলিত,
আঙ্গণ, ক্ষতিয়গণ শোষণ করিত।
আইন শুভ্র ছিল এ শোষকের হাতে,
শুভ্রদের অধিকার নাহি ছিল তা'তে।
মুখ বুঁজে সয়ে যেত শত অভ্যাচার,
জ্ঞানের নাহি কোন ছিল অতিকার।

শৈষণের ভাগ নিয়ে ক্রিয়া-ক্রান্তি,
অনেক অনেক বার নেয়ে যেত রথে।
শেষতক উভয়ের হয়েছে আপোষ,
একে অপরের অতি ভুলে গেছে রোষ।
ক্রিয়া-বাজের কাছে পাইয়া সম্মান,
সমাজেতে আন্দণের বেড়ে গেছে মান।
তাদের সম্পদ যাতে রক্ষা করা যায়,
ক্রিয়া-বাজের তার করিল উপায়।
প্রতিদিনে তারা সব করিল প্রচার,
বাজাকে সকলে ভাই মান অবতার।
বাজাকে তোমরা যদি করছ সম্মান,
তোমাদের পরে খুশী হবে ভগবান।
বছর কাটিয়া গেছে হাজার হাজার,
শূদ্রগণ সহিয়াছে সব অভ্যাচার।
তাদের শ্রমের ফলে সম্পদ জয়েছে,
শোবকেরা লুট করে আরামে রয়েছে।
ভাণ্ডার করেছে পূর্ণ ধনরত্ন দিয়া,
বিদেশী বাজারা লোভে আসিছে ছুটিয়া।
এ সব লুটের মাল লুট করে নিতে,
হানাদার আসিয়াছে লড়াই করিতে।
আসিয়াছে শক হগ, ঘোগল, পাঠান,
কৃত শত জনপদ হয়েছে শ্রণান।

বছর চলিয়া গেছে, হাজার হাজার,
মেঘনতী মাঝুরের পায়নি নিষ্ঠার।
স্থানের কাঠামোটা তেমনি রয়েছে,
বদলের ধীরগতি একপ করেছে।
ইহার মূলতে হিল দাস-মনোভাব,
সহজে যায় না হেড়ে ইহার অভাব।
সব শেষে এই দেশে ইংরেজ আসিল,
আবার নৃতন করে শোষণ চলিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস দেয় সুগভীর ছাপ,
জনমনে স্থিত করে নানাবিধ চাপ।
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মত,
একেশ্বরে শান্ত ভাই একতাৰ পথ।
ইহাতে ঐক্যের পথ সোজা হয়ে আসে,
মাঝুর দীড়াতে পারে মাঝুরের পাশে।
অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ নানান বিধান,
করিতেছে মাঝুরের নিত্য অপমান।
শোষকের দল এই শুয়োগ লইয়া,
মাঝুরের অক্ষকারে দিয়াছে টেলিয়া।
নিজেরা শোনে না কৃত ধর্মের কাহিনী,
ধোকা দেয় জনগণে দিবস—যামিনী।
দাস-মনোভাব স্থিত করি দিকে দিকে,
শূদ্রত দিয়াছে তারা সমগ্র জাতিকে।

তত্ত্বের বিবর্তন

তার ফলে হানাদার এসেছে যথন,
সহজেই এ-দেশের হয়েছে পতন।
আজ্ঞাতক শোষকেরা প্রবল অতাপে,
শাস্তিতে জনতারে নামাবিধ চাপে।
আজো কেন জনতার নাই জাগুণ,
একান্তে ভাবিষ্যা দেখ, জনসাধারণ।

সেকালের চীল দেশ

হোঁচাংহো মদীর বচা গুড়োক বছৱ,
বিপদ আনিত ডেকে চীনের উপর।
তাই লোকে বাঁধ বেঁধে কলা'ত ফসল,
চীনদেশে ছিল চৌ বৎশের দখল।
রাজ্ঞার অধীনে থাকি' জমিদারগণ,
নিজ নিজ এলাকায় করিত শাসন।
ধাক্কিত অভাব সদা চাষীদের ঘরে,
করিত তুঁতের চাষ বেশমের তরে।
জমিদার চাষীদের খটাত বেগোর,
তাহাতেও মাফ নাহি ছিল খাজানার।
রাজ্ঞাকেও চাষীগণ রাজকুর দিত,
দাস-দাসী বেচাকেনা বাজারে চলিত।
বিবাদে ধাক্কিত রত জমিদারগণ,
চাষীদের পরে তাই চলিত শোষণ।

তত্ত্বের বিবর্তন

কভু যদি কৃষকের বিজোহ ঘটিত,
জমিদারগণ মিলে দমন করিত।

রাজ্ঞা চেঁ চৌ বৎশ করি পৰাজিত,
চীনদেশে সিংহাসনে হৱ অধিষ্ঠিত।
চীনের প্রাচীর চেঁ গড়িবাৰ তরে,
চার লাখ লোক দিল-নিয়োজিত কৰে।
চাষীয়া বহিতে নাহি পারি কৱভাৱ,
বিজোহ কৱিল চীন দেশতে আৰাব।
হেঁ বৎশ সিংহাসন কৱিল দখল,
চাষীদের নাহি হল ভাগ্যের দখল।
ভীৰু ছভিক দেখা দিল চীনদেশে,
মৱিল অনেক লোক তাতে অবশ্যে।
আৰাব কৃষকগণ বিজোহ কৱিল,
নেতা একজনে তারা সিংহাসন দিল।
সে নেতা ভুলিল সব পেঁয়ে সিংহাসন,
কৃষক বিজোহ পুনঃ কৱিল দমন।
এজন ঘটনা ঘটে থাকে ইতিহাসে,
অতারকে কেহ তাই ভাল নাহি বাসে।
এই জন্য থাকা তাই খুব ছ'শিয়াৰ,
নহিলে ঠকিতে হবে কক্ষা নাহি আৱ।

প্রাচীন ইরাকে প্রেণী-সংবর্ধ

দক্ষলা-ফোরাত নদী কুলু কুলু বরে,
বয়ে যাব এই দেশে যুগ যুগ ধৰে ।
এ দেশে সুমের জাতি কৃষ্ণীবী ছিল,
চাষের জমিন তারা ভাগ করে নিল ।
নেতাগণ, বৃক্ষ আৱ পুরোহিত দল,
ভাল ভাল জমিনের লভিল দখল ।
ঠেকাতে বস্তাৱ পানি দিত তারা বাঁধ,
সমাজে প্রথম দিকে ছিলনা বিবাদ ।
মিলে মিশে বছ কাজ কৱিত তাহারা,
প্রথমে সহজ ছিল সমাজেৰ ধাৰা ।
ফসল হইলে নষ্ট, হারিয়ে সুনিন
কথ কৱি বছ চাবী হয় ভাগ্যহীন ।
এইভাবে কুমে তারা হয় ভূমিদাস
স্থষ্টি হয় দ্বিনেৰ নব ইতিহাস ।
যাবা ছিল অন্তর্ধাৰী আৱ বিজ্ঞবান,
লড়াই কৱিয়া তারা হল শক্তিশান ।
রাজা, হয়ে সামাদেশ কঢ়িল দখল,
তাদেৰ অধীন হল চাষীৰা সকল ।
রাজা, পুরোহিত আৱ জহিদুরগণ,
আদায় কৱি—কৱিত শাসন ।

মাঝে মাঝে কৃষকেৱা বিজ্ঞাহ কৱিত,
জয়ী হলে কাহাকেও সিংহাসন দিত ।
ক্ষমতায় গিয়ে সেও হত অভ্যাচারী ।
শাসনেৰ নথি-বিধি কৱিত সে জায়ী ।
ইরাক দখল কৱি, ব্যাবিলন রাজ,
একবাৰ এদেশেৰ হয় মহারাজ ।
জমিৰ খাজানা কুমে বাড়িতে রহিল,
দাস হল যে চাষী তা' দিতে না পাইল ।
তাৱপৰ আসে হেখা এসিৱৰগণ,
লড়াই কৱিয়া জয় কৱে ব্যাবিলন ।
তাহাদেৱ কালে হয় আৱো অভ্যাচার,
বিজ্ঞাহ কৱেও চাষী মানিয়াছে হার ।
অবশ্যে শাসকেৰ হয়েছে পতন,
গ্ৰীসেৰ কৰলে চলে গেছে ব্যাবিলন ।

মিশরে কি ঘটেছিল

মিশরেৰ মৌল নদ বিখ্যাত ভূখ্যে,
এখানে বসতি কৱি' যাবাবৰগণে—
ফসলেৰ জমি নিল ভাগ কৱি' তারা
ভাল জমি খেৰে গেল, আগে এল যাবা ।
কেহ পেল কম জমি, কেহ বেশী পেল,
একদল এই ভাবে ধৰী হয়ে দেল ।

ধনীদের ক্ষেতে কাজ করি' সারাদিম,
গৱীবেরা তাহাদের হইল অধীন।
বড় চাষী ছিল যত—হল জমিদার,
দাস-দাসী কত তারা করিল যোগাড়।
জমিদার থেকে কেহ হয়ে গেল রাজা,
ক্ষমতা পাইয়া হাতে কেহ মহারাজা।

দাসের আমের ফলে জাগিল মিশর,
চাষাবাদে করেছিল উন্নতি বিস্তুর।
সেকালের সভ্যতায় মিশরের দান,
বিজ্ঞানের নানাদিকে নানাবিধি জ্ঞান
ভাবিলে বিস্তার জাগে শারূয়ের যনে,
উন্নতি-শিখারে তারা উঠিল কেমনে।
যাহাদের শ্রম ছিল উন্নতির মূলে,
সেই দাসদের কথা গেল লোকে ভুলে।
মিশরের কৌর্তুণ্ডি রহেছে অক্ষয়,
যোষণা করেছে শুধু সত্রাটের জয়।
এই দেশে পিণ্ডাবিড় গড়িয়াছে যারা,
তারা ছিল মিশরের রিজ-সর্বহারা।
'ফেরাও' উপাধি ছিল মিশর রাজার,
ভোগ-বিলাসের নাহি সীমা ছিল তার।
আরামেতে থাকে থাতে মরণের পরে,
তার আহোজন তার নিষেছিল করে।

'মনি' করে রাখা হত তাদের শরীর,
আজ্ঞা ব্যাপার ইহা ছিল ধৰ্মীর।
'মনি' করা মৃতদেহ কভু না পচিত,
বাজে ভরে পিণ্ডাবিড়ে যেখে দিক
ভোগ-বিলাসের বস্তু রাখিত সেখানে,
যাহাতে ধাকিতে পারে রাজার সম্মানে।

আজুব ধারণা ছিল গৱীবের তরে,
দেবতার কাছে যাবে মরণের পরে।
রাজা আর পুরোহিত মানিয়াছে যারা,
পরকালে চিরদিন শুধু রবে তারা।
বিজ্ঞান করেছে যারা—মানে নাই রাজা,
পরকালে চিরদিন পাবে তারা সাজা।
পুরোহিত নানাভাবে করিত শোবণ,
'ফেরাও' রাজাকে তারা দিত সমর্থন।
ধনিক, বণিক আর পুরোহিতগণ,
যথন রাজাকে দেয় পূর্ণ সমর্থন,
রাজা যদি সে সময় করে অত্যাচার,
কারো সাধা নাহি থাকে রোধ করিবার।

বড়দের ভোগ আর বিলাসের তরে,
খাটিতে খাটিতে গুজা গিয়েছিল মরে।
নিজেরা যাগন করি' পশুর জীবন,
বুগিয়েছে বিলাসের যত আয়োজন।

তন্ত্রের বিবরণ

অনাহারে অধীহারে নিজেরা রয়েছে,
অঙ্গের ভোগের বস্তু ঘোগাড় করেছে।

এরা শুধু ফেলে নাই নয়নের জল,
মাকে মাকে বিজ্ঞাহীরা বাধিয়াছে দল।
জড়িয়াছে বহুবার শোষকের সাথে,
কখনো ক্ষমতা এরা পেয়েছিল হাতে।
নব নব শোষকের হয়েছে স্বজন,
তাই তারা পরাজয় করেছে বরণ।

আজতক এই ভাবে শ্রেণীর সংগ্রাম,
চলিয়াছে সম্মুখের পানে অবিগ্রাম।
যতদিন পৃথিবীতে শোষণ রহিবে,
বিপ্লবও ততদিন চলিতে থাকিবে।
শোষকের হাতে যদি ঘটে পরাজয়,
শোষিতের দল তবু পাবে নাকে ভয়।
থেছার ছাড়েনা কেহ নিজ অধিকার,
শ্রেণীর লড়াই তাই চলে অনিখার।
এ লড়াই হতে যাবা পিছে সরে ঝুঁর,
শক্তিশালী করে তারা শোষকের জয়।

গ্রীসের ইতিহাস কি বলে ?

ইউরোপ মহাদেশে, প্রাতন এই দেশে,
চল যাই খুঁজে দেখি তার ইতিহাস,
অর্হবৎ ছিল দেশ, পাহাড়ের কঢ় বেগ,
তাই সেখা বেশী নাহি ছিল চাষবাস।
জল-দন্ত্য-পেশা ধরি' জমাইয়া টাকা কঢ়ি,
কেহ কেহ ব্যবসায়ে দিয়েছিল মন,
কেহ অন্য দেশে গিয়া, চাষবাসে মন দিয়া।
ব্রহ্মে পাঠিয়ে খাদ্য জমাইত ধন।
ছিল তারা জগীয়াজ, যুক্ত ছিল প্রিয় কাজ,
বলী করি নিয়ে এল শত শত দাস,
বড়লোক ছিল যারা, বহু দাস পেল তারা,
তাহাদের জমি এরা করে দিত চার।
প্রত্যেক লোকের গড়ে, অষ্টাদশ জন কার
সেই যুগে কেনা দাস ছিল সেই দেশে,
বড়লোক ছিল যুরে, দাস-দাসী মহাজনে
চালাইত কাজকর্ম দীর্ঘীন বেশে।
পতিতেরা মে দেশের, লিখিল পুস্তক চের
যুক্তি দিয়ে দাস প্রথা করি সমর্থন,
জীতদাস হল যাবা মেহুনত করি তারা
করিবে দেশের সব কাজ সমাপন।

তাত্ত্বের বিবর্ণ

বহুলোক ছিল যারা, অংসুর পেল তারা
 তাই এত সভ্যভাব হয়েছে বিস্তার,
 দাসদের অম-ফলে সভাত্ব এগিয়ে চলে,
 তাদের জীবনে ছিল ঘোর অঙ্ককার।
 ছিল তারা গুরাধীন চির অধিকার হীন
 গণতান্ত্রে নাহি ছিল ভোট-অধিকার,
 সংখ্যায় অধিক হয়ে ছৎ তারা ছিল সঁয়ে
 তাদের জীবনে ছিল চির হাহাকার।
 দাসগুণ ইচ্ছার নিজদের অধিকার
 লভিবার তরে কত বিস্তোহ করেছে,
 এর ফলে ধীরে ধীরে শিকল গিয়েছে ছিঁড়ে
 অবশ্যে সে দেশের পতন ঘটেছে।

রোমানদের কাহিনী

ইটালীর রোমে এক ছিলেন বিবান,
 দিয়েছেন তিনি এক শাস্ত্রের বিধান।
 ‘স্মাঞ্জ’ তাহার মতে শরীরের মত,
 সব অঙ্গ নহে কতু এক কাঞ্জে রত।
 হাত হটো কাঞ্জ করে মুখ শুধু খায়,
 কাঞ্জ না করিয়া পেট খাদ্যজ্ঞব্য চায়।

তাত্ত্বের বিবর্ণ

দাস-দাসী সমাজেতে হাতের মতন,
 দিন রাত মনিবের করিবে যতন।

রোম জাতি নানাদেশ অধিকার করে,
 লক্ষ লক্ষ দাস-দাসী এনেছিল ধরে।
 এর ফলে তাহাদের হইল পতন,
 সেই কথা এইখানে করিব বর্ণন।
 রোমানদের অন্যদেশ করিবারে জয়,
 অন্যদেশের বহুলোক করিয়াছে ক্ষয়।
 বিজিত দেশেতে তারা শাসক হইল,
 এইভাবে কিছুলোক সেখানে রাখিল।
 ইটালী বর্জন করি, নিজের সন্তানে,
 লক্ষ লক্ষ দাস পেল তার প্রতিদানে।
 দাসদের নাহি ছিল কোন অধিকার,
 তারা শুধু মনিবের ছিল হাতিয়ার।
 কাজেতে তাদের নাহি আগ্রহ খাকিত,
 চাবুকের তরে শুধু খাটিতে হইত।

মনিব খাকিত মত আমোদ-প্রমোদে,
 দাসেরা খাটিত সদা বৃষ্টি ও ঝোদে।
 বাড়িতে না পারে এতে দেশের সম্পদ,
 ধীরে ধীরে বনাইয়া আসিল বিপদ।
 মালিকেরা পরম্পর বিবাদ করিত,
 উম্মতির পথে তাতে ব্যাঘাত ঘটিত।

দাসগণ বহুবার বিজোহ করেছে,
এর ফলে রামদেশ হৃষিৎ হয়েছে।
কোন বার দাসগণ জিতে নাই রণে,
তবু বায় বাড়িয়াছে বিজোহ দমনে।

অমিদারী প্রথা (সামন্তবাদ)

ধীরে ধীরে দাস অথ; আচল হইল,
মালিকেরা অঙ্গজপ ব্যবস্থা করিল।
থাস অমি রেখে দিল নিষেদের তরে,
অন্ত জয়ি দাসদের দিল ভাগ করে।
অভূত জগিতে তারা খাটিত বেগার,
যনিব পাইত সব কসল তাহার।
দাসের জমির শস্ত দাসেরা পাইত,
অভূত ছরুম মত চলিতে হইত।
এরা হল ভূমি-দাস মেহমতকারী,
কসলের অংশ দিত জমিদার বাড়ী।
ফাঙার ভাঙার তক্ এর ভাগ যাবে,
শ্রম করি চাষী এক কুন্দ অংশ পাবে।
আরেক শোষক ছিল পুরোহিত দল,
তাহাদের হাতে ছিল ধরমের কল।

যাহা কিছু লেখা আছে ধর্মের কেতাবে,
বলিতে হইবে কথা ঠিক সেইভাবে।
অন্তর্ধার পোড়াইয়া মারা হবে তারে,
ধর্মের মহিমা যাতে উক্তা পেতে পাবে।
যাবীন চিন্তার পথ রহিল না আর,
বিজ্ঞানের ব্যাকাপথে মায়িল আধার।
পোগ ছিল ইহাদের সবার উপর,
দশম ভাগের ভাগ নিত এরা কর।
হই ভাগে ভাগ হল জীবনের কাল,
এক ভাগ ইহকাল—অন্ত পরকাল।
একালের নিয়ন্ত্রক ছিল জমিদার,
ওকালের ভার ছিল উপরে গৌর্জার।
শোষিত হইত চাষী ছাইদিক হতে,
জীবন বাচাতে তার হত কোন শতে।
ভূমি-দাসগণে বশে রাখিবার তরে,
অভূত শাসন-বিধি নিষেছিল করে।
বীরগুরুয়ের দল চাষা হত হাতে,
ঘোড়ায় চক্রিয়া দেশে ঘুরিয়া বেড়াতে।
আসলে এরাও ছিল শোষকের দল,
এইক্ষণে ছিল ভাই, শাসনের কল।

শহরের ইতিকথা

কৃষক করিত আগে কারিগরী কাজ,
শিল্পীদের নাহি ছিল পৃথক সমাজ।

একাদশ শতাব্দীতে যত্রের উন্নতি,
আনিল শিল্পের ক্ষেত্রে নব অগ্রগতি।
কৃষি হতে হস্তশিল্প পৃথক হইল,
কারিগর দল ক্রমে গড়িয়া উঠিল।
অধিক হইত যেখা কৃষির ফসল,

গড়িয়া উঠিল সেখা শহর অঞ্চল।
চাষীরা করিত আগে কারিগরী কাজ,
গড়িয়া উঠিল পরে নৃতন সমাজ।
জীবিকার পেশা নিল কামার, কুমার,
তাতো হল, মুচি হ'ল, হইল ছুঁতার।

চাষীর অব্দেতে শুধু কলিত ফসল,
জমিদার ভাষ তার করিত মধ্যল।
বাকীটা লাগিত তার চালাতে সংসার,
বেচিবার জন্য তাহা ধাকিত না আর।
তাতো যে-ই বজ্র তাঁতে তৈয়ার করিত,
তাহার বেশীর ভাগ বেচিয়া কেলিত।
অথবে মূসাৰ নাহি ছিল ব্যবহার,
কিনিসেৰ বিনিয়ন্ত্রে হত কাৰবাৰ।

বিক্রয়ের জন্য যাহা তৈয়াৱ কৰিত,
বাজারেতে নিয়া তাহা বেচিতে হইত।
কারিগৱ নিজে নাহি যাইত বাজারে,
ব্যবসায়ী দল গিয়া খুঁজে নিত তাৰে।

মেলা বসে যেত আগে সড়কের পাশে,
আসিক বণিক সেখা কিনিবার আশে।
ধীৱে ধীৱে নিকটেতে বনিল বাজার,
এই পথে সভ্যতাৰ হইল বিস্তাৱ।
একপে শহুৱ সেখা উঠিল গড়িয়া,
আধুনিক সভ্যতাৰ সূচনা লইয়া।
ভিড় কৰি, বণিকেৱা এ-সব বাজারে,
কিনিত অনেক মাল লাভ কৰিবারে।
তাদেৱ অবস্থা আগে ভাল নাহি ছিল,
মুনাফা কৰিয়া ক্রমে কাঁপিয়া উঠিল।
কিনিত সৌধীন মাল কম টাকা দিয়া,
অধিক চাভেতে তাহা কেলিত বেচিয়া।
বাজা, জমিদার আৱ পুৱোহিতগণ,
কিনিয়া এ সব মাল সোজাত ভবন।
কাচা টাকা তাহাদেৱ হত প্ৰয়োজন,
ফসলেতে টাকা নাহি আসে অগণন।
তাই তাৱা খাস জমি দিল বিলি কৱে,
চাষীৱা ফসল বেচি' টাকা দিত ঘৱে।

তন্ত্রের বিবর্তন

বাজারেতে বেচা-ধেন। বাড়িল বেজায়,
বণিকের লাভ বেছে গেল ব্যবসায়।
সন্তু দরে চাষীদের কিনিয়া ফসল,
অধিক লাভেতে বিজ্ঞী করিত সকল।
চাষীয়া পাইয়া টাকা দিত জমিদারে,
পুরিয়া আসিত তাহা বণিকের ধারে।
তাহা ছাড়া চড়া সুন্দে টাকা দিত ধার,
সৌধীন জিনিস কিনে নিত জমিদার।
এর ফলে প্রজাদের শীড়ন করিত,
তাহাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিত।
চৰাইত ভেড়া তারা এ সব জমিতে,
ইহাতে লাভের অক্ষ রহিল বাড়িতে।
বড় বড় চাষীয়াও এ পথ ধরিল,
ভেক্তা চৰাইতে তারা আরম্ভ করিল।
এর ফলে ছোট চাষী হল সর্বহারা,
একেবারে ধনে প্রাপ্তে হল তারা সারা।
শহরে শহরে ঘোরে কাজের আশায়,
জমিয়া উঠেছে যেখা নানা ব্যবসায়।

বণিকেরা হল বছ টাকার মালিক,
খুঁজিয়া আমিল তারা সাহসী নাবিক।
জমাইল পাড়ি তারা সাগরের পার,
এইক্ষণে নানাদেশ হল আবিকার।

তন্ত্রের বিবর্তন

৭১

এদিকে ব্যবসা যত উঠিল জমিয়া,
জিনিস তৈরীর ধারা গেল বদলিয়া।
দক্ষ কাৰিগৱগণ দিনে আগেকাৰ,
একটি জিনিস পুৱা কৱিত তৈয়াৱ।

সূতাকাটা, রঙ কৰা, কাপড় বুনন,
সব কাজ তাতী দিয়া হত সম্পাদন।
অধিক সময় এতে লাগিত তাতীৰ,
বণিক কৱিল তাই নৃতন ফিকিৰ।
একজন শুধু শূভা তৈয়াৱ কৱিতে,
আৱ অন সারাদিন কাপড় বুনিবে।
কৱিবে রঞ্জের কাজ অহ একজন,
পাকা কাৰিগৱ এতে নাহি প্ৰয়োজন।

এভাবে শ্রমিক পাওয়া গেল সহজেতে,
ভাগাভাগি হল কাজ এই কাৱগেতে।
তাতী ছিল আগে তাৰ তাতেৰ মালিক,
সেই মালিকানা আৱ রহিলন। ঠিক।
কাৰিগৱ কৱিত যা' আগে ব্যবহাৰ,
তাহাৰ দখলে ছিল সেই হাতিয়াৱ।
সেই দিন শ্ৰেষ্ঠ হয়ে গেল তাহাদেৰ,
মালিকানা চলে গেল হাতে বণিকেৱ।
কাৰিগৱগণ শুধু হইল শ্রমিক,
তাদেৰ মনিব হল ধনিক, বণিক।

তত্ত্বের বিষ্টি

এই দেশ থেকে বেশী রুক্তানী হইত,
বিদেশ হইতে বহু সম্পদ আসিত।
সমৃদ্ধির ভিতরেও ছিল দুর্বলতা,
সমাজের ভিত্তিমূলে পুরাণ সভ্যতা।
ইংরেজ পেয়েছে নব সভ্যতার আলো,
নৃতন দিগন্তে তারা ছুটিয়া চলিল।
পৃথিবীকে বেশী করে করিবারে জয়,
করে নিল তার সাথে নব পরিচয়।
এদেশে আসিল তারা বণিকের বেশে,
দখল করিল সাহাদেশ অবশেষে।
ধীরে ধীরে এদেশের সম্পদ লুটিয়া,
অদেশের সভ্যতাকে তুলেছে গড়িয়া।

পৃথিবীব্যাপী শোষণ আৱ লুণ্ঠন

একাবে কাটিয়া গেল চার শ' বছৰ,
গড়িয়া উঠিল কত নৃতন শহৰ।
চেহারা বদল হয়ে গেল পৃথিবীৰ,
হাঙ্গাইল কাৰখনা। উচু কৃতি শিৰ।
বণিকেৰা এত টাকা পাইল কোথায় ?
জমা'ল অনেক টাকা কৰি ব্যবসায়।
তাহা ছাড়া কৰিয়াছে বহু লুটপাট,
গড়িয়াছে পৃথিবীৰ সভ্যতা বিৱাট।
বাবদেৱ আবিকাৰ লুটেৱ ব্যাপারে,
সাহায্য কৰেছে বহু দেশ অধিকাৰে।

পশ্চিমেৰ বণিকেৰা ভাৱতে আসিয়া,
ভাৱতেৱ ধন-মাল নিয়াছে লুটিয়া।
পতু গীজ জাতি এল, এল ওলন্দাজ,
সম্পদ লুটিয়া নিল ভৱিয়া জাহাজ।
আসিল ইংরেজ, এল ফৰাসী বণিক,
লুটিল ভাৱতবৰ্ষ ধিৰে চারিদিক।
ভাৱতে ইংরেজগণ আসিল ধৰন,
অবস্থা ঘৰছল ছিল এদেশে তথন।
টাকাৰ শহৰ খুব বিধ্যাত আছিল,
লঙ্ঘনেৰ চেয়ে তাহা ছোট নাহি ছিল।

জিবিস কিনিয়া এই দেশেৰ বাজাতে,
ওদেশে হেঠিলে তাতে বহু টাকা বাঢ়ে।
বদলে দেৱাৰ কিছু ছিলনা তেমন,
যাহা দিয়া এদেশেৰ মিটে প্ৰয়োজন।
সে কাৱশে মাল নিতে হলে এ দেশেৰ
বিবিষয়ে দিতে হত কাঁচা টাকা চেৱ।
এ নিয়মে সুখী হতে পাৰেন তাহাবা,
টাকাৰ ভবেতে দেশ হাঙ্গিয়াছে যাৱা।
তাই তারা কৰে নিল ভাৱত দখল,
ভাৱেৱ সমেৱ আশা কৰিতে সফল।

তন্ত্রের বিবরণ

যুক্ত হল পলাশীতে সিরাজের সাথে,
সড়াযন্ত্র করি' তাও। জয়ী হল তা'তে !
তারপর লুটপাট অশাখে চলিল,
টাকার পাহাড় তাও। গড়িয়া তুলিল।
গড়িল অদেশে তাও। কল-কারখানা,
মুন্তন করিয়া চলে বিজ্ঞান-সাধনা।
বাপ্সীয়া শক্তির বলে মেধিন চলিল,
ওয়াটের নাম তা'তে বিদ্যাত হইল।
হারণীত আবিকার করে সৃত-কল,
নানাবিধ যন্ত্রপাতি হইল সচল।

ইতিহাস বলে, এটা শিরের বিশ্঵ব,
সতর শ' হিয়ান্তরে ইহার উন্নত।
সতর শ' গাতারতে যুক্ত পলাশীতে,
তারপরে দেবি এই বিশ্বব ঘটিতে।
কাঞ্জেতে লাগাতে হলে নব আবিকার,
লাখ, লাখ, কোটি কোটি টাকার দরকার।
ইংরেজ শোষণ করি এ দেশের ধন,
করেছিল অদেশের শির উন্নয়ন।

পুজিবাদ—ধনতন্ত্র

বড় বড় শহরের পক্ষন হইল,
কল-কারখানা কৃত গড়িয়া উঠিল।
শৃথিবীর চেহারার হইল বদল,
আবিকার হয়ে গেল নানাবিধ কল।
নবতর সভ্যতার হল আগমন,
নবযুগে মানুষের হল পদার্পণ।
তেজারতি লুটপাট, কৃত কারবার
করিয়া হয়েছে বছ টাকার ঘোগাড়।
পুজিতে গড়িয়া উঠে কল-কারখানা,
জনবল লাগে ইহা করিতে চালনা।
যে মানুষ কাজ করে কলের পিছনে,
তাহাকে অঙ্গুর ব'লে জামে সর্বজনে।
জমিদারী প্রথা বৈচে ছিল যতদিন,
কৃষকেরা ছিল সব প্রভুর অধীন।
জমিদার বাদবার করি' অত্যাচার,
কাড়িয়া লইল জমি অঙ্গুগা প্রজার।
জমি হারাইয়া তারা হল সর্বহার।
চরম হংখের দিনে কোথা যাবে তারা।

এদিকে হইল খুশী ব্যবসায়ী দল,
জমিদারী ধর্ম হ'লে তাদের মঙ্গল।

ତତ୍ତ୍ଵର ବିବରଣ

ଯିଉ ସାଜି ତାରା ସବେ ତୁଳିଲ ଆଶ୍ୟାଜ,
ସର୍ବହାରା ମାହୁରେ ମୁକ୍ତି ଚାଇ ଆଜ ।
ଏଇ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ — ସକମେର ଡାକ,
ଏ ଡାକେ ଛୁଟିଯା ଗେଲ ମାହୁରେ ଝୋକ ।
ଜୟଦାର ଯେ ଶିକଳ ଦିଅସିଲ ପାଇ,
ଛିନ୍ଦିଆ ନୂତନ କରେ ପରିଲ ଗଲାଯ ।
ଏକଦିକେ ଅଗଧିତ ଟାକାର ଯୋଗାଡ଼,
ଅଯଦିକେ ମଞ୍ଜରେ ଶକ୍ତି ବାବହାର ।
ଏଇ ଫଳେ ଶୁଣି ହଳ ନବ ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟତାର,
'ଧନତତ୍ତ୍ଵ' ବ'ଲେ ଆଜ ପରିଚିଯ ଯାଇ ।

ଚିନ୍ତାର ଜଗତେ ବିପ୍ଳବ

ଶିକାର ଯୁଗେର ପରେ ଗେଲ ଦୀମ ଯୁଗ,
ତାରପରେ ଏଇ ଧନତତ୍ତ୍ଵର ଛୁଟୁଗ ।
ଏ ଯୁଗେ ଓ ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟତାଯ ଗଲଦ ରହେଛେ,
ତଥାପି ପୃଥିବୀ ଆମେ ଏଗିଯେ ଚଲେହେ ।
ମାହୁରେ ମନେ ଏଇ ନବ ଜାଗରଣ,
ଅନେକ ସଂକ୍ଷାର ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହ'ଲ ହନ
ପରକାଳ ନିଯେ ଯବେ ଛିଲ ଯତ ଭାବ,
ମେ-ନବ ଭାବନା କିଛୁ ପେଯେ ଗେଲ ଜୟ ।
ବାନ୍ଧବ ଜାନେର ଦିକେ ବେଡ଼େ ଗେଲ ଝୋକ ।
ଲିଙ୍ଗ-ବିନ୍ଦୁମେର ଦିକେ ଫିରାଇଲ ଚୋଖ ।

ତତ୍ତ୍ଵର ବିବରଣ

ନୂତନ ଜାନେର ବହି ରଚିତ ହଇଲ ।
ନୂତନ ଚିନ୍ତାର ଯୁଗ ଫିରିଯା ଆମ୍ବିଲ ।
ମାହୁରେ ପ୍ରତାରଣୀ ଚଲିବେନା ଆର—
ପଞ୍ଚିତେରୀ ଏଇ କଥା କଲିଲ ଅଚାର ।
ଭାଲ କରେ ଭେବେ ଦେଖ ଇହକାଳ ନିଯେ,
କି ହଇବେ ଅବାନ୍ତବ ପରକାଳ ଦିଯେ ।
ଭେବେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ମାହୁରେ କଥା
ଦୂର କର ତାହାମେର ଅଜତା, ମୁଖତା ।
ଆଇଟେର ଧରକେ କରା ହଳ ସଂକ୍ଷାର,
ଅତାମତ ଦେଇବ । ହଳ ଅନେକ ଉଦାର ।

କାଗଜ ତୈୟାର ହଲ—ହଳ ଛାପାଧାନ,
ଲେଖାପଡ଼ା ଶିଖିବାର ରହିଲ ନା ମାନା ।
ନୂତନ ନୂତନ କତ ହଳ ଆବିକାର,
ଖୁଲେ ଗେଲ ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟତାର ଆଲୋକେର ଭାବ ।
ଭାଜା, ଜୟଦାର ଆର ପୁରୋହିତଗଣ,
ପଥ କୁଥେ ଚାଢ଼ିଯେହେ କରି' ଆମପଣ ।
ବିଜ୍ଞାନେର ପଥେ କେହ ହଲେ ଆଶ୍ୟାନ,
ଆଶ୍ୟନେ ପୂର୍ବିଯେ ତାର ସିଦ୍ଧିତ ପରାଣ ।
କେହ ଗେଲ କ୍ଷାସି-କାଠେ, କାରୋ ନିର୍ବିନନ,
ବିଜ୍ଞାନୀର ପରେ ହତ ବହ ନିର୍ଯ୍ୟାନ ।
ତୁମ୍ଭ ହୟନି ବକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନେର ପଥ,
ଆଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛୁଟିଯାଇଁ ଦୁଃ ।

ତରେର ବିଷଟନ

ବିଜାନୀରା ପେହେଛିଲ ସିକିର ସମ,
ନବ ଆବିକାରେ ତାଇ ଦିଯେଛିଲ ମନ ।
ସିକିରଙ୍କରା ବୁଝେଛିଲ,— ଉତ୍ସତିର ତରେ,
ବିଜାନ ଲାଇତେ ହେବେ ହାତିଆର କରେ ।
ନାବିକରା ସିକିରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛା,
ସୁରିତ ସାଗର-ପଥେ ସାପିଜ୍ଯ କରିଯା ।
ଏଇ କଲେ ନାନାଦେଶ ହଳ ଆବିକାର,
ଶୂନ୍ଧିବୀ ବ୍ୟାପିଯା ହଳ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାର ।

ନୂତନ ଜ୍ଞାତୀୟତାବୋଧ

ଜ୍ଞାତୀୟତାବୋଧ ଆର ଶ୍ରେମ ଅଦେଶୋର,
ଏଇ ମୂଲେ ଅଦ୍ୱାନ ଆହେ ସିକିରଙ୍କର ।
ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ଜ୍ଞାତି—ଇହାର ସମ୍ମାନ,
ଏଇ ସାଥେ ଥାକେ ନିଜ ଭାବ-ଅପଥାନ ।
ଏଇରୁପ ବୋଧ ସଦି ହୁଏ ଜ୍ଞାଗରିତ,
ଜ୍ଞାତୀୟତା-ବୋଧ ତବେ ହଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ।
ଇଂରେଜ ସଥନ ତାର ଦେଇ ପରିଚିଯ,
ଇଂରେଜ ହେଠାର ଭାବେ ଗର୍ବେର ବିଷଟ ।
ଫ୍ରାନ୍ସୀ ହେତ୍ତାର ମତ ଗର୍ବ ଆର ନାହି,
ଫ୍ରାନ୍ସୀରା ଏଇ କଥା ଭାବିତ ସଦାଇ ।
ଜାର୍ମାନ ଜ୍ଞାତିର ଲୋକ ଏକପ ଭାବିତ,
ଜାର୍ମାନ ହେଯା ତାରା ହଇତ ଗର୍ବିତ ।

ତରେର ବିଷଟନ

ସାମନ୍ତ ଯୁଗେତେ ନାହି ଏହି ଭାବ ଛିଲ,
ସିନିକ-ସିଲିକ ଯୁଗେ ଇହା ଦେଖା ଦିଲ ।
ଦେ ଯୁଗେ ଆକୀର ଛିଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟର,
ତାହାତେ ଏକାଞ୍ଚିତ ଥାକିତ ବଜାୟ ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମର ଛିଲ ଦାରୁଣ ପ୍ରଭାବ,
ସାରା ଇଉରୋପେ ତାଇ ଛିଲ ଏକଭାବ ।
ସାମନ୍ତ ଯୁଗେର ଆୟ ମୁରାତେ ଲାଗିଲ,
ରାଜ୍ୟ ଆର ପାତ୍ରଦେଶ ଦାପଟ କମିଲ ।
ଏକଦିକେ ଦେଖି ଜୟେଷ୍ଠ ବିଶାନ,
ଅର୍ଥାଦିକେ ପରାଜ୍ୟ,
ମାନୁଷ ଏଥିମେ ବୁଝେଛେ ଅଭାବେ,
ତିଲେ ତିଲେ ତାର କର ।
ଯାଦେର ଶ୍ରମେତେ କଳ-କାରଥାନା,
ଚଲିତେଛେ ଅବିରାମ,
କେତେ ଖାମୋରେତେ କାଜ କରେ ଯାରା,
କେଲିଯା ମାଧ୍ୟାର ଘାମ,
ତାରା ମହେ ଏଇ ଧନେର ମାଲିକ,
ଥାକେ ତାରା ଉପବାସୀ,
ମାଧ୍ୟା ଓଜିବାର ଟାଇ ମିଳେନାକେ
ମୁଖେତେ ଫୋଟେ ମା ହାସି ।
ପରିଗେ ତାଦେର କାପଡ଼ ଜୋଟେ ନା,
ଔସଥ ନା ପାଇ ରୋଗେ,
ଖୋଜାର ଆରଶ କାପିଯା ଶଠେ
ତାହାଦେର ଅଭିଯୋଗେ ।

তন্ত্রের বিষর্তন

একদিকে দেখি অচেল সম্পদ
অন্তদিকে হাহাকার,
কেন ঘটে হেন মেথিতে ইইবে
চাই যদি প্রতিকার।
আগেকাৰ দিনে উত্ত যে চালা'ত
সে ছিল মালিক তাৰ,
কামারশালাতে কায়াৰ মালিক,
তাৰ সব হাতিয়াৰ।
এ যুগে কলেতে খাটিবে মজুৰ
তাহারা মালিক নয়,
তাৰা শুধু পাবে কাজেৰ মজুৰী
কাজেতে মজুৰী হয়।
গুটিকত লোক কলেৱ মালিক
তাৰা শুধু চায় লাভ,
লোকেৱ অভাব দূৰ কৱিবাবে
নাই কোন অনোঝাৰ।
নৃতন বুগেৱ ধাৰা অগ্ৰবণী ধল,
জ্বাৰা হল বিজ্ঞালী বণিক সকল।
ভিন দেশী বণিকেৱ ছিল দেৰারেৰি,
জাতীয়তাবোধ তাই বেড়ে গেল বেশী।
দেশেৱ মহিমা আৰ গৌৱৰ অপাৰ,
ধনিক-বণিকগণ কৱিল আচাৰ।

তন্ত্রের বিষর্তন

এৰ ফলে ব্যবসায়ে হয় খুব লাভ,
বণিকেৱ প্ৰচাৰেৱ এই ছিল ভাৰ।
বদেশ-শ্ৰেষ্ঠেৱ বাণী ছড়াইল দেশে,
জাতীয়তাবোধ তাই এল নব বেশে।

ধৰতন্ত্ৰেৱ ছই দিক :

অচেল সম্পদ আৱ জুঃসহ দারিদ্ৰ্য

আজিকাৰ লোক পৃথিবীৰ বুকে
জভিয়াছে যে বিজয়,
পেদিমেৱ লোক ভাবিতে পাৱেনি,
এতখানি হবে জয়।
গঞ্জেৱ জিনেৱা হাৰ মানিয়াছে,
এ যুগে লোকেৱ কাছে,
চাঁদেৱ দেশেও পৃথিবীৰ লোক
মহাৰেগে ছুটিয়াছে।
আকাশে সাগৱে গতিবিধি তাৰ
তবু তাৰ আৱো চাই,
ভোগেৱ জিনিস তৈয়াৱ কৱেছে,
যাৰ কোন সীমা নাই।

তন্ত্রের বিষর্তন

দেশের মাহুষ ঘোটা কাপড়েতে
অভাব ঘোটাতে চায়,
মালিক দেখিবে হিসাব করিয়া
কত লাভ দেখা যায়।
যদি দেখা যায় সৌধীন কাপড়
বিদেশে রপ্তানী করে,
মুনাফার টাকা বেড়ে যায় বেশী,
বেশী টাকা আসে ঘরে।
তাহলে মালিক চাহিবেনা কিরে
দেশের লোকের পানে,
সৌধীন কাপড় তৈয়ার করিবে
অধিক লাভের টানে।
কাপড়-অভাবে বাজারে যথন
দাম শুধু বেড়ে চলে,
মালিক তখন আরো কম করে
কাপড় বানাবে কলৈ।
কম কাপড়েতে বেশী দাম পাবে
মালিকের পেয়াবারো,
লোকের কষ্টে কিংবা আসে যায়
টাকা শুধু চাই আরো।
কম দামে সব কিনে কাচামাল
জিনিস তৈয়ার করে,
বেশী দামে যদি ছাড়ে বাজারেতে
মুনাফা আসিবে ঘরে।

তন্ত্রের বিষর্তন

কাচামাল যদি সম্ভাৰে কেলে
ঠকিবে কথক তথে,
মজুরীৰ দাম কম করে দিলে
ঠকিবে মজুর সবে।
অথচ ইহাৰা সংখ্যায় বেশী
এদেৱে গৱীব করে,
অদেশের টাকা লুটিহে ধনিক
এৱা উপবাসে ঘরে।
বাজারে যখন ছাড়া হবে মাল
তখন হিসাব করে,
দেখিবে মালিক ছাড়া যাবে ইহা
কঙ্গুকু চড়া দৰে।
যত চড়া দৰ তব বেশী লাভ
গৱীবেৱে কষ্ট বাঢ়ে,
তথাপি মালিক মুনাফার লোভে
টাকা কড়ু নাহি ছাড়ে।
খেয়াল কৰিলে দেখ যাবে ভাই
সকলি অহম্যমূৰ,
আইন-আৰ্দ্ধালত, সিপাই-শান্তী
মালিকের হাতে রয়।
তাৰ খানে সব কায়দা কাহুন
কিন্তু পেতে অনগণে
গৱীব কৱিয়া রাখ। ঘেতে পারে
বাধা দিয়া জাগৱণে।

তন্ত্রের বিষ্টি

বৃদ্ধি-তন্ত্রের অপকাল কল্প
ভেবে দেখ বারবার
এক দিকে রায় গুটিকত লোক
নিয়ে টাকা বেশুমার।
অগ্নিকে আছে সাধারণ লোক
অগণিত জনগণ,
যারা শুধু প্রাণে বাচিবার করে
চেষ্টা করে আগপণ।

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের স্ফূর্তি

অবধি শোষণ চলে যেই ব্যবস্থার,
উচিত রজুরী নাহি অমিকের। পার,
মুষ্টিমেয় লোক করে বিভিন্নালী হয়,
অধিকাংশ লোক দেশে দরিদ্রই রয়।
একদিকে উচ্চর্থের জমিছে পাহাড়,
অগ্নিকে দারিদ্র্যের চির ছাহাকার।
এক দিকে ধনীদের বিলাসী-জীবন,
অঙ্গনিকে দরিদ্রের অকাল মৃগণ।
ধনবান সমাজেরে উৎসব করে,
গরীবেরা অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এ সমাজে সৌজা খুব পুণ্যের সংক্ষয়,
গরীবে করিলে দান যহ পুণ্য হয়।

তন্ত্রের বিষ্টি

এই পুণ্য ধনবান সহজেই পায়,
পরকাল নিয়ে আর থাকে নাকো দায়।

ভোগের জিনিস সব করিতে তৈরার,
যেই সব ঘৃণাতি হয় ব্যবহার,
ব্যক্তিগত মালিকান। রয়েছে তাহাতে,
মালিকের ইচ্ছামত কাজ হয় তাঁতে।
কারখানা হয় পুঁজি মালিকের কাছে,
জমি-জমা পুঁজি যার জমিদারী আছে।
টাকা পুঁজি তার কাছে যেই যহুজন,
সুদেতে খাটায় টাকা লাভের কারণ।
খনি পুঁজি তার, যেই খনির মালিক,
পুঁজিবাদ কাকে বলে বুঝে নাও টিক।

ধনতন্ত্রের পরিণতি

গুটিকত লোক ধনী হয় এতে
অহেরা গরীব হয়,
শাড়তি জিনিস বেশী হয়ে গেলে
আবার বিপদ-ভয়।
দরকারী জিনিস তৈরী না করি,
লাভের জিনিস গড়ে,
কলোনীর তরে বারবার জাতি
যুদ্ধেতে জড়িয়ে পড়ে।

কিংবা যদি এই মতে সংখ্যালঘু যাবা,
হয় প্রথমিত আর অধিকার-হারা।
তাদের অভাব যদি না হয় পূরণ
গণতন্ত্র নাহি হবে সঠিক তথন।
আধুনিক গণতন্ত্রে রয়েছে ভেঙ্গাল,
রয়েছে তাহাতে বড় চোজান্তের জাল।
পুঁজিবাদ ধারা ইহা হয় নিয়ন্ত্রিত,
জনগণ তাই এতে নাহে উপকৃত
শোষক শ্রেণীর এতে স্বার্থ-রক্ষা হয়,
তার ফলে জনগণ বহু কষ্টে রয়।

একল অনেক লোক রয়েছে সমাজে,
যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে কাজে।
নির্বাচনে জামানত দিতে না পারিয়া,
মেতার দায়িত্ব দেয় বেছায় ছাড়িয়া।
গণতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতে,
বহু যোগ্য লোক থাকে শক্তিয়া পশ্চাতে।
টাকা না ধাকিলে কেহ আর্থী না হয়,
নির্বাচনে ধার তার খোলা নাহি রয়।
নির্বাচনে মেমে যাবা জয়লাভ করে,
ওয়াদা পালন তাবা নাহি করে পরে।
এমন বাঁধনে তাবা বাঁধা পড়ে যাব,
ইচ্ছা যদি থাকে তবু কাজ করা দায়।

আইনের বিধিগুলি এরপে রচিত,
শোষকের আর্থ যাতে থাকে শুলকিত।
শোষকের নিয়ন্ত্রণে ধাকিলে সরকার,
সরকার করেন। দেশে শিক্ষার বিস্তার।
প্রচারের কাজ তারা চালায় কৌশলে,
জনতারে ভুলাইয়া রাখে নান। ছলে।
বিভেদ স্থজন করে জনতার মাঝে,
চলিতে না পারে তারা প্রগতির কাজে।

ভবিষ্যতে গণতন্ত্র সফল করিতে,
এ সব গুণ হবে দূর করে দিতে।
রচনা করিবে দেশে উপরূপ বিধি,
যারা হবে জনতার যোগ্য প্রতিনিধি।
তারা যদি তাহাদের সংখ্যা অসুসারে,
নির্বাচনে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে,
তবে দূর হতে পারে পুরাণো গলদ,
নতুবা বাড়িবে শুধু নৃতন বিপদ।

বনিকের গণতন্ত্র রয়ে যতদিন,
লোকের দুর্দশ। নাহি যাবে ততদিন।
নির্বাচনে জয়লাভ করি' বাঁরবার,
শোষক শ্রেণীর লোক গঢ়িবে সরকার।
ঝাকা বুলি দিয়া তাবা ভুলাবে জনতা,
কৌশলে করিবে ধৰ্ম তাদের একতা।

ধনিকের হাতে আছে বিপুল সম্পদ
তাদের বিশেষ হলে ঘটিবে বিপদ।
রেডিও, সংবাদপত্র ভাস্তাদের হাতে,
ব্যবহার করা হয় জনতা ভুলাতে।
সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা আর সেনাদল,
যাস্তাদের হাতে থাকে, তারাই সবল
আদালতে গেলে হত টাকা দুরকার,
ইহা ছাড়া লোকে নাহি পায় সুবিচার।
ধনিকের হাতে থাকে সকল ক্ষমতা,
কাগজেই থাকে শুধু “সবার সমতা”
অতএব ধনিকের গণতন্ত্র হতে,
আধিক সমতা নাহি আসে কোনমতে
যতদিন এই অথা রবে অব্যাহত,
গরীবের ভাগ্য হতে পারেনা উন্নত।
সমাজতন্ত্রের পথে হলে আগ্রহান,
গরীবের দুর্দশার হবে অবসান।

ধনিকের স্বার্থে যদি ঘটিবে ব্যাপাত,
সর্ব-শক্তি দিয়ে তারা হানিবে আঘাত,
হিংস্র পশুর মত কেপিয়া উঠিবে,
ব্যানিবাদী নীতি নিয়ে দমন করিবে।
শক্তি দিয়া দিতে হবে জৰাব ভাস্তাৰ,
ইহা ছাড়া বাচিবার পথ নাই আয়।

কৃষক-শ্রমিকের গণতন্ত্র

ধানি গণতন্ত্রে যদি হয় সরকার,
উৎপাদন-যন্ত্রে রবে সম-অধিকার।
এই যন্ত্রে যার বেলী অধিকার রয়,
সমাজেতে সেই বেলী শক্তিশালী হয়।
সমান সুবেগ থাকা চাই জীবনেতে,
অন্তর্ধায় এক শ্রেণী যাবে উপরেতে।
অন্ত শ্রেণী অবশ্যই পাবে না সুযোগ,
তাদের জীবনে তাই আসিবে দুর্ঘোগ।
আধিক সমতা যদি না আসে সমাজে,
গণতন্ত্র জনতাৰ নাহি আসে কাজে।

শিক্ষালাভে থাকা চাই সুবিধা সমান,
প্রত্যেকের জন্য চাই কর্ম-সংস্থান।
কেহ খেন কোনখানে না থাকে খেকার,
সকলের জন্য হবে কাজের যোগাড়।
রাঙ্গনীতি বুঝিবার সুযোগ থাকিবে,
ইচ্ছা হলে বোগৰান করিতে পারিবে।

ধনিকের গণতন্ত্রে ভোট অধিকার,
করেক বছৰ পরে হয় ব্যবহার।
বিশেষ দলের কোন ধান্ব দ্বাঢ়ায়,
ভোট নেয়া হলে পরে দুবে চলে যাব।

তত্ত্বের বিবরণ

তারপর খুঁজে নাহি যিলিবে তাহারে,
জনগণ পূর্ববৎ থাকে অক্ষকারে।
শাসনের অংশ নাহি পায় জনগণ,
তার ফলে অভিজ্ঞতা না হয় অর্জন।

কৃষক-শ্রমিক যদি গড়ে সরকার,
সেখানে সকলে পায় সম অধিকার।
গণতন্ত্র শুধু নাহি কাগজেতে রয়,
বাস্তব কাজের মাঝে জুশায়িত হয়।
ভোগের জিনিস দেশে করিতে তৈয়ার,
যে সকল যন্ত্রপাতি হয় ব্যবহার—
সে সবের মালিকানা হলে ব্যক্তিগত,
শ্রেণীর সংগ্রাম সদা রবে অব্যাহত।
এই সংগ্রাম যবে হয় গুরুতর,
শ্রমিকেরা হয়ে উঠে ভৌষণ তৎপর।
দখল করিতে যদি যায় সরকার,
ধনিকেরা চুপ করে ধাকে নাকো আর।
খুলে ফেলে যেকী গণতন্ত্রের মুখোশ,
যখন চরমে ওঠে তাহাদের রোব।
ফ্যাসিসাদী অভ্যাচার চালায় তথন,
জনতার উপরেতে চলে নির্ধান।
ভূঁয়া গণতন্ত্র ভুব হয় চুরমার,
জনতা কাড়িয়া সয় তার অধিকার।

মুনাফার উৎস কোথায় ?

কোন জিনিসের দাম হয় কিমে
বুরিতে হইবে আগে,
দাম বেশী হয় সেই জিনিসের
যাহা অয়োজনে লাগে।
শুধু অয়োজন মেটাতে পারিলে
হয় না তা' সূচ্যবান,
বাতাসের দাম কেহ নাহি দেয়
যাহাতে বাঁচায় আণ।
মাঝুমেই অম লাগিয়াছে যতে
বিনিয়য় হয় যার,
বাজারে যাহার বেচা-কেনা হয়।
শুধু 'দাম' হয় তার।
কলম কিনিতে লাগে নয় টাকা
গাড়ীতে হাজার ছুর,
কলমের দামে গাড়ীর দামেতে
কেন ব্যবধান হয়।
একটি কলম তৈয়ার হয়েছে
ছ' ঘণ্টার মেহমতে,
ছ' হাজার টাকা লাগিয়াছে মোট
গাড়ীটি তৈয়ার হতে।

হাজার অমিক ছ' ষটা করিয়া
খেটেছে গাড়ীর তরে,
ছ' হাজার ষটা লাগিয়াছে ঘোট
একলপ হিসাব করে।
একলপ করিয়া অমের হিসাবে
জিনিসের দাম ধরি,
লাভের অক্টি নেব মহাঞ্চন
বাজারে বিক্রি করি।
কাচামাল থেকে লাভ নাই আসে
ঠিক থাকে দাম তার,
অমের ফলেতে লাভ হয় শুধু
ফেপে ঘটে কারবার।
ধরে নাও এক মেহনতী ভাই
চুকে গেল চাকুরীতে,
দশ ষটা করি' খাটিবে সে রোজ
পাঁচ টাকা যজুরীতে।
পাঁচটি ষটাৰ মেহনতে তাৰ
জিনিস তৈয়াৰ হয়,
এৰ দাম হস পাঁচ টাকা রোজ
যাহা কিছু বেশী নয়।
আৱে পাঁচ ষটা খাটিতে হইবে
পাদেনা ইহার দাম,
এই দামটুকু পাইবে মালিক
'মুনাফা' ইহার নাম।

মালিক যে টাকা দেয় শুমিকেৰে
তাহা কিছু বেশী নয়,
অভাৱ তাহার মেটেনা তাহাতে
আগে শুধু বৈচে রয়।
মজুরের আগ নাহি যদি বাঁচে,
'কল' চলিবে ন। তবে,
মালিকেৰা তাই তত্ত্বকু দেয়
যাতে আগে বৈচে রয়ে।
সামন্ত যুগেতে তিনদিন চাষী
খাটিত নিবেৰ ক্ষেতে,
বাকী তিনদিন বেগোৱ খাটিতে
অবশ্য হইত যেতে।
সে যুগেৰ সাথে ধনিক যুগেৰ
এখানে তফাত নাই,
চিৰকাল ধৰি' মৱেছে খাটিয়া
যত মৌম-হংথী ভাই।

মানুষ সম্পদ বাড়াতে চায় কেম ?

কিছু টাকা কিছু অধি সকলেই চাই,
আৱ চাহে যাহা থেকে হয় কিছু আয়।
কেন চাই সকলেই বাড়াতে সম্পদ
সম্পদ নাইলে ঘটে বিষম বিপদ।

বিনিময় প্রথার অস্তুবিধি

একুপ নিয়ম নাহি ছিল সুবিধার,
মনে কর কাপড়ের হলে দরকার—
চাষীকে খুঁজিতে হত তাতো একজন,
ধানেতে যাহার খুব আছে প্রয়োজন।
যতদিনে এইকুপ তাতো খুঁজে পাই,
চাষীকে থাকিতে হ'ত তাৰ অপেক্ষায়।
ওদিকে কাপড় কেনা খুব দরকার,
অপেক্ষায় থাকিতে সে পারে নাকো আৱ।
বিনিময় প্রথা যবে চালু হল বেশ,
এই সব অস্তুবিধি দাঢ়াল বিশেষ।

এমন ভিনিস এক হল দরকার,
অনেকেই যে ভিনিস করে ব্যবহাৰ।
মনে কৰ, গৰ লাগে অনেকেৰ কাজে,
গৰুৰ আদৰ তাই চাষীৰ সমাজে।
কোন চাষী, কাপড়ের গয়োজন হলে,
ধান বিক্রী করে দিত গৰুৰ বদলে।
তাৰ পৰে গৰ দিয়া কাপড় কিনিত,
এইকুপ বিনিময় ছিল প্ৰচলিত।
সকলেৰ কাছে ছিল গৰুৰ চাহিদা,
গৰ দিয়ে হল তাই একুপ সুবিধি।

গৰু তাই পৰিষণ হইল 'গোধনে',
কৰিত টাকাৰ কাজ বহু অয়েজনে।
যে ভিনিস বিনিময়ে নিতে সবে চাই,
টাকাৰ বদলে তাহা কাজ কৰে যাই।
এইজৰপে গৰু, ভেড়া, ছাগল কাপড়,
কৰেছে টাকাৰ কাজ মুগ-যুগান্তৰ।

সোনা-কুপাৰ ব্যবহাৰ

সৰ শেষে সোনা আৱ কুপা আসিয়াছে,
আগেকাৰ সৰ কিছু হাৰিয়ে দিয়াছে।
যে-সৰ ভিনিস আগে হত ব্যবহাৰ,
সোনা ও কুপাৰ কাছে মানিয়াছে হাৰ।
ইহাৰা টাকাৰ স্থান দখল কৰিয়া,
উহাদেৱ অধিকাৰ নিৱাচে হৱিয়া।
সোনা-কুপা ক্ষম নাহি হৱ সহজেতে,
খণ্ড হলে কম নাহি হৱ ওজনেতে।
অৱ ওজনেৰ মাবে বেশী থাকে মাঘ,
পকেট লইয়া ইহা চলিতে আৱাম।
সোনা-কুপা সৰ দেশে চলে অনাৱাসে,
বাণিজ্য হইলে ভাল সোনা-কুপা আসে।
বিনিময়ে সোনা-কুপা আসিল যথন,
প্ৰথমে কৰিতে ইহা হইত ওজন।

একদল লোক তাঁতে হল সরকার
সোনা-জপা খাটি কিনা পরুখ করার।
ইহারা পাইত কিছু মজুরী তাহাতে,
এই কাজ যার শেষে সরকারের হাতে।

সরকারী টাকা

সরকারের টাকশাল হইল তৈয়ার,
বাহির হইল টাকা সোনা ও জপার।
এইজন্মে বেচাকেনা ঘটল ইখন,
অতিবারে শাপিতনা ইহার ওজন।
খাটি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ঘূচিল,
এজন্মে টাকার চল দেশেতে হইল।

কাগজের টাকা

কাগজের টাকা বাব হল তারপরে,
ছড়িয়ে পড়ল তাহা সকলের ঘরে।
যে বস্তুর বিনিয়মে বেচাকেনা হয়,
সবার স্বীকৃতি তাঁতে থাকিবে নিশ্চয়।
কাগজের টাকা যবে ছাপে সরকার,
অতিজ্ঞার কথা থাকে উপরে তাহার।

চাহিলে মিলিবে টাকা সোনা ও জপার,
এ কথার অবিশ্বাস বহিল না আর।

কাগজের টাকা কেহ বদল করিলে,
সরকারের কাছ থেকে সোনা-জপা যিলে।
বিশ্বাস থাকার ফলে সরকারের পরে,
কম লোক যেত উহা চাহিবার তরে।
ফলে বত সোনা-জপা থাকা দরকার,
তাৰ চেয়ে শেষী মোট ছাপে সরকার
এইজন্মে অল সোনা, অল জপা দিয়া
অধিক টাকার কাজ যেতেছে চলিয়া।

ঢট। জিনিসের যবে বিনিয় হয়,
টাকাগুলি তাহাদের মাঝখানে রয়।
জিনিসের মূল্য হয় টাকায় অকাশ,
টাকা তাই মাপকাটি—সবার বিশ্বাস।
কিন্ত এই মাপকাটি ঠিক নাহি রয়,
মাঝে যাবে উঠানায়। করিবে নিশ্চয়।
বিনিয় করিবারে তৈরী হয় যাহা।
অর্ধশাস্ত্র অঙ্গসারে পণ্য হয় তাহা।
পণ্য যদি জমা রাখ, হতে পারে ক্ষয়,
তা' হলে পণ্যের আর দাম নাহি রয়।

ধনিকের জন্ম কেন গৌৰিৰ মিৰিবে ?
তাই সৰ শোষণেৰ উচ্ছেদ কৰিবে ।

হৃজাৰ হৃজাৰ যুগ হকে গোহে পাৰ,
মাহুয়েৱা কৰিয়াছে বহু আবিকাৰ ।
পুৰুষীকে বহুজনে কৰিয়াছে জয়,
কৰিয়াছে মুবিপুল সম্পদ সংক্ৰান্ত
মুনাৰাৰ জন্ম নহে জিনিস তৈয়াৰ,
অভাৱ মোচন কৃত লক্ষ্য হৰে তাৰ ।
সমাজ তন্ত্রেৰ লক্ষ্য সৰাৰ কল্যাণ,
ইহা হাড়া শোভিতেৰ নাহি পৰিত্বাণ ।

ধনিক তন্ত্রে যুগে ভাবিয়াছে লোক,
কি আশৰ্য সত্যতাৰ পেয়েছি আলোক !
আলোৰ পিছনে রহ ঘোৱ অক্ষকাৰ,
সম্পদেৰ পাশাপাশি চিৰ হাহাকাৰ ।
এ নৱক ধেকে লোক মুক্তি পেতে চায়,
তাই তাৰা বিজ্ঞ-ভাৱে খুঁজিছে উপাৰ ।
সমাজ-তন্ত্রেৰ ডাক আসিয়াছে দীৱৈ,
সে ডাক পৰশ দেৱ হৃদয়েৰ তাৰে ।
এ ডাকে সংহত যদি হৱ জনগণ,
তাহা হলে হতে পাৱে শক্তি-সংগঠন ।
তাৰ পৱে সংগ্ৰাম চলিবে হৃদাৰ,
যতদিনে অভিত না হৰে অবিকাৰ ।

মালিকেৰ দল নাহি বসিয়া থাকিবে,
তাদেৱ সকল অঞ্চ অৱোগ কৰিবে ।

জনতাৰ ঐক্যে তাৰা ধৰাবে ফটোল,
যাহাতে কৰিতে পাৰে সহজে ছৰণ ।
হৰ্ষেৰ সংঘাতে যদি সংহতি হাহাৰ,
বিজয়েৰ পথে তাৰা হৰে অস্তৱাৰ ।
অতএব থাকা তাই খুব ছ'শিয়াৰ,
ব্যৰ্থ যেন নাহি হয় লক্ষ্য জনতাৰ ।

ভাড়াটে সৈনিক থাকে মালিকেৰ হাতে,
কখিয়া আসিবে তাৰা বিপ্লব দৰ্শাতে ।
কিং তাৰা যেইদিন বুঝিবে অন্তৰে—
বিপ্লবীৱা লড়িতেছে বাঁচিবাৰ তৰে,
বিপ্লবীৱা শক্তি নহে যিবে জনতাৰ,
তাহাৰা চাহিছে শুধু ব্যাধি অবিকাৰ,
সেনাৰা তাদেৱ সাধী—তাহাদেৱ তাৰ।
তাই-এৰ সঙ্গেতে তাই কৱে নী লড়াই ।
তাহা হলে সংগ্ৰাম হইবে ছৰ্বাৰ,
মালিকেৰ অভিযোগ হৰে চৰমাৰ ।
নহে ইহা কলকথা—নহে এ কলমা,
অলস বগভৈ ইহা নাহিক অলমা ।
মালিয়াতে মেহনতী মাহুয়েৰ দল,
জনতাৰ সংগ্ৰাম কৱেছে সফল ।

এর ফলে লোগ নাহি পার স্থানতা,
সকলেই ভোগ করে আধিক সমতা।
মুষ্টিমেয় লোক ধনী পুঁজিবাদী দেশে,
বাকী সব বেঁচে রয় সীমাহীন ঝেশে।
তাহাদের সম্পদের হয়েছে বিলোপ,
সে কারণে কোন দোষ হয়না আরোপ।
জনতার তরে লিলে ধনীর সম্পদ,
তাতে কেন দোষ হবে—ঘটিবে বিপদ ?

৩। নারীর সম-অধিকার রাষ্ট্রবায়ন।

সমাজতাত্ত্বিক দেশে বিবাহ-বিধান,
রক্ষা করে পবিত্রতা, নারীর সম্মান।
নারী আর পুরুষের সম-অধিকার,
ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সোনার সংসার।
সার্থক হইয়া ওঠে বিবাহ-বহুন,
ফলে হয় সুখময় দাম্পত্য-জীবন।

পুঁজিবাদী সমাজেতে দারিদ্র্য অসহ,
সংসার জীবন করে তোলে ছুবিষহ।
নারীদেহ পশ্যত্বে হয় পরিষ্কত,
নানারূপ ব্যাডিচার চলে অবিরত।
উচ্চস্তরে চলে থাকে ঘোর ব্যাডিচার,
কোন বাধা নেই শুধু টাকা আছে যার।

৪। সমাজতাত্ত্বিক গণতন্ত্র সার্থক হয়।
পুঁজিবাদী সমাজে যে গণতন্ত্র থাকে,
ধনিকের গণতন্ত্র বলা হয় তাকে।
মুষ্টিমেয় ধনিকেরা পায় এর ফল,
গরীবের কাছে ইহা হয়েছে বিফল।
শোষণের অধিকার করি' সুনিশ্চিত,
এই গণতন্ত্র বিধি হয়েছে রচিত।

শুধু কথা দিয়ে ইহা ভুগায় জনতা,
চাকিবার জন্ত এর মিথ্যা—অসারত।
সমাজতাত্ত্বিক নীতি ঘোষায় আহার,
মুক্তির সন্দ আনি' দেয় উপহার।
দুর করি' ধনিকের শোষণ পীড়ন,
সত্যিকার গণতন্ত্র করে সমর্পণ।

৫। ধর্মচরণের অধিকার।

জীবিকার নিশ্চয়তা নাই যেখানেতে,
ধর্ম রক্ষা কি করিয়া হয় সেখানেতে !
নিজ নিজ ধর্ম-নীতি পালন করার,
সমাজতাত্ত্বিক নীতি দেয় অধিকার।
ধর্ম সেখা শোষণের হাতিয়ার নয়,
ধর্ম নিয়ে ব্যবসায় চলে ন। নিশ্চয়।
অধর্মের জন্ম হয় ধনিক সমাজে,
নীতি উপদেশ তাই নাহি আসে কাব্দে।

একটা দৃষ্টান্ত :

“সকলের তরে সকলে আমরা
প্রতোকে আমরা পরের তরে।”

এই নীতি কথা হয়েছে এচার
শেখানো হয়েছে সবে,
আজক্ষণ ইহা সফল হয়েছে ?
কোথায় ? কখন ? কবে ?

সফল হয়েছে পারেনা—এ বাণী
ধনিকতত্ত্বের মাঝে,
অন্তা-তত্ত্বের বিকাশের পথ
নাহি যেখা সব কাজে।

ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের তরেতে
এ নীতি এচার হয়,
গবীবের তরে সব উপদেশ—
তাদের তরেতে নয়।

ধরিবে না কেহ পরের সুস্পন্দ,
তা’ হলে নরকে যাবে,
ধনিকের স্বীর রক্ষা করিবারে
এই উপদেশ পাবে।

তাহারা যখন ছলে, বলে, কলে
শুব্ধিবে পরের ধন,
তখন তাহাতে হবে নাকো পাগ,
তাহাতে দিবেনা ঘন।

গবীব শুনিবে ধর্মের কাহিনী
পালিবে যতন করে,
তাহাদের তরে ধনিকের দল
মন্দির দিয়েছে গড়ে।

উপর-তলার মাঝ যাহারা—
তাহাগু দেবতা হয়,
অনিয়ম যদি করে দ্বৰ্তোরা
সেটাডো দোষের নয়।

সমাজ তত্ত্বের বিপ্লব ঘটিলে
তখন সণ্ধার তরে,
সফল হবে এ উপদেশবাণী
সকলের ঘরে ঘরে।

পৃথিবীর কঠিপয় সমাজতাত্ত্বিক দেশ

রাশিয়া

১৯১৭ সন—৭ই নভেম্বর।
লেনিন দিলেন নেতৃত্ব।
বলশেভিকগণ উচ্ছেদ করল রাশিয়ার রাজতন্ত্র।
আরেও মুকুট হল শুষ্ঠিত মূলায়।
প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েট সমাজতন্ত্র
সর্বহারাদের নেতৃত্বে।
রাচিত হল পক্ষ বাধিক পরিকল্পনা।
দেশ চলেছে জ্ঞান উন্নতির পথে।

তঙ্গের বিবর্তন

এই কাবে শুন হইল লড়াই,
কত লাভ হল কার,
কতটুকু কতি হল পৃথিবীর
কে দেবে জ্যোতি তার ?

সাঞ্চাজ্যবাদ কাকে বলে ?

ধনতঙ্গে অগ্নদেশ হয় প্রোজন,
মুনাফার অন্ত হয় করিতে শোষণ।
এর ফলে সেই দেশ হয় পরাধীন,
বিপ্লব ব্যতীত তাহা না হয় স্বাধীন।

সাঞ্চাজ্যবাদের হাতে পড়ে যেই জাতি,
অতোচার, নির্ধাতন হয় তার সাথী।
ইংরেজ শোষণ করি' আমাদের দেশ,
উন্নতির শিথরেতে তুলেছে অদেশ।

নয়া উপলিবেশবাদ কি ?

পরাধীন দেশ যদি' স্বাধীনতা পায়,
সাঞ্চাজ্যবাদীরা খেঁজে নৃতন উপায়।
সমাজতাত্ত্বিক দেশে নয়া অর্থনীতি,
সাঞ্চাজ্যবাদীর দেশে আগিয়েছে ভৌতি।

তঙ্গের বিবর্তন

১২৯

তাই তারা নানা ছলে অরূপত দেশে,
প্রভাব ছড়ায় এসে মিত্রতার বেশে।
অভাবে চালায় তারা পরোক্ষ শোষণ,
ইহার স্বরূপ নাহি জানে জনগণ।

সাহায্যের নামে তারা নিতে প্রাপ্তক ধৰণ,
কৌশলে শোষণ তাতে চলে প্রতিদিন।
আধিক ক্ষমতা হাতে নিয়া স্থিতিবেশে,
প্রভাব বিস্তার করে অরূপত দেশে।
প্রতিবেশী গরীবেরে, সাহায্যের আশে,
ধনীরা যেহেন বাধে অধীনত প্রাপ্তে।

যাহারা নাহিক চায় গণ-জাগরণ,
বিদেশী শোষক লয় তাদের শরণ
এদের স্বরূপ তাই চেনা দরকার,
অস্থায় জনতার নাহিক নিষ্ঠার।
কতক আমলা আর ধনিকের দল,
ইহাদের বড়বড় করিছে সফল।
বৃক্ষিজ্ঞ আছে কিছু ইহাদের দলে,
ইহাও ভূগ্রায় লোক নানারূপ ছলে।
নৃতন শোষক দেশে আসে মিত্রবেশে,
ধৰণ দিয়ে জালে বৈধে কেলে অবশেষে।
এ জাল ছিঁড়িয়া আসা কঠিন ব্যাপার,
সময় থাকিতে তাই হও হঁশিয়ার।

নেতা ও সমাজকর্মীর সমীপে

- মাগন্নিক অধিকার কঠিতে অর্জন,
দেশেতে নেতার খুব হয় প্রয়োজন।
জনতার নেতা সাজা, সোজা কথা নয়,
এর জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়।
পাঁচটি শুণের হতে হবে অধিকারী,
নতুন নেতার কাজ দিতে হবে ছাড়ি'।
- ১। অথবে সাহস চাই—সাহস ব্যতীত,
নেতার দাস্তি কভু না হয় পালিত।
আদর্শেতে দ্বিধাইন বিশ্বাস যাহার,
তাহার হাস্তে হয় সাহস সংগ্রহ।
- ২। দ্বিতীয়তে থাকা চাই গভীর জ্ঞান,
জ্ঞান ছাড়া করা নাহি যায় আলো-দান।
এই জন্য করা চাই জ্ঞানের সাধনা,
মানুষের হৃদিশার হেতু আলোচনা।
- ৩। তৃতীয়ত: দক্ষতার অতি প্রয়োজন,
নতুন হয় না কোন কার্যের সাধন।
অমুশীলনেয় মাঝে দক্ষতা অঙ্গিবে,
অন্তর্থায় সকলতা পিছনে পড়িবে।
- ৪। চতুর্থত: ত্যাগ চাই সাধিতে কল্যাণ,
তাহাতে নেতৃত্ব তব হবে মহীয়ান।
যে কভু পারে না ত্যাগ করিতে স্বীকার,
নেতৃত্বে তাহার কোন নাই অধিকার

৫। পঞ্চমত: সততার আছে প্রয়োজন,
সতত ব্যতীত ঘটে অচিরে পতন।
কিছুদিন কাঁকি দেয়। যার জনতাকে,
জনতা চিনিবে পরে অসৎ নেতাকে।
নেতার যে সব গুণ হয় প্রয়োজন,
অত্যেক কর্মই তাহা করিবে অর্জন।
যখন দাস্তি আসে যাথাৰ উপর,
সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে হবে অগ্রসর।

এক প্রশ্নের ভিত্তি অবাব

শঙ্গ—মানুষের এত দুর্গতি কেন?

মানুষ আজ বিভাস্ত,
মানুষ আজ দিশেহারা—
তারা চার সঠিক জবাব।
অনেকে বলেছে—অনেক কথা।
শাসক,
শোষক,
সাধুপূর্বু,
বিজ্ঞানী,
তবু মানুষের মুক্তি আসে নি।

ତତ୍ତ୍ଵର ବିବରଣ

ବୁଝେ ନିତେ ହସେ କୋଥାଓ ରଖେଛେ ଅମଗତି ।
ବିଜ୍ଞାନେର କାଳେ ତାଓ ଧୂଜେ ବାବୁ କର୍ଯ୍ୟ ।
ନୀତି କଥା କେନ ହସ ନାଁ ସତ୍ତା ?
କେନ ଲୋକେ ମାନେମା ସେ ବାଣୀ ?

ମାନୁଷେର ସାଥେ ମାନୁଷେର
ସମ୍ବରୋତ୍ତମ ସାଧନ କରେ
ଜ୍ଞାନର ବିଦେଶ-ବୁଦ୍ଧିକେ ଜ୍ଞାନିତ କରେ
ଶୃଷ୍ଟି ହସେ ନୀତି-କଥା ।
ମାନୁଷ ଇ ହସେ ତାର ଅଛୀ ।
ନା ମାନିଲେ ତାହା,—
ମାନୁଷଙ୍କ ଦେବେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର—
ସମ୍ବିତ୍ତର କଳ୍ୟାଣେର ଅଛ ।
ଇହାଇ ହସେ ମାନୁଷେର ଆହିନ,
ମାନୁଷେର ନିଜେର ରଚିତ ସଂବିଧାନ ।

ପରକାଳେର କାଳନିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭାଗ
ମାନୁଷେର ସମସ୍ୟା-ଜର୍ଜରିତ ମନ
କରେନେ କଥନୋ ଉତ୍ସତ, ମହେ ଓ ସୁନ୍ଦର ।
ବେତେର ଭାଗେ ଯଦି ଚୁପ ଥାକେ ଶିକ୍ଷ
ସେଟୀ ହସେ ସାମରିକ ।
ସେଟୀ ଶୃଷ୍ଟିଜୀ ନାଁ— ଶୃଷ୍ଟି ।
ତାରପର ଶିକ୍ଷ ଅନ୍ତିର, ଛଟ ଓ ଚକଳ ।

ତତ୍ତ୍ଵର ବିବରଣ

ଅଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଦେର ସାଥେ—
ମେ ସଥମ କାଜ କରେ ଆର ଖେଳେ
ତଥନ ନିଜେରୀ ରଚନା କରେ
ନିଜେଦେର ସଂବିଧାନ ଆର ଆଇନ-କାନୁନ ।
ସବାଇ ହିଲେ ହାତେ
ଖୋଲାର ଆର କାଜେର ଆନନ୍ଦ
ଭୋଗ କରତେ ପାରେ ।
ଇହାଇ ଶିକ୍ଷର ଧର୍ମ, ଆଇନ ଆର ସଂବିଧାନ ।
ଏ ସବେର ଅଛୀ ତାହା ନିଜେରାଇ ।
ଇହା ଦୈବବାଣୀ ନାଁ,
ଆକାଶ-ବାଣୀ ନାଁ
ଆସମାନୀ କେତୋବୁଝ ନାଁ
ଅପେ ପାଓଯା ଦେବତାର ନିର୍ଦେଶ ଓ ନାଁ ।
ଶିକ୍ଷ ବଡ଼ ହସେ,
ବାଢ଼ିବେ ଜୀବନ-ପଥେ ସମୟ ।
ହସେ ତାର ବାନ୍ଧବ ସମାଧାନ ।
କରେ ନେବେ ସଂଶୋଧନ—
ତାର ଧର୍ମର
ସଂବିଧାନେର
ଓ ଆଇନେର ।
ଏମନି କରେ ଚଲିବେ
ଶିକ୍ଷର ଇତିହାସେର ଗତି ।
ଏମନି କରେ ହସେ ନସତର ଶୃଷ୍ଟି ।
ବଜ୍ରଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଇହା ସତ୍ୟ ନାଁ କି ?

বেশী উৎপাদনের কুফল

বিজয় করিলে যাহা মুনাফা বাড়িবে,
মালিকেরা বেশী তাহা বাজারে ছাড়িবে।
তৈয়ার হইবে উহা বেশী পরিমাণে,
অভিযোগিতার ভাব আসিবে সেখানে।

উন্নত ধরণে যত্ন হবে ব্যবহার,
সকল অধিক কাজে লাগিবে না আর।
এর ফলে কর্তৃকের হাঁটাই চলিবে,
কর্ম-রূপ অধিকের মজুমী কমিবে।

এর ফলে কর্মে যাবে অধিকের আয়,
অরূপ কুফল হয় প্রতিযোগিতায়।

ছোট ছোট মালিকের ঘটে পরাজয়,
ব্যবসায় বজ শেষে হইবে নিষ্ঠয়।

অথবা অধিকগল হয় বিতাড়িত,
নিজেরাও এই পথে যাইবে নিষ্ঠিত।

এই ভাবে হয় লোক উপাৰ্জনহীন,
ওদিকে বাড়িছে বেশী মাল অভিনন্দন।

নির্ধারিত দামে পণ্য হয়না বিজয়,
বজ মাল ভাঙারেতে অমা হয়ে রয়।

সঞ্চেতের সমাধানে পুঁজিপতিগণ,
নৃতন উপায় এক করে উন্নাবন।

ছোট ছোট কারখানা করিয়া দখল,
বিতাড়িত করে ছোট মালিকের দখল।

বড় বড় মালিকেরা পণ্যের বাজার,
একচুক্তি ভাবে করে নেয় অধিকার।
পুঁজিবাদে দেখা যায় এই নবজগ,
সমত্বে ইহা এক পতনের ঝাপ।

মালিকানা থাকে বড় মালিকের হাতে,
নিজ দেশে দুর্দ বাঢ়ে অধিকের সাথে।

অপর সামাজ্যবাদী দেশের সহিত,
ত্রয়োগ্য দুর্দ বেড়ে যায় সুনিশ্চিত।

অধীন দেশের লোক ব্যাধীনতা চায়,
এই ভাবে চারিদিকে দুর্দ দেখা যায়।

ধনতন্ত্র নেয় তাই স্বাভাবিক গতি,
সমাজতন্ত্রের দিকে হয় অগ্রগতি।

প্রণিকের গণতন্ত্র

জনগণ যেইজন্ম চাহিবে বিধান,
সেইজন্ম হয় যদি শাসন-বিধান,
সে বিধানে তাহাদের স্বার্থ হক্ক হয়,
গণ-তন্ত্র ইহা ছাড়া অস্ত কিছু নয়।

কিন্তু ইহা দেখা যায় সকল ব্যাপারে,
জনগণ এক নাহি হয় একেধারে।

সেখানে যে দল হবে সংখ্যায় অধিক,
তাহাদের মত ধরে নেয়া হয় ঠিক।

তঙ্গের বিষ্টন

গুণ্ডোদেই চায় তাই পেটের খাবার,
আরামে থাকিতে সন চাহে সবাকার।
অর চায়, বজ্র চায়, যোগেতে ঘৃষ্ণ—
এসব কাঠে সবে বাড়ায় সম্পদ

আরো চার মাথা শুকে থাকিবার ঠাই,
দিনরাত পরিশ্রম করে লোকে তাই।
কখন ছদিন আসে বলা নাহি ধায়,
তাই লোকে চেষ্টা করে সম্পদ বাড়ায়।

নিঝ পরিবার যাতে থাকে সদা সুখে,
সেজন্ত সকলে কষ সহে হাসিমুখে।
নিজের সন্তান যাতে কষ নাহি পায়,
মেজন্ত মাঝুষ তার সম্পদ বাড়ায়।

লেখা-পড়া শিখাবার চেষ্টা করে কত,
খরচ যোগায় তার নিঝ সাধ্যমত।
এ রকম চেষ্টা কষা খুব আভাবিক,
বৃক্ষিমানে কাঞ্জ করে ভেবে চাহিদিক।

মানব-জীবন তাই নহে নিরাপদ
বিপদের দিনে বজ্র নিজের সম্পদ।
বিপদের দিনে টাকা পরম সহায়,
তাই সবে চেষ্টা করে সম্পদ বাড়ায়।

তঙ্গের বিষ্টন

ইহাতে, নিজের ব্যার্থ দেখে বড় কমে
তার ফলে চেষ্টা করে ঠকাতে অগো।
ইহা থেকে শুরু হয় ধীম ছন্নীতি,
শত চেষ্টাতেও লোকে শেখে না সুনীতি।

সম্পদের লোভ ধায় জুমাগত বেছে,
অপরের ধন লোকে নেতে চায় কেড়ে।
ধর্মের কঞ্চিত ভয় থাকে নাকে মনে,
সম্পদের তরে দুর্ব করে অন্ত সনে।

অতি আগনার জন হয়ে ধায় পর,
সম্পদের তরে দুর্ব শুটে নিষ্ঠুর।
“লোভে পাপ, পাপে শুভ”—জ্ঞানীর বচন,
সম্পদ বাড়াতে গিয়ে থাকে না আরণ।

থাতের অঙ্গাবে চুরি করে সর্বহারা।
অন্ত কোন পথ তার নাই ইহা ছাড়া।
ধর্মের কাহিনী কভু নাহি শোনে চোরে,
নৌতিবাক্য কার্যকরী হয় নাকে জোরে।

শেষ অন্ত পরকালে দোজখের ভয়,
তাহাও চোরের পরে কার্যকরী নয়।
পেটের কুখার অন্ত অতি ভয়দর,
অনায়াসে জরু করে নরকের ডর।

তঙ্গের বিবর্তন

সমস্যার ফলি নাহি দেয় সমাধান,
কার্যকরী নাহি হয় ধর্মের বিধান।
দেহকে কৃধিত রেখে আস্তার উন্নতি,
সন্তুষ্ট হই না—অ'রো বাড়ায় হৃগতি।

কৃধিতের আস্তা আরো ফাঁদে পড়ে যায়,
কঠিন বকলে শুধু লিঙ্গেরে জড়ায়।
পৃথিবী বাস্তব আর নরক কলমা,
সূর্যকে ঢাকিতে নারে মেদের আঝন।

এটও কুধার কাছে কঠিত আস্তার,
ঘটিতেছে পরাজয় দেখ বারবার।
বাস্তব সমস্যা যেখা বিরাজিত রয়,
কলনাতে সমাধান নাই তার হয়।

কার্যনিক ধর্মভূষণ কলিকের তরে,
সমস্যাকে ঠেলে দেয় অক্ষকার ঘরে।
বাস্তব আলোকে ঘর আলোকিত হলে,
কলনার অক্ষকার দুরে যাবে চলে।

যদি মোরা সমস্যার সমাধান চাই,
বাস্তব আলোক ছাঢ়া অস্ত পথ নাই।
ইতিহাস থেকে তাই হবে শিক্ষা নিতে,
নৃতন সমাজ এক হইবে গড়িতে।

তঙ্গের বিবর্তন

সম্পদ বাড়াতে কেহ করিলে শোষণ,
অবশ্য করিতে তাহা হবে নিবারণ।
সমাজতঙ্গের পথে হলে আগ্রাম,
স্বরূপ শোষণের হবে অবসান।

এর ফলে জনতার হবে হবে জয়,
চিরতরে শোষকের হবে পরাজয়।

টাকার গোলক ধাঁধা

আজিকার শিশুরাও টাকা বেশ চিনে,
কিন্ত ইহা নাহি ছিল আগেকাৰ দিনে।
কেহ যদি প্রশ্ন কৰে—“ছনিয়াটা কাৰ ?”
অনেকে জবাব দিবে—“ছনিয়া টাকার !”

বিনিময় প্রথা

টাকা-পয়সা আদিকালে কেহ না চিনিত,
জিনিস বদল অথা ছিল প্রচলিত।
শিকারী চাষীকে কিছু মাংস দিয়া গেল,
বিনিময়ে তাৰ কাছে খাড়-শত্রু পেল।
তাতৌৰ নিকটে চাষী কাপড় পাইল,
বিনিময়ে সে তাহারে ধাৰ কিছু দিল।

টাকাৰ উপকাৰিতা

টাকা যদি ঘৰে রাখ পথ্য বিজী কৰে,
তা' হলে পণ্যৰ দাম রাখা যায় ধৰে।
টাকা নিতে রাঙী থাকে সৰদা সকলে,
ইচ্ছামত চলে টাকা পণ্যৰ বদলে।
বিনিয়য়ে কেনাবেচা একসাথে হয়,
নগদে বিক্ৰি চলে ধাৰে কিন্তু নয়।
টাকা আছে তাই ধাৰে বেচাকেন। চলে,
এ স্থোগ না থাকিত টাকা নাহি হলে।
এৱ ফলে বাণিজোৱ ঘটেছে বিস্তাৰ,
নানাদিকে উন্নতিৰ হয়েছে অসাৰ।

মূদ্রাস্ফৌতি

সমাজেতে যে টাকাৰ প্ৰৱোজন রহ,
তাৰ চেয়ে বেশী যদি চালু কৰা হয়,
তাহা হলে জিনিসেৰ দাম বেড়ে যাবে,
কম মাল বিক্ৰী কৰে বেশী দাম পাৰে।
এভাৱে টাকাৰ দাম হয়ে যাবে কম,
বেশী হলে দাম কমে একলু নিয়ম।
অৰ্থশাল্লে এৱ নাম মূদ্রাস্ফৌতি ভাই,
মনে হৱ দেশে বেন টাকা কম নাই।

দেশেতে টাকাৰ সংখ্যা কমে যদি যাই,
সঞ্চায় জিনিস লোকে কিনিবলৈ পাই।
তখন ইহাকে বলে মূল্য সংকোচন,
কম দামে বেশী মাল পাই জনগণ।
বেশী মোট ছাপা হয় যুক্তেৰ সময়,
তখন দেশেতে ঘৰ বেশী টাকা হয়।
যুক্তেতে যেসব মাল হয় প্ৰয়োজন,
সৱকাৰ কিনিবে তাহা যুক্তেৰ কাৰণ।
ফলেৱ মালিকগণ মুনাকাৰ তৰে,
সে-সব জিনিস তৈৰী কৰে বেশী কৰে।

জনগণ ধে জিনিস কৰে ব্যবহাৰ,
সে-সব জিনিস বেশী না হয় তৈৱাৰ।
মালিকেৱা অহিকেৱ খেতন বাঢ়ায়,
বেশী দাম দিয়া তবু জিনিস না পাই।
সকলেই বেশী দামে কিনিতে চাইবে,
অথচ বাজাৰে নাহি সহজে ছিলিবে।
দোকানী শুধিৰা বুৰো বেশী দাম চায়,
এই ভাৱে জিনিসেৰ দাম বেড়ে যাই।

বেশী মোট ছাপা হলে এই হয় ফল,
মুনাকাৰ লুটিতে থাকে ব্যবসায়ী দল।
কালোধাজাৰীৰ তা'তে হয় পোহাৰাবোৰে,
জিনিসেৰ দাম শুধু বেড়ে যায় আৱো।

তঙ্গের বিবর্তন

বে-সব লোকের থাকে সীমাবন্ধ আয়,
মুদ্রাফীতি তাহাদের অভাব বাড়ায়।
খনী যারা, আরো বেশী খনী হয় তারা,
মরপের পথে যায় যত সর্বহারা।

বিপদ-সংজ্ঞেত

মুনাফার তরে সভ্যতা বেড়েছে
হল মানুষের জয়,
দেশের সকল সাধারণ লোক
মনে নিল পরাজয়।

দেশের লোকের কষ্ট যায় বেড়ে
ধনিকের লাভ বাড়ে,
ওদিকে বাড়ে উৎপাদন যত
ক্রমশঃ উন্নত হাবে।

দেশের লোকের টাকা নাই হাতে
কিনিবার নাই গতি,
তাদের অবস্থা হয় যদি ভাল
মালিকের হয় ক্ষতি।

মাঝে মাঝে এত যাল করে যায়—
বাজারেতে যদি ছাড়ে
দর পড়ে যাবে মুনাফা করিবে
তাহাতে বিপদ বাড়ে।

তঙ্গের বিবর্তন

১০৭

পৃথিবীকে জয় করিবে মানুষ
এই লক্ষ্য ছিল আগে,
বেশী অয় করে অভাব মেটাবে
যেখানে যেমন লাগে,
ধনিকের যুগে অভাব ঘোটাবে
বড় কেন কথা নয়,
মালিকের ঘরে মুনাফা ঘোগানো
সব চেয়ে বড় হয়।
অধিক জিনিষ তৈয়ার হয়েছে
তাই তো বিপদ-ভয়,
মালিকেরা তাবে কেমন করিয়া
বিপদ করিবে জয়।

দেশের লোকের কাপড় ঝোটেনা
মানুষ উলঙ্গ রয়ে,
ওদিকে মালিক পোড়ায় কাপড়
—দায় করিবার ভয়।

দেশের শিশুরা ছথ নাহি পায়
ওদিকে মালিকগণ,
চিন ভরা ছথ সাগরেতে নিরা
করে দেয় বিসর্জন।

এপথ ছাড়াও উপার রয়েছে
বাড়তি মালের তরে,
মালিক সংকল বিদেশেতে গিয়া
ব্যাজার তালাস করে।

তন্ত্রের বিষর্ণন

ধনিকের তত্ত্ব যেদেশে রয়েছে
সে দেশে চলেনা মাল,
একই ধরণের বিপদ সেখা
এককাপ ছালচাল।

যে দেশে হয়নি শিল্পের উন্নতি
রয়েছে পেছনে পড়ে,
সে দেশে চালান দিতে গিয়ে মাল
নৃতন কৌশল করে।

এমনি করিয়া ইংরেজ আতি
ভারতে বাজার পেয়ে,
বিলাতের মাল বিক্রয় করিল
আচেল মুনাফা খেয়ে।

বাঙালী ভাতীর আঙুল কাটিল
শির করিল ধৰ্ম,
এমনি পাথাশ হতে পাবে এই
নিচুর বশিক বৎশ।

শিল্পের উন্নতি হওনা যে দেশে
পেছনে পড়িয়া রয়ে,
শক্তির বলে বণিকের জাতি
দখল করিয়া লয়।

জলের দণ্ডেতে কাচারাল কিমে
নিয়ে যায় নিজ দেশে,
মেশিনে জিমিস তৈয়ার করিয়া
বেচে দেয় অবশ্যে।

তন্ত্রের বিষর্ণন

এখনো যে দেশে আছে জমিদারী
রয়েছে সামন্ত-বীতি,
জমিদারদের যনে হেগে রয়ে
ধনিকতন্ত্রের ভীতি।

বিদেশীরা দেশ দখল করিলে
তারা ভাবে হবে ভালো,
কারণ ইহার অতি পরিষ্কার
যেমন দিনের আলো।

অধীন দেশের শিল্পের উন্নতি
শাসকেরা নাহি চায়,
সে দেশেতে যদি আসে ধনতন্ত্র
তাহারা কোথাও যায়।

সে দেশে আসিলে ধনিকতন্ত্র
লাগিবে তখন হচ্ছ,
শাসকেরা তাই সর্বশক্তি দিয়ে
ধনতন্ত্র করে বক।

জমিদার ভাবে ধনতন্ত্র এলে
হৃষ্ণেগ আসিবে ভারী,
যেসব দেশেতে ধনতন্ত্র আছে
ভেঙে গেছে জমিদারী।

সে-সব দেশের জমিদার তাই
বিদেশী শাপকগণে
মিত্রের স্তন বরণ করিয়া
ভেকে আসে সংজনে।

শাসকেরা তাই জয়িদারগণে
অনেক স্মৃথি দানে,
শাসন-শোষণে সমর্থন পায়
সদা তাৰ অতিদানে।
ইহাৰ ফলেতে দেশেৰ উন্নতি
আৱো যাৰ পিছে পড়ে,
জনিয়াৰ যত শোষকেৰ হাতে
এৱাপে জনতা মৰে।

মুন্মাকাৰ লোকে লড়াই

অবুৱত দেশগুলি থাকে নাকো বসে,
পুৱাতন ভাৰ্ধাৱা পড়ে যায় ক্ষসে।
কোন দেশে ধনতন্ত্ৰ এসে যায় আগে,
কোন দেশ থেকে যায় কিছু পিছুভাগে।
কোন কোন দেশ যবে এগিয়ে এসেছে,
পিছে পড়া দেশ পৱে ঝাপিয়ে পড়েছে।
সেইসব দেশগুলি নামান কৌশলে,
ভাগাভাগি হয়ে গেছে ছলে আৱ বলে।
ধনিক তন্ত্রেৰ গতি সমূখ্যে চলেছে,
বাশি বাশি মাল কলে তৈয়াৱ হয়েছে।
ধনতন্ত্ৰ আসিয়াছে যেই দেশে পৱে,
মে দেশে মালিকগণ পড়েছে কাপুৱে।

পিছে পড়া দেশ আছে অন্তেৰ দৰ্খলে,
বাজাৰ দখল তাৱা কৱিবে কি ছলে।
অগ্ৰবৰ্তী দেশগুলি আৱো এগিয়েছে,
বাশি বাশি মাল সেখা তৈয়াৱ হয়েছে।
এখন সে সব মাল চলিবে কেমনে।
কোন দেশ নাহি আৱ পড়িয়া পিছনে।
যুদ্ধ ছাড়া আৱ কোন পথ খোলা নাই,
বাজাৰ দখল কৱা প্রত্যোকেৱ চাই।
পৃথিবী ব্যাপিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়,
জনগণ পড়ে যায় মহা দুর্দশায়।
যুক্তক্ষেত্ৰে প্ৰাণ দিতে যায় জনগণ,
বড়লোক অন্ত হাতে লগ্নি কৱে রণ।
যুক্তেৰ কাৰণ যদি জনগণ জানে,
তা' হ'লে যাবে ন। কেহ মৰিতে পৰাণে।
মালিক বাধাৱ রথ মুন্মাকাৰ তৱে,
দেশেৰ গৱীৰ লোক কোন লাভে মৰে ?
ধনিক সকল ইহা ভাল কৱে জানে,
হিথ্যা কথা দেয় তাই সকলেৰ কানে।
অদেশে প্ৰেমেৰ বাণী কৱিয়া প্ৰচাৰ,
গণহনে কৱে তাৱা আগ্ৰহ সকাৰ।
বৰেশেৰ তৱে যাতে দেয় লোকে আণ
মালিকেৱা সেই কাজে হৱ যক্ষযান।

জাতীয়তা বোধ যাতে হাদস্বেতে জাগে,
সেই পথে নিয়োজিত ধাকে অহুরাগে।
শক্তকে করিতে ঘণ্টা শিখায় যতনে,
মাঝুদের ঘণ্টা জন্মে মাঝুদের মনে।

কাগজে ছাপানো যদি হত সত্য কথা,
তা' হ'লে জানিত লোকে সঠিক বারত।
তা' হ'লে জানিত লোকে—মালিকের মূল
মূলকার তরে করে এত সব ছল :
নেশায় হইয়া অক বাধিয়েছে রণ,
মাঝুর ধরণের এক মহা আয়োজন।
মালিকের বেশী লাভ হয়ে যুক্ত হলে,
বালি বালি মাল যায় অনায়াসে চলে।
লড়াই করিয়া যদি জয়ী হত শেষে,
সহজে বাজার মেলে পরাধীন দেশে।
বুক্ষেতে মরিবে লোক হাজার হাজার,
মালিকের নাই তাতে ক্ষতির ব্যাপার।
যুক্তকালে নানাভাবে গরীব মরিবে,
মালিকেরা বেশী করে মূলকা শুটিবে।
যুগক্ষেত্রে রক্ষ দান করিবে বাহারা,
লাভের ক্ষমতা নাহি লভিবে তাহার।
গরীব সৈনিক রশে দেয় নিজ প্রাণ,
মূলকা নাহিক পাবে তাহার সন্তান।

দাম যুগে ছিল দাম পঞ্চুর সমান।
সত্য যুগে বেড়ে গেছে মাঝুদের মান।
এটা শুধু সত্যতার মিথ্যা আবরণ,
এখনো রঘেছে টিক পূর্ব-আচরণ।
আসলে ধনিক ডজ ছলে আর বলে,
যাদিয়াহে জনগণে অঙ্কার তলে।
শান্তি নয়—মালিকেরা চাহিতেছে রণ,
অশান্তি লাগিয়া আছে তাই অকারণ।

মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন

হেন্মতী মাঝুদের হয়েছে জাগ্রত,
শিকল ছিঁড়িতে তারা আঙ্গিকে উচ্চাত।
বৃক্ষয়াহে আঙ্গি তারা গুভুরী ফীক,
তাই আসে দিকে দিকে একতাৰ ভাক।
জিনিস তৈয়াৱে ষেই লাগে হাতিয়াৱ,
মালিকানা ধাকিবেনা কাহারো একার।
ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করিয়া,
অমিকের রাষ্ট্র নিতে হইয়ে গড়িয়া।
কলেৱ মালিক হবে সমগ্র জনতা,
রাষ্ট্ৰীয় বিধান হবে সাধ্য ও সততা।
লক্ষ্য হবে মাঝুদের অভাৱ যোচন,
দুর্বল হবে চিৰতৰে অশ্বার শোণ।

জানের মুকুট হল ধূলায় শুষ্ঠিত,
শ্রমিক সরকার সেধা হয় প্রতিষ্ঠিত।
তাকাও চীনের পানে দেখ একবার,
একদা সেখানে ছিল ঘোর হাহাকার।
ফুরিয়া দাঢ়াল ঘত শোবিতের দল,
শ্রমিকের সংগ্রাম হয়েছে সকল।
আমাদের দেশে বারা চির প্রক্ষিত,
আর তারা ধাকিবে না এরূপ লাখিত।
সচেতন হয়ে তারা এগিয়ে এসেছে,
বিপ্লবের মন্ত্রে তারা শপথ নিয়েছে।
একদিন ভাসাদের হবে হবে জর,
ইতিহাসে কৌতি তার ইহিবে অক্ষয়।
শ্রমিকের শপথ তারা করিবে সকল,
শেখ হবে ছনিয়ার শোষক সকল।
ন্তুন পৃথিবী তারা করিবে গঠন,
দূর করি চিরতরে অস্তার শোষণ।
সুজন করিবে এক ন্তুন সমাজ,
গড়িবে কৃষক আর শ্রমিকের রাজ।

চলিতেছে বড়বন্দ আজে। দিকে দিকে,
পৃথিবীকে নিতে বহাসয়নের দিকে।
লাখ লাখ মানুষেরে মারিবার তরে,
শোষকেরা চলিয়াছে আশোজন করে।

নৌব দৰ্শক হয়ে রহিব না মোরা,
আওয়াজ তুলিতে হবে তাই বিশঙ্গোড়া।
যুদ্ধ নাহি হতে দেব শান্তি মোরা চাই,
মেহনতী মানুষেরা আমাদের ভাই।
দিতে হবে তাসাদের নব উদ্বোগন।
মনে আগে আসে যেন ন্তুন চেতনা।
শোষকের বড়বন্দ দেব ব্যর্থ করে,
ধরায় রচিব স্বর্গ মানুষের তরে।

সমাজতন্ত্রের কাহেকাটি স্ফুল

১। প্রত্যক ব্যক্তির স্মৃয়েগের বিচ্ছিন্নতা-বিধান।
পুঁজিবাদী সমাজেতে দেখ ভাইগণ,
অধিকাংশ মানুষের শোষণ-পীড়ন।
সমাজতন্ত্রিক দেশে এব বিপরীত,
প্রত্যক লোকের তথা করা হয় হিত।
নিশ্চিত বিধান সেধা থাকে জীবনের,
স্মৃয়েগের দ্বার খোলা থাকে সকলের।

২। সমষ্টির কল্যাণ।
ব্যক্তিগত সম্পদের বিলোগ করিয়া,
সামাজিক অর্থনীতি উঠেছে গড়িয়া।

জানের মুক্ত ইল শূলায় শুষ্টিৎ,
শ্রমিক সংবাদ সেখা হয় অতিষ্ঠিত।
তাকাও চীনের পানে দেখ একবার,
একদা সেখানে ছিল ঘোর হাহাকার।
কুর্বিয়া দাঢ়াল থক শোষিতের দল,
শ্রমিকের সংগ্রাম হয়েছে সফল।
আমাদের দেশে তারা চির আঁকিত,
আর তারা ধাকিবে না একপ লাঙ্গিত।
সচেতন হয়ে তারা এগিয়ে এসেছে,
হিপ্পুবের মন্ত্রে তারা শপথ নিয়েছে।
একদিন তাহাদের হবে হবে জয়,
ইতিহাসে কৌতি তার রহিবে অক্ষয়।
শ্রমিকের অপ তারা করিবে সফল,
শেব হবে ছনিন্দার শোষক সকল।
নৃতন পৃথিবী তারা করিবে গঠন,
দূর করি চিরতরে অস্তায় শোষণ।
সুজন করিবে এক নৃতন সমাজ,
গড়িবে কুকু আর শ্রমিকের রাজ।

চলিতেছে বড়বড় আজে। দিকে দিকে,
পৃথিবীকে নিতে যহাসমরের দিকে।
লাখ লাখ মানুষেরে মারিবার তরে,
শোষকেরা চলিয়াছে আয়োজন করে।

নীরব দৰ্শক হয়ে রহিব না মোরা,
আওয়াজ তুলিতে হবে তাই বিশ্বজোড়।
যুক্ত নাহি হতে দেব শাস্তি মোরা তাই,
মেহুমতী মানুষেরা আমাদের তাই।
দিতে হবে তাহাদের নব উদ্বোপন।
মনে প্রাণে আসে যেন নৃতন চেতন।
শোষকের বড়বড় দেব ব্যৰ্থ করে,
ধৰায় রচিব অর্গ মানুষের তরে।

সমাজসত্ত্বের কাহ্যকাটি শুক্রল

১ / প্রত্যক ব্যক্তির স্বায়োগের বিচ্ছয়তা-বিধান।
পুঁজিবাদী সমাজেতে দেখ তাইগণ,
অধিকাংশ মানুষের শোষণ-পীড়ন।
সমাজতাত্ত্বিক দেশে এর বিপরীত,
প্রত্যক লোকের তথা করা হয় হিত।
নিষিদ্ধ বিধান সেখা থাকে ভীবনের,
স্বায়োগের দ্বার খোলা থাকে সকলের।

২ / সমষ্টির কল্যাণ।
ব্যক্তিগত সম্পদের বিলোপ করিয়া,
সামাজিক অর্থনীতি উঠেছে গড়িয়া।

একটা দৃষ্টান্ত :

“সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।”

এই নীতি কথা হয়েছে অচার
শেখানো হয়েছে সবে,
আজতক ইহা সফল হয়েছে ?
কোথায় ? কখন ? কবে ?
সফল হইতে পারেন।—এ বাণী
ধনিকতত্ত্বের মাঝে,
জনতা-তত্ত্বের বিকাশের পথ
নাহি যেখা সব কাজে।
ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের তরেতে
এ নীতি এচার হয়,
গরীবের তরে সব উপদেশ—
তাদের তরেতে নয়।
ধরিবে না কেহ পরের সম্পদ,
তা’ হলে নয়কে যাবে,
ধনিকের স্বার্থ রক্ষা করিবারে
এই উপদেশ পাবে।
তাহারা যখন ছলে, বলে, কলে
শুধিরে পরের ধন,
তখন তাহাতে ইবে নাকো পাপ,
তাহাতে দিবেনা মন।

গরীব শুনিবে ধর্মের কাহিনী
পালিখে যতন করে,
তাহাদের তরে ধনিকের দল
মন্দির দিয়েছে গড়ে।
উপর-তলার মাঝ যাহারা—
তাহাগ দেবতা হয়,
অনিয়ম যদি করে দখভারা
সেটাতো দোষের নয়।
সমাজ তত্ত্বের বিপ্লব ঘটিলে
তখন সবার তরে,
সফল হবে এ উপদেশবাণী
সকলের থারে যবে।

পৃথিবীর কান্তিপয় সমাজতাত্ত্বিক দেশ রাশিয়া

১৯১৭ সন—৭ই নভেম্বর।
লেনিন দিলেন মেত্ৰু।
বলশেভিকগণ উচ্ছেদ কৱল রাশিয়ার রাজতন্ত্র।
জাদের মুকুট হল লুঠিত ধূলায়।
অতিষ্ঠিত হল সোভিয়েট সমাজতন্ত্র
সর্বহারাদের নেতৃত্বে।
রাচিত হল পক্ষ বাদিক পরিকল্পনা।
দেশ চলেছে জ্ঞত উমতির পথে।

তঙ্গের বিবর্ণ

পুঁজিবাদী দেশে চলছে নৃতন নৃতন সকট।
তারা চায় যুক্ত
গোভিন্দেট চায় শাস্তি—যুক্ত নয়।

চীল

মহাচীনের জাতীয়তাবাদী দল,
নেতা জেনারেল চিয়াং কাইশেক
বিতীয় মহাসমরের কালে
হাতে পেল অচুর অস্ত্রশস্তি
আর অস্ত্র মাকিন ডলার।
এই অস্ত্র ব্যবহার করি
দশটি বছর ধরে চালিয়েছে
অত্যাচার, নির্ধাতন
সমাজতান্ত্রিক দলের পরে।
কৃষক, অধিক, জনতার দল
রক্ষ দিয়েছে, সয়েছে নির্ধাতন,
তবু দমে থায়নি।
মাওমেতুং এর নেতৃত্বে
গোটা দশটি বছর ধরে
লড়াই করেছে আশপাশে।
তারপর
১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবর
জনতার হল জয়।

তঙ্গের বিবর্ণ

ভিয়েতনাম

১৯৫০ সন থেকে
ভিয়েতনাম লড়াই করেছে
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

১৯৫৪ সনে—
ফরাসীয়া বিভাড়িত হল
ভিয়েতনামের মাটি থেকে।
তখন থেকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ
অনুপ্রবেশ করি' ভিয়েতনামে
চালিয়েছে ধর্মসংঘজ
তবু তারা যায়নি দমে
সরণ-পণ সংঞ্চার চলেছে
আমেরিকান হানাদারদের বিরুদ্ধে।
ভিয়েতনামে
সমাজতন্ত্র হয়েছে প্রতিষ্ঠিত
জনতার হয়েছে জয়।

(কোরিয়া)

বিদেশীদের শাসনে-শোষণে পর্যুদ্ধ,
উক্তর কোরিয়াতে
জনতার হয়েছে জয়।
প্রতিষ্ঠা করেছে তারা এক নৃতন রাষ্ট্রে--
নব দিগন্তে যার পদক্ষেপ।

কিউবা।

১৯৫৩ সন—২৬শে জুলাই।
 কিডেল ক্যাট্রোর মহান् নেতৃত্বে
 তরুণদল উৎখাত করল
 ফ্যাসিস্ট বাতিস্তা সরকারকে
 ঝাপিয়ে পড়ল মানকাতা হর্গের পর
 দেখাল তারা অসীম সাহস—অপূর্ব বীরত।
 তারা বিশকে আনিয়ে দিল
 কিউবার সর্বহারা যাহুয় চায় বেঁচে থাকতে।
 আমেরিকার বুকে কিউবাতে
 এমনি করে সমাজতত্ত্বের জন্ম হল।

ইউরোপ

ইউরোপের ক্রতিপয় দেশে
 অভিষ্ঠিত, হয়েছে
 সর্বহারাদের নেতৃত্ব,
 পুঁজিবাদ হয়েছে খংস।

এগিয়ে চলেছে বিশ্ব

এখন—
 ছনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ভু-ভাগ
 তার চেয়ে বেশীর ভাগ অন্তা
 সমাজতাত্ত্বিক সুবিধার অধিকারী।

মেহুনতি মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে
 যোগায় তারা প্রেরণা,
 যোগায় তারা সমর্থন।

পুঁজিবাদী দেশের ভূমিকা

পুঁজিবাদী দেশগুলো নহে আজো চূপ,
 সমাজতাত্ত্বিক বিশ্বে ফাটল ধো'তে,
 খুব সচেষ্ট আর তৎপর।
 চীন ও বাশিয়ার মাঝে লেগেছে দম,
 পুঁজিবাদী দেশগুলো খুব খুশী।
 তারা এতে উৎসাহ যোগায়।
 তার মানে এই নৱ—
 সমাজতন্ত্র আর কাষ্য নয়।
 তার মানে—
 সমাজতত্ত্বের কৃটি আছে যাহা,
 বৈজ্ঞানিক পদ্ধায় তার নিয়সন,
 সমাধানের পথ ধেকে দূরে সরে যাওয়া নয়।
 ইতিহাসের গতিপথ সমুখে—
 পিছনের দিকে নয়।

ফ্যাসিবাদ কি ?

অমিক দলের লোক কেপে যদি যায়,
খনিকেরা খৌজে কোন নুতন উপায়।
বিভেদ সৃজন করি' অমিকের দলে,
কিছু নেতা হাত করি' নেয় সুকৌশলে।

তাহা ছাড়া, করিবারে অমিক দলন,
অত্যাচারী দল করা হয় সংগঠন।
ইহারা ফ্যাসিস্ট দল—পেশা অত্যাচার,
ইটালীতে মুসোলিনী দৃষ্টিষ্ঠান তার।

মুসোলিনী ছিল আগে অমিকের দলে.
অমিক দলের সাথে পরে যায় চলে।
গড়িয়া ফ্যাসিস্ট দল করি' নির্ধারণ,
করেছিল ইটালীতে অমিক দলন।

নাসীবাদ কাকে বলে ?

শেষ হ'ল এখন বিশ্ব সমর
পরাজিত জার্মানী,
বিজোহ করিল অমিকের দল
সহিতে না পেরে গানি।

তত্ত্বের বিবরণ

ধনিকের দল হল সজ্বন্দ
নেতা হল হিটলার,
জার্মানীর সেনা হারিলে কি হবে,
জয়ী হবে পুনর্বার।
জাতীয়তাবোধের মন্ত্র দানিয়া
গড়িল নাসীবাদ,
ধনিকেরা ফেলে স্পন্দির নিখান
বাড়িল বুকের বল।
প্রথম দফায় করে নাসীরা
অমিকের নির্ধারণ,
অত্যাচারে তারা হল দিশাহারা,
তেও গেল সংগঠন।
ছিতীয় দফায় আগুয়ান হল
উপনিবেশের তরে,
মহাসমর হল ছিতীয় বারে
তারি বীকা পথ ধরে।
জাপানও চলিল ঐ পথ ধরে
গড়া হল ফ্যাসিবাদ,
কলোনী আদায় করিবার তরে
জাগিল তাহার সাধ।
জাপান, জার্মান আর ইটালীর
মিতালী উঠিল গড়ে,
এক পথ ধরে চলিল তাহারা
শুধু কলোনীর তরে।

শ্রমিক দলের লোক কেপে যদি থায়,
ধনিকেরা খোজে কোন মুক্তন উপায়।
বিজেদ সৃজন করি' শ্রমিকের দলে,
কিছু নেতা হাত করি' নেয় সুকোশলে।

তাহা ছাড়া, করিবারে শ্রমিক দয়ন;
অভ্যাচারী দল করা হয় সংগঠন।
ইহারা ক্ষাসিট্ৰ দল—পেশা অভ্যাচার,
ইটালীতে মুসোলিনী দৃষ্টান্ত তার।

মুসোলিনী ছিল আগে শ্রমিকের দলে,
ধরিক দলের সাথে পরে যায় চলে।
গড়িয়া ক্ষাসিট্ৰ দল করি' নির্ধাতন,
করেছিল ইটালীতে শ্রমিক দয়ন।

নাংসীবাদ কাকে বলে ?

শেষ ই'ল অথব বিশ্ব সমৰ
পৱাজিত জার্মানী,
বিজোহ কৰিল শ্রমিকের দল
সহিতে না পেরে গানি।

ধনিকের দল হল সভ্যক
মেতা হল হিটলার,
জার্মানীর সেনা হারিলে কি হবে,
জয়ী হবে পুনর্বার।
জাতীয়তাবোধের মন্ত্র দানিয়া
গড়িল নাংসীদল,
ধনিকেরা ফেলে ব্রহ্ম নির্ধান
বাড়িল বুকের বল।
অথব মহায় করে নাংসীয়া
শ্রমিকের নির্ধাতন,
অভ্যাচারে তারা হল দিশাহাতা,
ভেঙে গেল সংগঠন।
বিতীয় দফায় আগুয়ান হল
উপনিষথের তরে,
মহাসমৰ হল বিতীয় বারে
তারি বাঁকা পথ ধরে।
জাপানও চলিল এই পথ ধরে
গড়া হল ক্ষাসিবাদ,
কলোনী আদায় করিবার তরে,
জাগিল তাহার সাধ।
জাপান, জার্মান আৰ ইটালীৰ
মিতালী উঠিল গড়ে,
এক পথ ধরে চলিল তাহার।
শুধু কলোনীৰ তরে।

কেন? কেন? কেন?
হয় তো অনেক কারণ আছে—
হয় তো বলা হয় নি সব কথা।
হয় তো মাঝুষ বোঝে নি সবচৌকু।
হয় তো আরো কথা আছে বাকী।
হয় তো যা বলা হয়েছে,
তাঁতে রয়েছে উভক্ষেত্রের খাকি।
তাই, এস আজ দুর্গত মাঝুষের দল,
খুঁজে দেখি—
মুক্তির পথ কোথায় হারিয়ে গেছে!

বিজ্ঞানীর জবাব

মাঝুষ এত কষ্ট পাচ্ছে—
ঐতিহাসিক কারণে।
অঘাতের স্ফটির জন্য।
অঘাত কি?
প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা।
আয় কি?
প্রাকৃতিকে চিনে তার নিয়ম মেনে চলা।
তাকে বশ করে পৃথিবীকে জয় করা।
আর সবাই মিলে মিশে ভোগ করা।
আর
নিজে বাচা ও অপরকে বাঁচতে দেয়া।

কর্তব্য কি?

অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

আর—

অঘাত শোষণ বজ্র-কলার অবিকাম চেষ্টা
ফলাফল কি?
বাস্ত। সমাধান।

সাধুপুরুষ বল্লৈলৈ

মাঝুষের দুঃখ-কষ্ট হয় অঘাতের জন্য।

অঘাত কি?

দৈশ্বরের আদেশ লভন করা।
মাঝুষ অঘাত করে ফেল।
শয়তানের প্ররোচনায়।
আবার দৈশ্বই ভাল-মনের নিয়ন্ত।
পরম্পর বিরোধী জবাব।

শায় কি?

দৈশ্বরের আদেশ মেনে চলা।

দৈশ্বরের আদেশ প্রতির বিরোধী ময়।

বিজ্ঞানীর সাথে জবাবটা মিলে যাচ্ছে খানিকটা।

কর্তব্য কি?

দৈশ্বরের আদেশ মেনে চলা : ফলাফল তার হাতে
ইহকালে না পেলে পরকালে পাবে।
অতএব দৈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আস্তসম্পর্ক।

কেননা,
তার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটিও নড়ে না।
আবার অনেক সময় দেখা যায়,
হাজার চেষ্টাও তোমার কাজে দেয় না সফলতা।

কলাফল কি?

সমস্তার বাস্তব সমাধান থেকে
দূরে-বহুদূরে সরে যাওয়া।
ফলে আদে—অকর্মণ্যাত,
নিজেকে হেকে দেয়। অনুষ্ঠের হাতে।
নিজেকে ঝড়ানো,
আরও ছাখ-কষ্ট আর বিশুলার মধ্যে।

প্রশ্ন-চল্লাঙ্গ হয় কেন?

বিজ্ঞানীর জবাব,—
পৃথিবীর ছায়া পড়ে চঙ্গের উপর,
তার ফলে হয় চল্লাঙ্গ।
বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিয়ীক্ষা চলছে অবিরাম।
সে-ও একদিন জানতোনা।
সে সত্ত্বেও পৃজ্ঞানী
সত্ত্বেও অহসক্ষিংস। তাকে দান করেছে জীব।
সে এখন জানে অনেক কিছু।

সাধু পুরুষের জবাব নেই।
তিনি চল্লাঙ্গ দেখে হতচকিত।
এটা তার ক্রটি নয় নিশ্চয়ই।
সে যুগে এটা তার জানার কথা নয়।
বিজ্ঞানীও
এ অশ্রের জবাব দিতে পারতোনা সেদিন।
সাধু-পুরুষ বল্লেন—“প্রার্থনা কর।”
তাই যুগ যুগ ধরে আমরা প্রার্থনা করছি।
ইতিহাসের গতি
ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে,
তার বিরতি নেই।
ইতিহাসের কোন ধাপে,
দাস প্রাণ ছিল খুবই ব্যাড়াবিক। আর যাহসঙ্গত।
আজকের দিনে
তা’ ক্ষণ অস্বাভাবিক নয়—অস্তায় ও।
সাধু-পুরুষের বাণী যদি হয় চরম সত্য,
তা’ হলে ইতিহাসের গতি যাও থেমে,
থাকেন। নৃতন কোন স্থষ্টি।
হৃনিয়াটা যেমনি আছে, তেমনি ধাকে।
বিজ্ঞানের কষ্টশাখারে যাচাই করে,
সাধু-পুরুষের কোন বাণী যদি হয় সত্য,
সে সত্য যদি ব্যর্থ হয়ে যাও
বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে
সমস্তার সমাধানে—

ଜାଗବୁଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀତ

୧। ମୁକ୍ତିର ଗାନ

ମୋରା ରଙ୍ଗ ମାଗର ପାଡ଼ି ଦିଯେ ମୁକ୍ତି ଏନେହି,
ଶିକଳ ଭେତେ ଚର୍ଚ କରାର ହସ୍ତ ଶିଖେହି ॥
ଥାରୀନତାର ଆସରା ବୀର,
ରାଖବେ ଉଚ୍ଚ ମୋଦେବ ଶିର,
ମାନବତାର ଯତ୍ତେ ମୋରା ଦୀକ୍ଷା ନିରେହି,
ସୋନାର ବାଂଲା ଗଢ଼ାର ତରେ ରଙ୍ଗ ଦିଯେହି ॥
ନୃତ୍ୟ ଶିକଳ ପରବେ ନା,
ଯାଥୀ ନୌରୁ କରବେ ନା,
ଏକଟି ଫୁଲେର ଅଞ୍ଚ ମୋରା ଅଞ୍ଚ ଧରେହି,
ତିଥ ଲାଖ ଭାଇ ବୋନେରି ରଙ୍ଗ ଦିଯେହି ॥
ବୀଚତେ ହବେ ବୀଚାର ଯତ ;
ଲଙ୍ଘତେ ହବେ ଅବିରତ ;
ଜେଗେ ଓଠ ବୀର ଅନତା, ଶକ୍ତ ଚିନେହି,
ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରାର ତରେ ଶପଥ ନିରେହି ॥

୨। ବିପଦ୍-ସଙ୍କେତ : ଛୁଣ୍ଯାରୀ

ଛୁଣ୍ଯାର ଛୁଣ୍ଯାର ଶୋଷକେର ହାତିଯାର
ଉଚ୍ଚତ ଚାରିଦିକେ ଭାଇ ରେ,
ପଥ ଚଲ ସାବଧାନେ ଗାନ ଗେରେ ଏକଭାନେ
ନହିଲେ ତୋ ପରିଆଣ ନାଇ ରେ ॥

ଶୋଷକେର ବକନାର ଅନତାର ପ୍ରାଣ ଥାଯ,
ଦେଖି—ଯବେ ଚାରିଦିକେ ଚାଇ ରେ ।
ଅଜତାର ଅଭିଶାପ ଜୀବନେର ମହାପାପ,
ଆଲୋକେର ପଥେ ଚଲ ଯାଇ ରେ ॥
ଐକ୍ୟବୋଧ ଅନତାର ଭେତେ ଦେଯ ବାରବାର
ପରିଆଣ କିରାପେତେ ପାଇ ରେ,
ବକିତ ମାନବଗଣ ସର୍ବହାରା ଅନଗଣ
ଅଭିଯାନେ ଏକ ହଥ ତାଇ ରେ ॥

୩। ଯୁଗାନ୍ତରେର ଗାନ

ପଥିକ ତୁମି ତୁମାର ନତୁନ ଗାନ,
ସବହାରାଦେର ରଙ୍ଗେ ଆଗାମ ବାନ ।
ନତୁନ ସୁରେର ଆନ୍ତନ ଆଲୋ,
ରଙ୍ଗ-ବୀଜେର ରଙ୍ଗ ଚାଲୋ,
ନତୁନ ଆଶାୟ ସଜ୍ଜୀବ କର
ସବହାରାଦେର ପ୍ରାଣ ॥
ସୁମେର ଘୋରେ ରଇଲ ଯାରା,
ତାଦେର ପ୍ରାଣେ ଆଗାମ ସାଡା,
ଆବାର ତୋଯାର ଗାଇକେ ହବେ
ଶିକଳ ଭାଙ୍ଗାର ଗାନ ॥
ନତୁନ ପ୍ରାଣେର ବଙ୍ଗ ଆମୋ,
ଶକ୍ତ ହାତେ ଆୟାତ ହାମୋ,
ସୁଚିରେ ଦୀଏ ମାନବତାର
ଶକ୍ତି ଅପମାନ ॥